2000

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ৭ম সংখ্যা

১৫ অক্টোবর, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

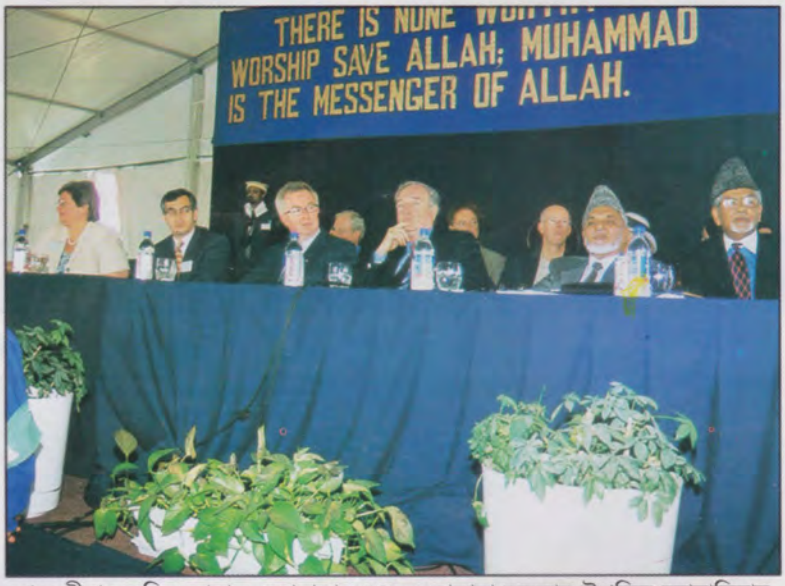

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্যানাডার ২৪তম সালানা জলসায় উপস্থিত ক্যানাডিয়ান সরকারের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ ও জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

স্টেট হাউসে মরিসাসের প্রেসিডেন্টকে পুস্তক উপহার দিচ্ছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মিশনারী

কম্বোডিয়া সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী Mr. Hien Wannaroth কে পবিত্র কুরআন ও Philosophy of the Teachings of Islam উপহার দিচ্ছেন আহমদীয়া মিশনারী মাওলানা হাসান বসরী

খোদ্দাম ভাইদের উদ্দেশ্যে–

বিংশ শতাব্দীর এ ক্রান্তি-লগ্নে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে মানব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে বলে দাবী করা হচ্ছে সে সময় মানবের মাঝে সবচে' বড় দৈন্য হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের। আজ আমরা যেদিকেই তাকাই না কেন যে দেশের কথাই বিশ্লেষণ করি না কেন নৈতিক চরিত্রের অভাবটাই প্রকট হয়ে ওঠে। পৃথিবীর এ দৈন্য-দুর্দশা ঘুঁচাবার জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা দাঁড় করিয়েছেন যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে নিরীহ অর্থ-বিত্তহীন তথাকথিত সামাজিক প্রভাব বলয় থেকে অনেক নীচে অবস্থানরত একটি জামাতকে।

আল্লাহ্‌তাআলার কাজই এ রকম। আজ থেকে প্রায় পনরশ' বছর আগেও আরব ভূখন্ডে দাঁড় করিয়েছিলেন এমন একটি ক্ষুদ্র দলকে যাঁরা ছিলেন অভাব-অনটনে জর্জরিত। সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিমুক্ত। খেজুর গাছ তলায় বসে নগ্নদেহে নগ্ন পায়ে তাঁরা একদিন বিশ্বের সংশোধনের পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে তাঁরা যথাসময়ে সক্ষমও হয়েছিলেন। কিসের বলে তারা এ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন ? আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি তাঁদের ছিলো ঐকান্তিক ও অগাধ বিশ্বাস। আর নিঃশর্ত আনুগত্য। ব্যক্তিগত চরিত্রগুলো ছিলো নির্মল-নিষ্কলুষ। সততা ও মানব-প্রেমে তাঁরা ছিলেন উদ্বেলিত-উচ্ছলিত। ভ্রাতৃত্ববোধে তাঁদের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া ভার।

আজকে আহমদী জামাত তাঁদের অন্য অংশ হিসেবে দায়িত্ব-প্রাপ্ত অবশিষ্ট কাজের আঞ্জাম দেয়ার জন্যে। সুতরাং এ জামাতের প্রতিটি সদস্যকে বিশেষ করে যুব সমাজকে পনরশ' বছর আগের সেই নিষ্কলুষ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে হবে নিজেদের মাঝে। আর এ কাজ খোদ্দাম তথা যুবকদেরই করতে হবে এবং প্রত্যেক যুগে যুবকরাই এ কাজ করে আসছে।

খোদ্দামরা আহ্বানের 'শহীদ সংখ্যা' বের করতে যাচ্ছে তাদের ইজতেমা উপলক্ষ্যে। তাদের প্রতি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত আহ্বান এই যে, তারা যেন জাতির সামনে নিজেদের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করতে পারেন। তারা যেন সততার এক মূর্ত প্রতীক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাহলে যেদিন জাতীয় কর্মকান্ডে সৎলোকের ডাক আসবে, বলা বাহুল্য জাতির মাঝে এর খুবই অভাব, সেদিন তারা যেন নেতৃত্বের পতাকা হাতে নিয়ে জাতিকে সময়োচিত পথ-প্রদর্শন করতে পারেন। আল্লাহ্ করুন তা-ই যেন হয়।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

৩০ আশ্বিন ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ১৬ রজব ১৪২১ হিঃ কাঃ
১৫ ইখা ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ১৫ অক্টোবর ২০০০ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

এবারের বন্যা ঃ অন্য দৃষ্টিতে

আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন বলে ঃ

"এবং যখন সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগলো, আর যখনই তার জাতির প্রধানগণ তার নিকট দিয়ে যেতো তারা তাকে [অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ)-কে] হাসি-বিদ্রূপ করতো। সে বলতো, যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করো তাহলে (সময় আসলে) আমরাও তোমাদেরকে হাসি-বিদ্রূপ করবো যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদেরকে হাসি-বিদ্রূপ করছো" (সূরা হূদ ঃ ৩৯)।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "আর আমরা কোন জাতিকে কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা (সতর্ককারী) রসূল প্রেরণ করি" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৬ আয়াত)।

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী প্রায় একশ' বছর আগে বলেছেন ঃ

"হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নও! হে দ্বীপবাসীগণ ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না।

আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব-শূন্য পেয়েছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। এখন তিনি রূদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করবেন।

যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক ঐ সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে, **নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।**

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে। সে মানুষ নয় কীট; তাঁকে যে ভয় করে না সে জীবিত নয় মৃত" (হাকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ঈসাব্দ)।

বাংলাদেশের "দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলা যখন ভয়ঙ্কর বিনাশী বন্যায় ডুবে আছে, তখন দেশের বন্যা বিশেষজ্ঞরা অসহায়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। কারণ বন্যামুক্ত এলাকা বলে ঐ ৬ জেলার একটিতেও বন্যার পানি স্তর মাপার স্টেশন নেই। গত শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মহাপ্লাবনেও এ জেলাগুলো বন্যামুক্ত থাকায় সবাই নিশ্চিত হন যে, এ অঞ্চল সর্বদা বন্যামুক্ত। কিন্তু **এবারের বন্যা প্রচলিত এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে"** (দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ ৫-১০-২০০০)।

বানভাসি লোকদের প্রতি পূর্ণ সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে সবার সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। আমরা ধর্মীয় জামাত বিধায় প্রিয় দেশবাসীর এ দুঃখ-বেদনায় চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের সীমিত ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী আমরা সেবা করে যাচ্ছি এবং যে কোন দুঃখ-কষ্টের সময় আমরা দেশবাসীর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, এ জামাতের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে বন্যা-দুর্গত এলাকায় নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা কোন রাজনৈতিক দল নই আমাদের রাজনীতির সাথে সম্পর্কও নেই তাই আমাদের কাজ চলে নীরবে নিথরে। পত্রিকার পাতায় আমাদের নাম আসে না।

সে যাই হোক আমরা মানুষকে ভালবাসি। তাই উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে দেশবাসীকে আন্তরিকভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানাচ্ছি যাতে এ দুর্যোগ ও আযাব-গযব থেকে দেশবাসী রক্ষা পায়। আযাব এজন্যেই বলছি যে, বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত বুঝতে পারে নি, এ দৈব দুর্যোগ আসছে বা আসবে। অবস্থা যখন এমনই হয় তখন একে কোনক্রমেই স্বাভাবিক অবস্থা বলার সুযোগ নেই।ধর্মীয় ইতিহাসে বারে বারে এমন ঘটনা ঘটে আসছে।

এই বন্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি আযাবের পর্যায়ে চলে গেছে। কাজেই এসব আযাব হতে বাঁচার জন্য সমবেত চেষ্টায় মনোনিবেশ করা একান্ত কর্তব্য।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আন'আম	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ তাওয়াক্কুল (ভরসা)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ উন্নতির দু'টি পথ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় দোয়া হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৫-১১ ১২
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ (মরহুম)	ঃ মাওলানা মু. মাযহারুল-হক	১৩-১৫
❑ ইমাম মাহদী (আঃ) কি সত্যিই স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন ? – একটি সমালোচনার পর্য্যালোচনা		
❑ হোমিওপ্যাথি ঃ সদৃশ বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৬-১৭
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৮-১৯
❑ যিক্‌রে হাবীব - হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - আহসান উল্লাহ্ সিকদার (মরহুম)	২০
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২১-২২
❑ রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন	ঃ অনুবাদ - জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	২২-২৩
❑ হে সহযাত্রী !	ঃ জনাব মোঃ ফজল-ই-ইলাহী	২৪
❑ নতুনদের পাতা ঃ প্রাতঃ ভ্রমণ - আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দর্শন	ঃ মৌঃ শাহ আলম, মোয়াল্লেম	২৫
ইসলামী শিক্ষায় সালামের গুরুত্ব	ঃ মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম	২৬
স্মৃতিতে ৮ই অক্টোবর	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা আল্ আমীন	২৭-২৮
❑ ডঃ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) ঃ স্মৃতিতে ভাস্বর	ঃ মিসেস মাসুদা সামাদ	২৯-৩১
❑ হযরত খদীজাতুল কুবরা (রাঃ)	ঃ মিসেস সাদেকা রহমান	৩২-৩৩
❑ প্রসঙ্গ ঃ ক্যানাডার ২৪তম সালানা জলসা	ঃ অনুবাদ ও উপস্থাপনা - নির্বাহী সম্পাদক	৩৪
❑ খবর	ঃ	৩৫-৩৯
❑ যে নসীহত ভুলবার নয় ঃ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)		৪০

প্রচ্ছদ ঃ ঘানার কেন্দ্রীয় এলাকাস্থ আবুবার আহমদীয়া মসজিদ 'মসজিদ বায়তুল আলীম'-এর একাংশ

আমাদের নীতি ইহাই ঃ তোমরা সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও - যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ "তোমরা মানুষের সাথেও উত্তমভাবে কথা বলবে" (সূরাতুল বাকারা ঃ ৮৪ আয়াত)

আঁ হযরত (সঃ)-এর ফরমান ঃ

"সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌তাআলার পরিবারভুক্ত। আর আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐ বান্দা সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহ্‌র পরিবারের (অর্থাৎ সৃষ্টির) সাথে উত্তম আচরণ করে" (মিশকাত)।

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমাদের নীতি ইহাই, সমগ্র মানবজাতির প্রতি তোমরা সহানুভূতিশীল হও। যদি কোন ব্যক্তি এক প্রতিবেশী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগতে দেখে আর সে উহা নিভাতে সাহায্য করার জন্যে তৎপর না হয় তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, সে আমার মধ্য থেকে নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের শিষ্যদের মধ্য থেকে দেখে যে, কেউ এক খৃষ্টানকে হত্যা করছে আর সে তাকে রক্ষা করার জন্যে সাহায্য না করে তাহলে আমি ঠিক ঠিক বলছি যে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" (রূহানী খাযায়েন ১২ খণ্ড, সীরাজুম্ মুনীর, ২৮ পৃষ্ঠা)।

"সকল মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু এবং আর্য সমাজীদের নিকট আমি এ কথা প্রকাশ করছি যে, দুনিয়াতে কেউ আমার শত্রু নয়। আমি মানবজাতিকে সেইভাবে ভালবাসি যেভাবে স্নেহময়ী এক মা তার সন্তানদেরকে ভালবাসেন বরং এর চাইতেও বেশী। আমি কেবল ঐ সব অলীক ধর্ম-বিশ্বাসসমূহের শত্রু যদ্বারা সত্যতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন আমার জন্য ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। আর আমাদের নীতি হলো মিথ্যা, অংশীবাদিতা, অত্যাচার, প্রত্যেক প্রকারের অপকর্ম, অবিচার, অসদাচরণের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা" (রূহানী খাযায়েন, ১৭, খণ্ড, আরবাইন নং ১, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)।

(সম্পাদকীয় এর অবশিষ্টাংশ)

বিশেষজ্ঞরা যে সব প্রতিকার বলবেন, তা অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে। যুগ-নূহ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) গোটা জীবন দিয়ে মানবজাতিকে মাতৃসম স্নেহমমতা নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সত্য ও পূর্ণ ধর্ম-ইসলামের পথে আহ্‌বান করেছেন। আর দেরী না করে তাঁর ডাকেও যথাযথভাবে সাড়া দিতে হবে। বিজ্ঞান এবং ঐশী জ্ঞান ও পথ-নির্দেশনা অবহেলা করে নয় বরং উভয়ের সমন্বয়েই আমাদের বৃহত্তর মঙ্গল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমদেরকে সত্য ও সুন্দর হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। আমাদেরকে সংযম, আত্মশুদ্ধি এবং অনুতাপ অনুশোচনার পথই দেখিয়েছেন। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ছেড়ে কলুষমুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ পথে ব্যক্তির যেমন উন্নতি হয়, সমষ্টিরও মঙ্গল হয় - পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন আসে। অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের ভারে মানবতা গুমরিয়ে গুমরিয়ে মরতে বসেছে বিধায় অমঙ্গলের স্রোতকে উল্টে দিয়ে তিনি এই ধরণীতে কল্যাণের বাণে ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ-৭

৭। এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যাদের নিকট রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমরা অবশ্যই রসূলগণকেও জিজ্ঞেস করবো।৯৪৬

৮। অতঃপর, আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের নিকটে (তাদের কার্যকলাপের) বিবরণ দান করবো, কেননা আমরা কখনও অনুপস্থিত ছিলাম না।

৯। এবং সেই দিন কৃতকর্মের ওজন হবে নিশ্চিত সত্য৯৪৭। অতএব, যাদের পাল্লা ভারী তারাই সফলকাম হবে।

১০। এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে প্রকৃতপক্ষে তারাই নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কেননা তারা আমাদের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে অবিচার ৯৪৮ করতো।

১১। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছি। (কিন্তু) তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *১ম রুকূ*

১২। নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে (যথোচিত) আকৃতি দান করেছি৯৪৯ তারপর আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছি, তোমরা আদমের আনুগত্য কর৯৫০-এতে তারা সকলে আনুগত্য করলো; ইবলীস৯৫১ ব্যতীত, সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

৯৪৬। এই আয়াতে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, সকলেই কোন না কোন প্রকারে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দায়ী। সকল মানুষকেই প্রশ্ন করা হবে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলকে কীরূপে গ্রহণ করেছে এবং নবীগণকে জিজ্ঞেস করা হবে কীভাবে তাঁরা ঐশী-সংবাদ পৌছে দিয়েছিল এবং লোকেরা তার প্রতি কীরূপ সাড়া দিয়েছিল।

৯৪৭। 'ওজন' কথাটি এখানে আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জড় বস্তুর ওজন করার জন্য ধাতব বা কাঠের নির্মিত স্কেল ইত্যাদি ব্যবহৃত করা হয়, কিন্তু যা জড় বা পার্থিব নয় এমন বিষয় বা বস্তুর ওজন বা পরিমাণ করার অর্থ তার প্রকৃত মূল্য, মান বা গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

৯৪৮। "যলুম" শব্দের আক্ষরিক অর্থ-কোন বিষয় বা বস্তুকে ভুল স্থানে স্থাপন করা (লেইন)। এখানে এর অর্থ আল্লাহ্‌তাআলার নিদর্শনাবলীকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল অবিশ্বাসীরা সেভাবে গ্রহণ করে নি। ঐশী-নিদর্শনসমূহের উদ্দেশ্যে ছিল তাদের মনে ভয় ও বিনয় সঞ্চারিত করা, কিন্তু তদ্‌পরিবর্তে তারা অধিকতর রূঢ় ও উদ্ধত হয়েছিল এবং উপহাস ও ব্যাঙ্গোক্তির দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৯৪৯। মানুষ তার নৈতিক সত্তাকে বিভিন্ন প্রকার ছাচে গঠন করতে পারে, যেরূপ কাদা-মাটিকে ইচ্ছামত ছাঁচে বা আকৃতিতে গঠিত করা যায়।

৯৫০। ফিরিশ্‌তাদেরকে আদম (আঃ)-এর প্রতি অনুগত হওয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছিল সেই আদেশ কার্যতঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রযোজ্য, কারণ ফিরিশ্‌তারা ঐশী-প্রতিনিধিত্বকারীরূপে আল্লাহ্‌তাআলার হুকুমকে কার্যে রূপ দান করেন। ইবলীস ফিরিশ্‌তা ছিল না (১৮ঃ৫১)। সে অশুভ সত্তাসমূহের প্রধান, যেমন জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তাকূলের প্রধান। যে ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে; তা কোনভাবেই মানবজাতির আদি পিতা বলে কথিত প্রথম আদম এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ পরবর্তী সেই আদম-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত যে আদম এ পৃথিবীতে প্রায় ৬ হাজার বছর আগে বাস করতেন যাঁর বংশোদ্ভূত হযরত নূহ, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ।

হাদীস শরীফ

তাওয়াক্কুল (ভরসা)

কুরআন ঃ

"প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তারাই, যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন উহা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তারা নির্ভর করে"।

হাদীস ঃ

"আন ইবনে আব্বাসিন ক্বলা 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াক্বীল' ক্বলাহা ইব্রাহীমু আলাইহিস সালামু হীনা উলকেআ ফিন্‌নারে ওয়া ক্বলাহা মুহাম্মাদুন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা হীনা ক্বল ইন্নান্ নাসা ক্বদ জামাউ লাকুম ফাখশাওহুম ফা যাদাহুম ঈমানাওঁ ওয়া ক্বলু হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মান ওয়াকীল"।

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।' আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর, এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বল্লো, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক' (বুখারী)।"

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, হে মানব জাতি! আমি এক-অদ্বিতীয়। আমার কোন শরীক নেই। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমি। আমিই তোমাদের সকল সমস্যার সমাধানকারী ও সকল শক্তির অধিকারী। সুতরাং তোমরা আমার উপর তাওয়াক্কুল কর। আর যারা আমার উপর তাওয়াক্কুল করে আমি তাদের পাশে দাঁড়াই ও তাদের সাহায্য করি। কুরআনের আয়াতটিতে মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এবং কোন বিপদ তাদেরকে বিচলিত করতে পারে না।

হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) জানাচ্ছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বিচলিত হন নি আল্লাহ্‌র উপর অগাধ ভরসা ছিল। তিনি বলেছিলেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল। খোদার প্রতি তাঁর (আঃ) এই অগাধ বিশ্বাস ও ভরসার কারণে তাঁকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সঃ) - এর যুগে খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন আরবের সকল গোষ্ঠি সম্মিলিতভাবে মদীনার উপর চড়াও হয় সে সময়ে অনেকে মনে করল ইসলাম এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আঁ হুযুর (সঃ) খোদার প্রতি ভরসা রাখতেন, তাওয়াক্কুল ছিল। তিনিও সে সময়ে বলেছিলেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল। আমরা দেখতে পাই যে, খোদাতাআলা কীভাবে তাঁর মু'মিন বান্দাদের সাহায্য করেছিলেন।

এই হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দারা কখনও মিথ্যা খোদার আশ্রয় নেয় না, তারা সর্বদা এক খোদার উপর ভরসা রাখে। আর এর ফলে খোদা তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন।

আজকে আমাদের চতুর্দিকে তাকালে দেখতে পাই, খোদার প্রতি ভরসা রাখা যেন উঠে গেছে। আমরা যেন ওয়াহেদ লা শারীক খোদা ব্যতিরেকে বহু মিথ্যা খোদা-বানিয়ে রেখেছি। যেমন উকিল, ডাক্তার, বড় সাহেব, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ আরো অনেকে।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সকল মিথ্যা খোদাকে মিটিয়ে ওয়াহেদ লা শারীক খোদার উপর বিশ্বাস রাখি ও তাঁর উপর ভরসা রাখি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

উন্নতির দু'টি পথ

আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে সর্বদা বিপদে ফেলা হয়েছে, এরপর খোদা তাদেরকে গ্রহণ করেছেন। সুফীগণ লিখেছেন, উন্নতির পথ দুটো। একটি 'সুলুক'- অপরটি 'জয্‌ব'। সুলুক (আধ্যাত্মিক পথযাত্রী) হলো - যে ব্যক্তি স্বয়ং বিচক্ষণতার সাথে ভেবে-চিন্তে আল্লাহ্‌ ও রসূলের পথ অবলম্বন করে। যেমন বলেছেন, "তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর" (৩ঃ৩২)। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হতে চাও তবে রসূল করীম (সঃ)-এর অনুসরণ কর। সেই রসূলই হলেন পূর্ণাঙ্গ-পথ-প্রদর্শক যিনি এত বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করেছেন যে দুনিয়াতে এর তুলনা নেই। একদিনের জন্যেও তিনি স্বস্তি পান নি। তাঁর অনুসারীগণও (শিষ্য) প্রকৃতপক্ষে তেমনি হবেন যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আপন প্রভুর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ করে থাকেন। শিষ্য বা অনুসারী সেই ব্যক্তি যে সকল বিষয়েই আনুগত্য করবে। অমনোযোগী ও অলস ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌-পসন্দ করেন না। তার ওপরতো আল্লাহ্‌তাআলার অভিশাপ বর্ষিত হবে। এখানে যে আল্লাহ্‌তাআলা রসূলে আকরম (সঃ)-এর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন, তখন সালেকের কাজ হবে প্রথমে রসূল করীম (সঃ)-এর পূর্ণ ইতিহাস পর্যালোচনা করা এবং তার অনুসরণ করা। এরই নাম হ'ল সুলুক। এপথে বহু বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই সবকিছু ভোগ করার পর মানুষ সালেক-এ রূপান্তরিত হয়।

আহলে জয্‌ব এর মর্যাদা

আহলে জয্‌ব (স্বর্গীয় ধ্যানে নিমজ্জিত ব্যক্তি)-এর মর্যাদা সালেকগণের চেয়ে উন্নত। আল্লাহ্‌তাআলা তাকে সুলুকের স্তরেই রাখেন না বরং স্বয়ং তাকে নানা প্রকার বিপদাপদে নিক্ষেপ করেন এবং আপন স্থায়ী আকর্ষণে নিজের দিকে টেনে নেন। সকল নবী মজযুবই (খোদার ধ্যানে বিলীন) ছিলেন। মানুষের আত্মাকে বিপদাবলীর সাথে সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম শেষে অভিজ্ঞতা লাভের পর তার আত্মা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেমন লোহা ও শিশার মধ্যে উজ্জ্বলতার উপাদান নিহিত থাকে কিন্তু পালিশ করার ফলেই তা চকচকে হয়ে ওঠে। এমনকি কেউ চাইলে তার চেহারাও ওখানে দেখতে পায়। মুজাহিদাও (চেষ্টা-সাধনা) ঘষা-মাজার কাজই করে থাকে। আবার ঔজ্জ্বল্য এতটুকু হতে হবে যে, সেখানেও মুখ দৃষ্টিগোচর হবে। মুখ দেখা যাওয়াটা কী ? "তাখাল্লাকু বে আখলাকিল্লাহ্‌' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও) এর সাক্ষী হওয়া। সালেকের অন্তর হ'ল দর্পণ। বিপদাবলী ও ক্লেশ-যাতনা একে এরূপ চকচকে করে তুলে যে, নবী (সঃ)-এর গুণাবলী এতে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং এরূপ তখনই হয় যখন অনেক চেষ্টা-সাধনায় পবিত্রতা অর্জনের পর তার মধ্যে কোন প্রকার ময়লা ও আবিলতা অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে। প্রত্যেক মু'মিনের জন্য এক সীমা পর্যন্ত এরূপ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন রয়েছে। কোন মু'মিন আয়না না হয়ে (আয়নাতে রূপান্তরিত না হয়ে) মুক্তি পাবে না।

সুলুকওয়ালা (আধ্যাত্মিক পথচারী) এই পালিশ (ঘষামাজা) করে থাকেন। নিজের ক্রিয়া-কর্ম (ত্যাগ তিতিক্ষা) দ্বারা তিনি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে থাকেন। কিন্তু জয্‌বাওয়ালা (আত্মবিলীনকারী) বিপদাপদে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন। খোদা স্বয়ং তার রূপকার হয়ে যান এবং নানাপ্রকার বিপদাবলী ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পালিশ করে তাকে আয়নার মর্যাদা দান করেন। প্রকৃতপক্ষে সালেক ওলী হওয়ার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক ও মজযুব উভয়ের একই পরিণাম, অতএব অনেক লোক এখানে আসে এবং ফুঁ দিয়ে খোদার আসনে পৌছুতে এবং সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। এসব লোক ঠাট্টা করে থাকে। নবীগণের অবস্থা তাদের দেখা দরকার। বলা হয়ে থাকে যে, ওলীর নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ শত শত লোক ওলী বনে যায়- একথা ভুল। আল্লাহ্‌তাআলা তো একথা বলেন যে - "লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' অথচ তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?" (২৯ঃ৩)। পরীক্ষা না করা এবং বিরোধিতা ও অশান্তিতে না ফেলা পর্যন্ত মানুষ কীভাবে ওলী হ'তে পারে ?

এক সভায় বায়েযীদ (রাহঃ) ওয়ায করছিলেন। একজন মাশায়েখ বুদাও (সম্ভ্রান্ত বংশীয়) সেখানে ছিলেন। বংশতালিকা তার লম্বা ছিল। বায়েযীদ (রহঃ)-এর সাথে তার অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ছিল। এটা আল্লাহ্‌তালার বৈশিষ্ট্য যে, পুরাতন বংশধরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তিনি গ্রহণ করে থাকেন। যেমন বনী ইস্রায়েলদেরকে ছেড়ে দিয়ে বনী ইসমাঈলকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কেননা আরাম ও ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা খোদাকে ভুলে গিয়েছিল। [যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন] ... আমরা মানবজাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের আবর্তন ঘটাই।" (৩ঃ১৪১) ...

সুতরাং সেই শেখযাদা ভাবতে লাগলো যে, এই ব্যক্তি এক অতি সাধারণ বংশের লোক, কি এমন অলৌকিক গুণ তার মধ্যে রয়েছে, যে কারণে মানুষ তার দিকে ঝুঁকছে আর আমার দিকে আসছে না ! খোদাতাআলা এই কথা হযরত বায়েযীদ (রহেঃ)-এর নিকট প্রকাশ করে দিলেন। তখন তিনি (হযরত বায়েযীদ-রহঃ) এক গল্পের আকারে বলতে শুরু করলেন ঃ কোনও এক জায়গায় মজলিসে রাত্রিকালে একটি ল্যাম্পে (প্রদীপে) পানি মেশানো তৈল জ্বলছিলো। তৈল এবং পানির মধ্যে বিতর্ক চলছিলো। পানি তৈলকে বললো ঃ 'তুমি অপরিষ্কার ও নোংরা। অপরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার উপরে থাকো। আমি এক পরিষ্কার স্বচ্ছ জিনিষ, পবিত্রতা লাভের জন্য মানুষ আমাকে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু আমি থাকি নিচে। এর কারণ কী ? তৈল জবাবে বললো ঃ " যেরকম কষ্ট-যাতনা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে তা তুমি কোথায় করেছ, যে কারণে আমার এই মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য হয়েছে ? এক সময় ছিল যখন আমাকে মাটির নীচে বোনা হয়েছে, সেখানে গোপন ছিলাম, মাটিতে মিশে গিয়েছিলাম, খোদার ইচ্ছায় বেড়ে উঠছিলাম, কিন্তু বাড়তে না দিয়ে আমাকে কেটে ফেলা হলো। তার পর বিভিন্ন পর্যায়ে যাতনা দিয়ে পরিষ্কার করার পর আমাকে ঘানিতে পিষে তৈল বানিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। এত বিপদাপদ ও বিপর্যয়ের পরও কি আমি মর্যাদা লাভ করবো না ?"

আহলে আল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক) বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের পর মর্যাদা লাভ করে থাকেন। এটি হলো একটি উদাহরণ যে, আহলে আল্লাহ্‌ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর মর্যাদা লাভ করে থাকেন। অমুক ব্যক্তি অমুকের নিকট গিয়ে চেষ্টা-সাধনা ছাড়া এবং পবিত্রতা অর্জন না করে মুহূর্তে সিদ্দীকগণের (প্রকৃত বিশ্বাসী) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে- মানুষের এরূপ ধারণা অর্থহীন। কুরআন শরীফকে দেখ। নবীগণের ন্যায় তোমাদের ওপর বিপদাবলী ও বিপর্যয় না আশা পর্যন্ত খোদা কীভাবে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন- যাহাদেরকে অসহনীয় কষ্টের ফলে একথাও বলতে হয়েছিল, "এমনকি রসূল ও তাঁহার (সঃ) সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল 'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে' ? স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট" (২ঃ২১৫)ঃ (চলবে)

অনুবাদঃ- মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় দোয়া

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে'(আইঃ) প্রদত্ত খুতবা জুমুআ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ইং মসজিদ ফযল, লন্ডন।

তাশাহ্হুদ, তাআওউয, সূরা ফাতিহার পরে সূরা মু'মিনের ৬৬নং আয়াত তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেন ঃ

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

অর্থাৎ, "তিনি চিরঞ্জীব-জীবন-দাতা। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা ধর্মের প্রতি তোমাদের আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করতঃ তাঁকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রভু-প্রতিপালক"।

যে বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে তা হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুলের কতগুলো ঘটনা। কিছু ঘটনা স্বয়ং হযরত আকদস (আঃ)-এর নিজের লেখা থেকে আর কিছু ঘটনা অন্যান্যদের বর্ণনা করা। হযরত আকদস (আঃ)-এর এতবেশী সংখ্যক দোয়া কবুল হয়েছে যে, আশ্চর্যজনক বিষয়। হযরত (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়া এবং সেগুলোর সত্যতার অগণিত প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে সকল দেশে জামাত আছে সেসব দেশে হযরত আকদস (আঃ)-এর দোয়া কবুলের ঘটনা একটি আলোচিত বিষয়। সুতরাং এতবড় বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাবে না। তবে কিছু নির্বাচিত ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণতা লাভ করেছে তার মধ্যে মৌলভী সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভীর মৃত্যুর ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন মুন্সী সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভী বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করতে করতে অনেক বেশী সীমালঙ্ঘন করে গেল এবং গদ্য ও পদ্যের আকারে আমার বিরুদ্ধে এতবেশী গালি-গালাজ করল যে, আমার মনে হয়, সমগ্র পাঞ্জাবে আমার বিরুদ্ধে যারা গালাগালি করে তাদের মধ্যে এ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশেষে আমি তার মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে দোয়া করেছিলাম, যেন সে আমার জীবদ্দশায় মৃত্যুর কবলে পতিত হয় এবং তার মৃত্যুও যেন অপমানজনক মৃত্যু হয়। তার বিরুদ্ধে এমন বদ-দোয়ার কারণ শুধুমাত্র জঘন্য গালা-গালিই ছিল না। বরং বড় কারণ ছিল এই যে, সে আমার মৃত্যু কামনা করে দোয়া করছিল। মুর্খতাবশতঃ অন্তর দিয়ে **"লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন"** ছিল তার জপমালা। সে চাইত আমি যেন তার জীবদ্দশায় ধ্বংস হয়ে যাই, মারা যাই এবং আমার জামাতও যেন ধ্বংস হয়ে যায়। এবং আমি যেন মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়ে বিশ্ববাসীর অভিশাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হই। যদিও এ ধরনের

কামনা সকল বিরোধীই করে থাকে, তারা চায় আমি যেন তাদের চোখের সামনে মারা পড়ি। কিন্তু এই হতভাগ্য সা'দুল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী ছিল। যতরকম পদক্ষেপ আমার বিরুদ্ধে নেয়া হোত, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করত। আমি কল্পনা করতে পারি না যে, আদিকাল থেকে কোন নবীউল্লাহ্‌কে তাঁর বিরোধীদের মধ্যে কেউ এতবেশী গালা-গালি করেছিল যেমন এই ব্যক্তি আমাকে গাল দিয়েছে। যদি আমার বিরুদ্ধে লেখা এর কোন প্রকাশিত বিজ্ঞাপন কেউ দেখেন তবে তিনি বুঝতে পারবেন, এই ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কতবেশী সোচ্চার ছিল। এবং তার অন্তর আমার বিরুদ্ধে কতবেশী বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার বেইয্যতি এবং ধ্বংস দেখার জন্য কতবেশী আগ্রহ ছিল তার।

সুতরাং এসব কারণে আমি তার বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলাম। আমার জীবদ্দশায় যেন তার লজ্জাজনক এবং ব্যর্থতাপূর্ণ মৃত্যু ঘটে। খোদা এমনই করেছেন। জানুয়ারী মাসের (১৯০৭ই সন) প্রথম সপ্তাহে নিউমোনিয়া প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত ব্যর্থতা এবং হাজার হাজার হতাশা, আক্ষেপ ও অনুতাপ নিয়ে তার ভবলীলা সাংগ হয়েছে। আঞ্জামে আদম কিতাবে তার মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আরবী ভাষায় যেভাবে লেখা হয়েছিল, তার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"তুই তোর অপবিত্রতার কারণে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস্! অতএব আমার জীবদ্দশায় যদি তোর অপমানজনক মৃত্যু না ঘটে তবে আমি সত্যবাদী নই। আল্লাহ্ তোর দলবলসহ তোকে অপমানিত করবেন আর আমাকে সম্মান দিবেন। আমাদের পতাকাতলে মানুষ একত্রিত হবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমার ও সা'দুল্লাহ্‌র মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করে দাও। আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সত্যবাদীর সম্মুখে তাকে ধ্বংস কর। হে মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ! আমার অন্তরের এবং আমার ভেতরের গোপন বিষয়গুলো সব তুমি দেখছ। হে আমার প্রিয় খোদা! আমি তোমার রহমতের দরজা দোয়ারতদের জন্য উন্মুক্ত দেখছি। অতএব, হে আল্লাহ্! আমি সা'দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যে দোয়া করছি তা তুমি কবুল কর এবং আমার এ দোয়াকে প্রত্যাখ্যান ক'র না। আমার জীবদ্দশায় তাকে অপমানজনক মৃত্যু দাও।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ দোয়া বড় প্রতাপের সাথে এবং সুস্পষ্টভাবে

পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভীর পরিবারবর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং চিরদিনের জন্য নিদর্শন হয়ে গেছে।

সা'দুল্লাহ্র অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কোন কোন আহমদী তার প্রত্যুত্তরে লেখতে চেষ্টা করেছিলেন, সেগুলো এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্তাআলা উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"এ যুগে বড় বড় আশ্চর্যজনক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। রাতে অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ি এদিকে কোন খেয়ালই থাকে না। কিন্তু রাতে একটি এলহাম নাযেল হয়ে যায়। তারপর যথা সময়ে ঐ এলহামের মধ্যে অর্ন্তনিহিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতালাভ করে। কোন এক সপ্তাহও এমন অতিবাহিত হয় না যার মধ্যে কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় না।

সানাউল্লাহ্ (অমৃতসরী)' সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে। এসব নিদর্শন আমাদের পক্ষ থেকে নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকেই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। একবার তার সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল।

রাতে এলহাম হোল, **"উজীবু দাওয়াতাদ্ দায়ে"** [অর্থ ঃ আমি দোয়াকারীর দোয়া কবুল করি]। আউলিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দোয়া কবুল হওয়া সবচে' বড় নিদর্শন এবং বাকী যা কিছু সবই এর শাখা প্রশাখা।

মলফূযাতে বর্ণিত আছে, " এখানে একটি বালকের প্লেগ হয়েছিল। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার জন্য দোয়া করেছিলেন এবং ঐ দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্তাআলা তাকে আরোগ্য দান করেছিলেন। ঐ বালকের কথা আলোচনা হচ্ছিল। মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব বললেন, আমি সর্বদা লক্ষ্য করেছি, যে ব্যক্তির প্লেগাক্রান্ত হয়ে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয়ে যায় সে কখনও বাঁচে না। কিন্তু এবার এই বালককে দেখলাম, সে রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও বেঁচে গেল।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন, ' এ তো দোয়া কবুলের নিদর্শন। এর বেঁচে যাওয়া এমনই যেমন আব্দুল করীমের বেঁচে যাওয়া ছিল। যার সম্পর্কে কাস্ওলী (হাসপাতাল) থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল, " এরপরও যদি তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তবে তাকে বাঁচানোর কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়।" কিন্তু আল্লাহ্তাআলা তার পক্ষে আমাদের দোয়া কবুল করেছিলেন এবং সে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে। এমন ঘটনাও কখনো শোনা বা দেখা যায় নি।

আল্লাহ্র অপূর্ব নিদর্শন এই যে, স্বয়ং মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথেও এমন ঘটনা ঘটবার ছিল। মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব একবার প্লেগের কঠিন আক্রমণে আক্রান্ত হলেন। প্লেগের সকল লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়ে গেল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এবং অন্যরাও বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। রোগ প্রশমনের কোন উপায় করতে পারলেন না। এত জ্বর যে সমস্ত শরীরে যেমন আগুন লেগে জ্বলছে। অবশেষে বড় বিনয়ের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে খবর পাঠনো হোল। হযরত আকদস (আঃ) মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে গিয়ে কপালে হাত রাখলেন। দেখলেন কোন জ্বর নেই। তার শরীরে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বা রোগের কোন চিহ্নই নেই। মৌলভী সাহেব ভীষন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। হযরত (আঃ) বললেন, 'উঠ! হাঁট! মৌলভী সাহেব ভয় পাচ্ছিলেন যে, হাঁটতে পারবেন না। হযরত (আঃ) বললেন, উঠ! তারপর মৌলভী সাহেব উঠে হেঁটে দেখলেন। কোন অসুবিধা নেই। তখন বড়ই আনন্দিত হলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুলের নিদর্শন এত বেশী যে বারিধারার মত বর্ষিত হোত!

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 'একবার আমি এবং মুন্সী আরোড়ে খাঁ সাহেব হযরত (আঃ)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান গেলাম। প্রচন্ড গরম পড়ছিল। বেশ কিছুদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছিলো না। আমরা কাদিয়ান থেকে ফেরত আসবার জন্য হযরত (আঃ)-এর খেদমতে অনুমতি চাইতে গেলাম। মুন্সী আরোড়ে খাঁ সাহেব বললেন, হুযূর বড্ডো গরম! দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। এমন বৃষ্টি যেন হয় যে, উপরেও পানি নিচেও পানি হয়ে যায়। হযরত (আঃ) শুনে হাসলেন, আচ্ছা! উপরেও পানি নীচেও পানি! আমি বললাম, হুযূর এ দোয়া কেবল তাঁরই জন্য আমার জন্য নয়।"

দেখুন, ঐ যুগের সরল সহজ বুযূর্গদের সাথে হযরত আকদস (আঃ)-এর কেমন সম্পর্ক! কোন কৃত্রিমতা নেই শিশুর মত প্রাণ-ভরা অনাবিল ভালবাসা। হযরত (আঃ) বললেন, দোয়া করবো।"

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা বিদায় নিয়ে বাটালার পথে মাত্র সামান্য দূর গিয়েছি। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার কোন মেঘের কোন চিহ্নই নেই। হঠাৎ সামান্য একটু মেঘ দেখা গেল। দেখতে দেখতেই সারা আকাশ ঘন মেঘে ভরে গেল এবং বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। কী প্রবল বৃষ্টি! রাস্তার পাশ দিয়ে কিনারায় মাটি কাটা গর্ত সব ভরে পানি বয়ে যাচ্ছিল। আমার (ইয়াক্কা) ঘোড়াগাড়ী উল্টে গেল। এমন আশ্চর্য ঘটনা যে, মুন্সী আরোড়ে খাঁ সাহেব এমন ভাবে নীচে গিয়ে পড়লেন যে, তার উপরেও পানি, নীচেও পানি হয়ে গেল। আর আমি উপরের দিকে পড়লাম এবং নিরাপদে থেকে গেলাম। আল্লাহ্র অনুগ্রহ, কারও কোন আঘাত লাগে নি। আমি বললাম, 'মুন্সী সাহেব! আরো দোয়া করাও!"

ডঃ আতর উদ্দীন সাহেবের বর্ণনা ঃ (আসহাবে আহমদ) ডাঃ আতর উদ্দীন সাহেবের বয়াত ১৮৯৯ইং সনে।"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মসজিদে মোবারকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসেছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে আরয করলাম, হুযূর! আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি ভাবতেও পারি নি, হযরত (আঃ) তখনই হাত তুলে দোয়া করতে শুরু করে দিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অনুভব করি যে, ঐ দোয়ার ফল আমি আজও পাচ্ছি। আল্লাহ্র ফযলে অনেক টাকা আয়-রোজগার করেছি। জামাতের খেদমতেরও সুযোগ পেয়েছি। ভাল পুণ্যবান পরিবারে বিয়ে করেছি, আল্লাহ্ সন্তানও দিয়েছেন। আজ দরবেশীর যুগে কাদিয়ানে দরবেশী জীবন যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুলের আরো একটি ঘটনা হযরত হাফেয নবী বখশ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত

হাকীম ফযলুর রহমান মুবাল্লেগ, আফ্রিকার পিতা ছিলেন। ১৯০৬ইং সনের ঘটনা। হযরত হাফেয নবী বখশ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার ছেলে আব্দুর রহমান হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশুনা করত। মে মাসে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। আমি তখন চাকরীরত ছিলাম। ফয়যুল্লাহ্ চকে ছুটিতে এসেছিলাম। খবর পেয়ে কাদিয়ানে আসলাম। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) চিকিৎসা করছিলেন। ছেলের অবস্থা দেখে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (অঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। দরজা কড়া নাড়লাম। হযরত (আঃ) বেরিয়ে আসলেন এবং ছেলের বিবরণ শুনে ভেতরে গিয়ে কয়েকটি বড়ি এনে দিয়ে বললেন, পানিতে গুলিয়ে খাইয়ে দাও। তারপর আমাকে খবর দাও। আমি দোয়া করব। আমি তখনই এসে ছেলেকে ঔষধ খাওয়ালাম। ঔষধ তার ভেতরে গেল না। গাল বেয়ে এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়ে গেল এবং ছেলে মারা গেল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) জানাযা পড়ালেন। অনুমতি নিয়ে আমি লাশ নিয়ে ফয়যুল্লাহ্ চক চলে গেলাম। বেশ কয়েকজন ভাই আমার সাথে গেলেন।

পরের শুক্রবার জুমুআর নামাযের জন্য কাদিয়ান আসলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মসজিদ মোবারকে মেহরাবের নিকট ছোট্ট দরজার কাছে বসেছিলেন। আমি মসজিদে প্রবেশ করতেই হযরত (আঃ) আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন। হুযূর (আঃ)-এর আশে-পাশে বড়বড় কর্মকর্তা ছিলেন। সাথে সাথে আমার সামনে যাবার জায়গা করে দিলেন। হযরত (আঃ) বললেন, 'আমি শুনেছি, আপনি ছেলের মৃত্যুতে বড় ধৈর্যধারণ করেছেন, সংযত থেকেছেন।' আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আমি আপনার জন্য **'নেয়া'মুল বদল'** (বিগত সন্তানের উত্তম বদল অর্থাৎ তার বদলে আরো ভাগ্যবান পুত্র সন্তান)-এর জন্য দোয়া করব।'

আল্লাহ্‌র ফযলে, হযরত (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে আমার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আমার ঐ ছেলের নাম, হাকীম ফযলুর রহমান, বর্তমানে আফ্রিকায় গোল্ডকোষ্ট, সল্‌টপন্ডে মোবাল্লেগ হিসাবে কর্মরত আছে। (বর্তমান ঘানায়) আল্লাহ্ আমার ছেলেকে উত্তমভাবে খেদমতের তৌফীক দান করুন।

ঘানার আহমদীরা জানেন, হযরত হাকীম ফযলুর রহমান মরহুম একজন বড় সফল মোবাল্লেগ ছিলেন। বড় কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে তখন তাঁর কাজ করে গেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন, "হাফেয নবী বখশ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আমার চোখের দৃষ্টি-দুর্বলতার অসুখ চিকিৎসার জন্য কাদিয়ান এসেছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এবং অন্যান্য ডাক্তারগণ দেখে বললেন, আমার চোখে ছানি পড়তে যাচ্ছে।" আমি বড় চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত আকদস (আঃ)-এর খেদমতে সমস্ত কথা খুলে বললাম। হযরত আকদস (আঃ) আল্‌হামদুলিল্লাহ্ পড়ে আমার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, দোয়া করবেন।"

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত চোখে কোন অসুবিধা হয় নি, ছানিও পড়ে নি।"

আর একটি রেওয়ায়াত। হযরত হাফেয হামেদ আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৮৭৮ইং বা ১৮৮০ইং যখন কাদিয়ান থেকে ফেরত নিজ গ্রামে যান, তখন কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং শীঘ্রই চিকিৎসার জন্য কাদিয়ান ফেরত চলে আসেন। কাদিয়ানে হযরত সাহেবের চিকিৎসা ও দোয়ার বরকতে আরোগ্য লাভ করেন।

অতএব হাফেয হামেদ আলী সাহেব কাদিয়ান থেকে যান এবং হযরত (আঃ)-এর খেদমতের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেন। হযরত আকদস অনুগ্রহপূর্বক হাফেয সাহেবের জন্য মাসে একটাকা বেতন নির্ধারণ করেন।"

এক টাকা মাসিক বেতন! আজ চিন্তাই করা যায় না। আজকাল এক টাকা তো এক কড়ির সমানও নয়। কিন্তু ঐ যুগে এক টাকায় বড় বরকত ছিল তা-ও আবার হযরত আকদস (আঃ)-এর এক টাকা। হযরত হাফেয হামেদ আলী (রাঃ) বলতেন, ' ঐ এক টাকায় আমি অনেক বড় বড় বরকত পেয়েছি। এত বেশী যে, বড় বড় মর্যাদাবানরা পরে তা পান নি।"

হযরত হাফেয হামেদ আলী (রাঃ)-এর ছোট ভাই ছিলেন, হযরত মুন্সী জয়নুল আবেদীন (রাঃ)। এক মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পবে কোন কারণে ঐ বিয়ে ভেঙ্গে যায়। জয়নুল আবেদীন সাহেবের ঐ দিকে আকর্ষণও ছিল। এই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর তাঁর ফুফুজান নিজ কন্যার বিয়ে দিতে উৎসাহী হন তাঁর সাথে। জয়নুল আবেদীন সাহেব এই ফুফাত বোনের প্রস্তাব সম্পর্কে পরামর্শের জন্য হুযূরের খেদমতে পেশ করেন। মেয়ের বিবরণ শুনে হযরত (আঃ) বললেন, যে সব মেয়েরা বাল্যকালে মাটি খায়, সে সব মেয়েরা দুর্বল হয়ে থাকে। তাদের সন্তানও দুর্বল হয়। মুন্সী জয়নুল আবেদীন বড় বিনয়ের সাথে এখানেই বিয়ের অনুমতি চাইলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন, 'বিয়ে কর কিন্তু সন্তান দুর্বল হবে।'

হযরত মুন্সী জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আকদস (আঃ) যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই ঘটেছিল। তাঁর স্ত্রীর **'আঠরা'** রোগ ছিল।

সন্তান জন্মের পরেই মারা যেত। জীবিত থাকত না। চিকিৎসায় কোন উপকার পেলেন না। অবশেষে হযরত (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে সকল অবস্থা বললাম এবং দোয়ার আবেদন করলাম যে, আমি গরীব মানুষ আর চিকিৎসা করাতে পারছি না। হুযূর (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কী চাও'। হযরত (আঃ) দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে আরম্ভ করলেন। যোহরের পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত দোয়া করতে থাকলেন। আমি ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে ঠেক লাগাতে বাধ্য হলাম। হযরত (আঃ) দোয়া করতে থাকলেন। চোখের পানি পড়তে পড়তে দাড়ী মোবারক ভিজে ভিজে নিচে পড়তে থাকল। আমার বড় কষ্ট হোল যে, কেন আমি এমন করলাম। আমার জন্য হুযূর (আঃ) এত কষ্ট পাচ্ছেন! হায় আমি যদি সন্তান না-ই চাইতাম! আমার সন্তান না হলে না হোত, কিন্তু হুযূরকে (আঃ) কষ্ট না দিতাম।

হযরত (আঃ) দোয়া শেষে বললেন, 'রোগমুক্তি হয়েছে। এবারই পুত্র সন্তান হবে।' মুন্সী জয়নুল আবেদীন সাহেব বলেছেন, ঐ দিনের পর আর আমার কোন ছেলে-মেয়ে

মারা যায় নি। তারপর আল্লাহ্ চার ছেলে ও তিন মেয়ে দিয়েছেন। মুন্সী জয়নুল আবেদীন সাহেব আরো বর্ণনা করেছেন,

"একবার কাশি হয়েছিল আমার , বড় কঠিন কাশি। কাদিয়ানে এসে হযরত (আঃ)-এর খেদমতে বললাম। ছ'মাস পর্যন্ত বিভিন্ন চিকিৎসা করে কোন উপকার হয় নি। হযরত আকদস (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ধনীলোকদের মত চিকিৎসা করতে চাও না গরীবদের মতো? আমি আরয করলাম, হুযূর যেমন বলেন। হুযূর বললেন, কৃষকরা তো সাধারণতঃ গরীবই হয়। তা তুমি কত টাকা এনেছ চিকিৎসার জন্য? আমি বললাম, পাঁচ টাকা। হুযূর বললেন, নিয়ে এস। আমি পাঁচ টাকা এনে হুযূরের খেদমতে পেশ করলাম। হুযূর টাকা নিয়ে বললেন, "যাও তোমার আর কখনও কাশি হবে না।" আমি আরয করলাম, হুযূর আপনার কাছে কী কোন যাদু আছে? হযরত হাফেয হামেদ আলী (রাঃ) বললেন, হুযূর! গ্রামের মানুষ এরা, কোন ব্যবস্থাপত্র না দিলে এদের মন ভরে না। হযরত (আঃ) এক রতি সমান মালাঠী (জ্যৈষ্ঠ মধু), সমপরিমাণ এলাচী এবং মনাক্কা আনালেন এবং এই তিনটি মিলিয়ে কয়েকটি বড়ি বানিয়ে লিন। ঐ পাঁচ টাকাও ফেরত দিলেন যে, ঐ টাকার ঘি খাও স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে।

"হযরত সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নো'মানী (রাঃ)-এর সর্দি লাগার অসুখ ছিল। একবার সর্দি লেগে চার বছর ভুগেছিলেন। রোগমুক্তি হয় নি। দুধ পান বা সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার তাঁর জন্য বিষ তুল্য ছিল।"

এমন অনেক রোগী আমার কাছেও আসেন যাদের দুধের এলার্জি থাকে। দুধ পানের সঙ্গে সঙ্গে সর্দি আরম্ভ হয়ে যায়।

হযরত সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নো'মানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার জন্য দুধ পান করা বা সুগন্ধি ব্যবহার বিষের মত ছিল। একবার এশার নামাযের পর ছাদের উপরে সবাই বসেছিলেন। হযরত আকদস (আঃ) দুধ আনতে বললেন। দুধ আনা হোলে হযরত (আঃ) এক ঢোক পান করেই পুরো গ্লাস আমাকে দিয়ে পান করতে বললেন। আমি বড় বিনয় ও আদবের সাথে আরয করলাম, 'হুযূর , আমার তো সর্দি হয়ে যাবে।' হযরত (আঃ) বললেন, "তোমার ভাল হোক! পান কর তো! কোথাকার কোন সর্দি কাশি !' একথা শুনে আমি পুরো গ্লাস দুধ পান করে ফেললাম।"

হযরত পীর নো'মানী (রাঃ) বলেছেন, ঐ দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনও আর সর্দি হয় নি।

হযরত শেখ রহমতুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার প্রাতঃভ্রমণ শেষে আমরা ফিরছিলাম। দেখলাম একব্যক্তি খুব দ্রুত হযরত আকদসের দিকে আসছে। হযরত সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ ব্যক্তি এসেই হুযূর (আঃ)-এর পায়ে পড়ার উপক্রম করল। হযরত (আঃ) তাকে ধরে নিলেন, পা ধরতে দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সে বলল! আমার জীবন তো মৃত্যুর চেয়েও বেশী কষ্টের এবং খারাপ। দোয়া করুন, এমন জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই।' হযরত (আঃ) বললেন, 'আমাকে তো আল্লাহ্ জীবিত করতে পাঠিয়েছেন। মারতে পাঠান নি। আমি আপনার জন্য দোয়া করব।"

ঐ ব্যক্তি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিল। সে কাদিয়ানে ২০ দিন অবস্থান করেছিল। ঐ দিনের পর থেকে আর তার মৃগীর আক্রমণ হয় নি। তারপর সে চলে গিয়েছিল। দু'বছর পর্যন্ত তাকে বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে। কিন্তু ঐ দিনের পর আর কখনও তার উপর মৃগীর আক্রমণ হয় নি।

হযরত শেখ রহমতুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমার কাদিয়ানে হিজরত করে চলে আসার পূর্বের ঘটনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সকাল প্রায় ৮টার দিকে প্রাতঃভ্রমণের জন্য বেরিয়েছিলেন। আমরা ৮/৯ জন সঙ্গে ছিলাম। রাস্তায় এক ব্যক্তিকে দেখলাম, আখের আঁটি কাঁধে নিয়ে আসছিল। হুযূর (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন সেখানে। সে যখন নিকটে এসে গেল। সে আখের আঁটি মাটিতে রেখে হযরত (আঃ) কে বললেন, "মির্যা জী, আস্সালামু আলায়কুম! বৃষ্টি না হওয়াতে কুপের পানি শুকিয়ে গেছে। গবাদিপশু মারা যাচ্ছে পানির অভাবে। ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। হযরত (আঃ) বললেন, 'দোয়া করবো'। এই বলে হুযূর (আঃ) অগ্রসর হয়ে গেলেন। ঐ ব্যক্তি আখের আঁটি কাঁধে নিয়ে হযরতের বাসায় এনে রেখে গেল যে, হুযূর ভেঙ্গে দেখুন আখের রস নেই।

দুপুরের পরে একটুকরো মেঘ দেখা গেল। অল্পসময়ের মধ্যেই ঘন মেঘ আকাশ ছেয়ে গেল। প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। যার কারণে আমাকে ঐ রাতে কাদিয়ানে থাকতে হোল, ফেরত যেতে পারলাম না।"

আমাদের নানাজান হযরত ডঃ সৈয়দ আব্দুস সাত্তার সাহেবের বর্ণনা, তিনি লিখিত দিয়েছেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) কে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) তাঁর কিতাবে শামিল করেছেন।

"একবার তিন মাসের ছুটিতে আমি সপরিবারে ছেলেমেয়ে কাদিয়ানে এসে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঐ সময় একবার সৈয়দ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের মা দাঁতের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। দাঁতে ভীষণ ব্যথা হোত। রাতদিন কখনও ঘুমাতে পারতেন না ব্যথার কারণে। ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন উপকার হোল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর চিকিৎসায় কোন আরাম হোল না।

হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) হযরত আকদস (আঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন, ডাঃ সৈয়দ আব্দুস সাত্তার সাহেবের বিবি সাহেবা দাঁতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন। হযরত (আঃ) বললেন, তাঁকে আসতে বলুন, দেখি কোন দাঁতে ব্যথা। অতএব, তিনি এসে দেখালেন যে, তাঁর অমুক দাঁতে ব্যথা। ডাক্তার সাহেব এবং হযরত মৌলভী সাহেবের চিকিৎসায় আরাম পাচ্ছি না। হযরত (আঃ) বললেন, 'আপনি এখানে বসুন, চিন্ত করবেন না। আমি দোয়া করছি।' হযরত (আঃ) ওযূ করে নফল নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিবি সাহেবা বসে রইলেন। একসময় হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, যে দাঁতের নীচে ব্যথা ঐ দাঁতের নীচে থেকে এক প্রকার শিখা বেরিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে সাথে সামান্য যেন ধূঁয়াও রয়েছে। সাথে সাথে ব্যথাও দূর হচ্ছে। ঐ শিখা আকাশে বিলীন হয়ে গেল, তাঁর দাঁতের ব্যথাও সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। হযরত (আঃ)-এর নামাযও শেষ হয়ে গেল। হুযূর (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন,

এখন কেমন লাগছে। বিবি সাহেবা বললেন, এখন আরাম লাগছে। হযরত (আঃ) শুনে খুব খুশী হলেন যে, আল্লাহ্ রোগীণির কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রথম যুগে আমি নওগাঁও গ্রামে পাটওয়ারী ছিলাম। আমার বার্ষিক বেতন ৫৫ (পঞ্চান্ন) টাকা ধার্য ছিল। অপর একজন পাটওয়ারী যে তহসীল পায়েল অঞ্চলে নিযুক্ত ছিলেন তার সাথে যোগাযোগ করে পরস্পর একে অপরের স্থানে বদলী করালাম। কিন্তু নতুন স্থানে এসে আমার একদম মন বসল না। কারণ সেটা ছিল হিন্দু জমিদারদের গ্রাম, সেখানে কোন মসজিদ ছিল না। আমার বড় অস্থির লাগতে লাগল। আমি হযরত আকদস (আঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম যেন হুযূর দোয়া করেন, আমি যেন পূর্বের জায়গায় নওগাঁও পুনরায় বদলী হয়ে যেতে পারি। হযরত সাহেব বললেন, 'এসব ব্যাপরে তাড়াহুড়া করতে নেই। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে।' মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কিছু দিন পরে আমার বদলী গওসগড়ে হয়ে গেল। এখানে খুব শীঘ্রই আমার মন লেগে গেল। মুসলমানদের গ্রাম ছিল, মসজিদ ছিল এখানে। ধীরে ধীরে আমার খুব মন বসে গেল এবং নওগাঁও এর প্রতি আকর্ষণ আর থাকল না। আমি ভাবলাম হযরত (আঃ)-এর দোয়ার ফলেই এটা হয়েছে আর এটাই হযরতের দোয়ার পূর্ণতা মনে করলাম।

কিছুদিন পরে নওগাঁও গ্রামের একটি পদ শূন্য হোল। সাথেই তহসীলদার সাহেব আমার পদোন্নতির সুপারিশও করলেন। এই পদোন্নতি এভাবে বাস্তবায়িত হবে যে, আমার হাতে গওসগড়ও থাকবে এবং নওগাঁও থাকবে এবং উভয় অঞ্চলের জন্য পঞ্চান্ন যোগ পঞ্চান্ন মোট একশ' দশ টাকাই আমাকে দেয়া হবে। আমার পক্ষে তহসীলদারের সুপারিশ মহারাজের পক্ষ থেকে অনুমোদিত হয়ে গেল এবং উভয় অঞ্চলের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হোল। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'এটা হযরত সাহেবের দোয়ার ফলে আল্লাহ্র ইকতেদারী মু'জিযা (আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমতার বিকাশ)-স্বরূপ সম্ভব হয়েছিল। নতুবা এভাবে পৃথক পৃথক দু'টি অঞ্চলের দায়িত্ব এক হাতে আসে না। কারণ ঐ দুই অঞ্চল গওসগড় ও নওগাঁও এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বা আরো কয়েকটি অঞ্চল ছিল যেগুলোতে অন্য পাটওয়ারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন, উপরোক্ত অঞ্চলগুলো সব পাটিয়ালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আরো লিখেছেন, গওসগড় অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ)-এর তবলীগে আহমদী হয়ে গিয়েছিল। এখানকার আহমদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে অসাধারণ অবস্থায় সন্তানের জন্মলাভের নিদর্শন।

মুন্সী আতা মোহাম্মদ সাহেব পাটওয়ারী বর্ণনা করেছেন। আমি যখন জেলা গুরুদাসপুরে পাটওয়ারী ছিলাম, কাযী নেমা'তুল্লাহ্ সাহেব বাটালবী খতীব সাহেব আমাকে প্রায়ই হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) সম্পর্কে তবলীগ করতেন। তাঁর মেসে আমার যোগাযোগ ও আসা-যাওয়া ছিল। তিনি তবলীগ করতেন। আমি কখনও গুরুত্ব দিতাম না। একবার কখন তিনি আমাকে বেশী বেশী তবলীগ করলেন, আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও, আমি তোমার মির্যা সাহেবকে পত্র লিখে একটি বিষয়ে দোয়ার আবেদন করব। যদি তাঁর দোয়ায় আমার কাজ হয়ে যায় তবে বুঝব যে, তিনি সত্য দাবীকারক।

আমি হযরত সাহেবের নিকট পত্র লিখে বললাম, 'আপনি মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবী করেন। ওলী আল্লাহ্গণের দোয়া তো আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে থাকে। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ যেন আমাকে সুন্দর, ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দান করেন। এবং আমি যে স্ত্রীর গর্ভে এ সন্তানের জন্ম চাচ্ছি ঐ স্ত্রীর গর্ভেই যেন আমার এ ছেলের জন্ম হয়। নীচে লিখলাম, আমার গৃহে তিনজন স্ত্রী আছেন। বহু বছর হয়েছে আজ পর্যন্ত আমার কোন স্ত্রীর গর্ভে কোন একটি সন্তানের জন্ম হয় নি। আমি চাই, আমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে আমার প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হোক।

কয়েকদিন পরে আমি হযরত সাহেবের পক্ষ থেকে মৌলভী আব্দুল করীম (রাঃ) সাহেবের হাতের লেখা পত্র পেলাম। লিখেছেন,

"আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা হয়েছে। আপনি যে স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান পেতে চান আল্লাহ্তাআলা আপনাকে সেই স্ত্রীর গর্ভেই সুন্দর ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দান করবেন। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি 'যাকারিয়া (আঃ)-এর ন্যায় তওবা করবেন'।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) যেমন তওবা করেছিলেন অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আঃ) সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করেছিলেন। এমন অবস্থায় যখন তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের সম্ভাবনা ছিল না বাহ্যতঃ তখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মুন্সী আতা মোহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেছেন, 'আমি ঐ যুগে সম্পূর্ণ ধর্মবিমুখ ছিলাম, মদ্যপান, ঘুষখোরী ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত ছিলাম। আমি মসজিদে গিয়ে মোল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাকরিয়া (আঃ)-এর তওবা কী সবাই হয়রান পেরেশান আমাকে দেখে যে, এই শয়তান মসজিদে কীভাবে এসে গেল?' মোল্লা আমাকে উত্তর দিতে পারল না । আমি তখন ধরম কোটের মৌলভী ফতেহ্ দীন সাহেব আহমদীর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম যে, 'যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবা কী, কাকে বলে? মৌলভী সাহেব বললেন, ধর্মবিমুখতা পরিত্যাগ কর; ধার্মিক হয়ে যাও; হালাল খাও; নামায রোযা নিয়মিত পালন কর। মদ পরিত্যাগ কর।"

উক্ত মৌলভী সাহেব 'যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবা' অর্থ ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ) কখনও ধর্মাবিমুখ ছিলেন না, তাঁর চেয়ে নামাযী আর কে ছিলেন মদ তিনি কখনও পান করেন নি। অতএব, যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবার অর্থ ঐ মৌলভী সাহেব ঠিক বলেন নি। যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবার অর্থ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হওয়া, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর আস্থা এবং ভরসা স্থাপন করা বুঝায়। সুতরাং আমি মদ ইত্যাদি

ত্যাগ করে নিয়মিত নামায রোযা আরম্ভ করে দিলাম। ধর্মের অনুগত হয়ে গেলাম। ৪/৫ মাস পরে আমি একবার বাড়ী গিয়ে দেখি আমার প্রথমা স্ত্রী কাঁদছেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলাম, কেন কাঁদছেন? স্ত্রী বললো, আগেই আমার এত কষ্ট! সন্তান হয় না। আপনি এক এক করে আরো দু' দু'টি বিয়ে করলেন, সতীনের যন্ত্রণা। তারপর এখন আমার মাসিক স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। তার অর্থ এই যে, আর সন্তানের সম্ভাবনা থাকল না। আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, তাকে যেন তার ভাই এর বাড়ীর অমৃতসরে পৌঁছে দিই। সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চান। আমি বললাম, সেখানে গিয়ে আর কী চিকিৎসা করাবে। তার বদলে এখানেই কোন দাই মা (ধাত্রী)-কে ডেকে দেখাও, কোন ঔষধ দিতে বলো।

আমার স্ত্রী দাই মা (ধাত্রী) ডেকে বললো, দেখ আমার এই অবস্থা। কিছু ঔষধ পত্র দাও। দাই মা বলল, আমি দাই আমি পেটে হাত দিয়ে দেখতে পারি ঔষধ দিতে পারি না। দাই দেখে বলল, "আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ ভুল করে ফেলেছেন। তোমার গর্ভে সন্তান এসেছে বলে মনে হচ্ছে।" আমি বললাম, 'এমন বলিও না, আমি তো হযরত মির্যা সাহেব থেকে দোয়া করিয়েছিলাম।'

কিছুদিন পরে গর্ভসঞ্চার এবং সন্তান সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে গেল। আমার স্ত্রী সবাইকে বলতে আরম্ভ করল যে, দেখবে, আমার পুত্র সন্তান হবে, দেখতে সুন্দর হবে। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল যদি সন্তান হয় তবে বুঝতে হবে যে, সত্যিই এটা বড় একটা ঐশী নিদর্শন!'

অবশেষে একদিন আমার প্রথমা স্ত্রী পুত্র সন্তানের জননী হলেন এবং ছেলে সত্যি সত্যি খুব সুন্দর হোল। আমি দৌড়ে দৌড়ে ধরমকোট গেলাম, সেখানে আমার অনেক আত্মীয় ছিলেন, তাদের খবর জানালাম।"

অন্য এক বর্ণনা মতে, আমি নবজাতককে কোলে নিয়েই ধরমকোটে গেলাম। দাই (ধাত্রী) আমাকে বাধা দিল যে, এমন ছোট শিশুকে নিয়ে যেও না। শীতকাল, শিশু মরে যাবে। শিশুকে কাপড়ও ভালো করে জড়ানো হয় নি। আমি জবাব দিলাম, এ মরবে না, আর যা হবার হবে, এ মরবে না। হযরত মির্যা সাহেবের দোয়া আছে। এ মরবে না, বড় হবে।"

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, আমার এই পুত্র সন্তান হওয়া দেখে অনেকেই কাদিয়ান যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে বয়াত করলেন। আমিও বয়াত করলাম। ছেলের নামও রাখলাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে হযরত হাফেয ইব্রাহীম সাহেবের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন, হাফেয ইব্রাহীম সাহেবের মৌলভী আব্দুর রহমান মুবাশ্‌শের সাহেব মাধ্যমে বর্ণনা দিয়েছেন।

"আমার প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে আমি হযরত সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার আবেদন করলাম। কেউ কেউ আমাকে বললেন, তুমি হযরতের খেদমতে আবেদন কর যে, হুযূর আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। আমি তাদের জবাব দিলাম, 'হযরত (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার আবেদন করেছি। এখন আকাশ থেকে সকল ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

প্রায় বিশ দিন পরে গুজরাট থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর খেদমতে পত্র এসে গেল যে, হাফেয ইব্রাহীম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন। যদি হাফেয সাহেব বিয়ে করতে চান তবে মেয়ে আমাদের এখানে আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেসও করেন নি। উত্তর লিখে দিয়েছেন, 'আমি সম্মত আছি।' তিনি আমাকে জানালেন যে, হাফেয সাহেব! আপনার বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে! আমি জানতে চাইলাম কোথায়।' মৌলভী সাহেব উত্তর দিলেন, 'যেখানেই হোক হয়ে যাবে?'

আল্লাহ্‌র ফযলে সময় মত সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিয়েও হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের উভয়ের জন্য সকল দিক থেকে এ বিয়ে বড় বরকতময় হয়েছে।"

হযরত মৌলভী রহমত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, [ফেরো চাচ্চির অধিবাসী] হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আমের বাগান কয়েকজন গয়ের আহমদী আগেই কিনে রেখেছিল অর্থাৎ আম কিনে রেখেছিল। ঐ বছর বড় খরা যাচ্ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল না। ফলে অনেক আম ছোট থাকতে শুকে শুকে ঝরে যাচ্ছিল।

একদিন আমাকে তারা বলল, ' আপনাদের ইমাম ও মুরশেদ সাহেবের খেদমতে দোয়ার জন্য বলুন।' আসরের পরে হযরত সাহেব (আঃ) যখন বাগানে বেড়াতে আসলেন, আমি হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম। শুনতেই হুযূর (আঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন। তারপর বললেন, 'চল ফেরত বাড়ী যাই'। অথচ হুযূর (আঃ) সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধারণতঃ পদচারণা করতেন। আমিও সাহেবযাদীকে কোলে নিয়ে হুযূর (আঃ)-এর পেছনে পেছনে অনুসরণ করলাম। আল্লাহ্ সাক্ষী, হযরত আম্মাজান ও হযরত সাহেব নিজ বাসভবন 'আদ্‌দারে' প্রবেশ করতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। মেঘ খুব অল্প ছিল কিন্তু প্রবল বৃষ্টি হোল। খাল,নালা সব ভরে গেল। বৃষ্টির পরে আমি যখন আনন্দভরে ঐ লোকদের সাথে দেখা করতে গেলাম তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেল এবং সমস্বরে বলে উঠল যে, আমরা যদি আগে জানতাম যে, আপনাদের ইমাম সাহেব এমন কামেল বুযূর্গ, তবে বহু পূর্বেই দোয়ার আবেদন করতাম এবং আমাদের এত ক্ষতি হোত না।

হযরত চৌধুরী ওমর বখশ্ (রাঃ) জেলা মন্ত্রী বাহাউদ্দীন নিজের বয়াতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

"আমি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম, আমার পরিবারের সকলেই বড় উত্তেজিত হয়ে উঠল। যেমন তাদের বাড়ীতে কেউ মারা গেছে, সবাই শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে। সবাই আমার খোঁজে লাঠি সোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি জানতে পারলাম তারা আমাকে মারবে। আমি আখ ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপন করলাম। তারা আমার সম্পর্কে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমি তাদের কথা শুনছিলাম। তারা আমাকে দেখে নি। চারিদিকে খুঁজে অবশেষে ষ্টেশনে গিয়েও আমাকে খুঁজে না পেয়ে তারা ফেরত চলে গেল।

এখন কেমন লাগছে। বিবি সাহেবা বললেন, এখন আরাম লাগছে। হযরত (আঃ) শুনে খুব খুশী হলেন যে, আল্লাহ্ রোগীণির কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রথম যুগে আমি নওগাঁও গ্রামে পাটওয়ারী ছিলাম। আমার বার্ষিক বেতন ৫৫ (পঞ্চান্ন) টাকা ধার্য ছিল। অপর একজন পাটওয়ারী যে তহসীল পায়েল অঞ্চলে নিযুক্ত ছিলেন তার সাথে যোগাযোগ করে পরস্পর একে অপরের স্থানে বদলী করালাম। কিন্তু নতুন স্থানে এসে আমার একদম মন বসল না। কারণ সেটা ছিল হিন্দু জমিদারদের গ্রাম, সেখানে কোন মসজিদ ছিল না। আমার বড় অস্থির লাগতে লাগল। আমি হযরত আকদস (আঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম যেন হুযূর দোয়া করেন, আমি যেন পূর্বের জায়গায় নওগাঁও পুনরায় বদলী হয়ে যেতে পারি। হযরত সাহেব বললেন, 'এসব ব্যাপরে তাড়াহুড়া করতে নেই। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে।' মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কিছু দিন পরে আমার বদলী গওসগড়ে হয়ে গেল। এখানে খুব শীঘ্রই আমার মন লেগে গেল। মুসলমানদের গ্রাম ছিল, মসজিদ ছিল এখানে। ধীরে ধীরে আমার খুব মন বসে গেল এবং নওগাঁও এর প্রতি আকর্ষণ আর থাকল না। আমি ভাবলাম হযরত (আঃ)-এর দোয়ার ফলেই এটা হয়েছে আর এটাই হযরতের দোয়ার পূর্ণতা মনে করলাম।

কিছুদিন পরে নওগাঁও গ্রামের একটি পদ শূন্য হোল। সাথেই তহসীলদার সাহেব আমার পদোন্নতির সুপারিশও করলেন। এই পদোন্নতি এভাবে বাস্তবায়িত হবে যে, আমার হাতে গওসগড়ও থাকবে এবং নওগাঁও থাকবে এবং উভয় অঞ্চলের জন্য পঞ্চান্ন যোগ পঞ্চান্ন মোট একশ' দশ টাকাই আমাকে দেয়া হবে। আমার পক্ষে তহসীলদারের সুপারিশ মহারাজের পক্ষ থেকে অনুমোদিত হয়ে গেল এবং উভয় অঞ্চলের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হোল। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'এটা হযরত সাহেবের দোয়ার ফলে আল্লাহ্র ইকতেদারী মু'জিযা (আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমতার বিকাশ)-স্বরূপ সম্ভব হয়েছিল। নতুবা এভাবে পৃথক পৃথক দু'টি অঞ্চলের দায়িত্ব এক হাতে আসে না। কারণ ঐ দুই অঞ্চল গওসগড় ও নওগাঁও এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বা আরো কয়েকটি অঞ্চল ছিল যেগুলোতে অন্য পাটওয়ারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) লিখেছেন, উপরোক্ত অঞ্চলগুলো সব পাটিয়ালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আরো লিখেছেন, গওসগড় অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী (রাঃ)-এর তবলীগে আহমদী হয়ে গিয়েছিল। এখানকার আহমদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে অসাধারণ অবস্থায় সন্তানের জন্মলাভের নিদর্শন।

মুন্সী আতা মোহাম্মদ সাহেব পাটওয়ারী বর্ণনা করেছেন। আমি যখন জেলা গুরুদাসপুরে পাটওয়ারী ছিলাম, কাযী নেমা'তুল্লাহ্ সাহেব বাটালবী খতীব সাহেব আমাকে প্রায়ই হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) সম্পর্কে তবলীগ করতেন। তাঁর মেসে আমার যোগাযোগ ও আসা-যাওয়া ছিল। তিনি তবলীগ করতেন। আমি কখনও গুরুত্ব দিতাম না। একবার কখন তিনি আমাকে বেশী বেশী তবলীগ করলেন, আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও, আমি তোমার মির্যা সাহেবকে পত্র লিখে একটি বিষয়ে দোয়ার আবেদন করব। যদি তাঁর দোয়ায় আমার কাজ হয়ে যায় তবে বুঝব যে, তিনি সত্য দাবীকারক।

আমি হযরত সাহেবের নিকট পত্র লিখে বললাম, 'আপনি মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবী করেন। ওলী আল্লাহ্গণের দোয়া তো আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে থাকে। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ যেন আমাকে সুন্দর, ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দান করেন। এবং আমি যে স্ত্রীর গর্ভে এ সন্তানের জন্ম চাচ্ছি ঐ স্ত্রীর গর্ভেই যেন আমার এ ছেলের জন্ম হয়। নীচে লিখলাম, আমার গৃহে তিনজন স্ত্রী আছেন। বহু বছর হয়েছে আজ পর্যন্ত আমার কোন স্ত্রীর গর্ভে কোন একটি সন্তানের জন্ম হয় নি। আমি চাই, আমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে আমার প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হোক।

কয়েকদিন পরে আমি হযরত সাহেবের পক্ষ থেকে মৌলভী আব্দুল করীম (রাঃ) সাহেবের হাতের লেখা পত্র পেলাম। লিখেছেন,

"আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা হয়েছে। আপনি যে স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান পেতে চান আল্লাহ্তাআলা আপনাকে সেই স্ত্রীর গর্ভেই সুন্দর ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দান করবেন। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি 'যাকারিয়া (আঃ)-এর ন্যায় তওবা করবেন'।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) যেমন তওবা করেছিলেন অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আঃ) সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করেছিলেন। এমন অবস্থায় যখন তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের সম্ভাবনা ছিল না বাহ্যতঃ তখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মুন্সী আতা মোহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেছেন, 'আমি ঐ যুগে সম্পূর্ণ ধর্মবিমুখ ছিলাম, মদ্যপান, ঘুষখোরী ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত ছিলাম। আমি মসজিদে গিয়ে মোল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাকরিয়া (আঃ)-এর তওবা কী সবাই হয়রান পেরেশান আমাকে দেখে যে, এই শয়তান মসজিদে কীভাবে এসে গেল?' মোল্লা আমাকে উত্তর দিতে পারল না । আমি তখন ধরম কোটের মৌলভী ফতেহ্ দীন সাহেব আহমদীর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম যে, 'যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবা কী, কাকে বলে? মৌলভী সাহেব বললেন, ধর্মবিমুখতা পরিত্যাগ কর; ধার্মিক হয়ে যাও; হালাল খাও; নামায় রোযা নিয়মিত পালন কর। মদ পরিত্যাগ কর।"

উক্ত মৌলভী সাহেব 'যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবা' অর্থ ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ) কখনও ধর্মাবিমুখ ছিলেন না, তাঁর চেয়ে নামাযী আর কে ছিলেন মদ তিনি কখনও পান করেন নি। অতএব, যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবার অর্থ ঐ মৌলভী সাহেব ঠিক বলেন নি। যাকারিয়া (আঃ)-এর তওবার অর্থ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হওয়া, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর আস্থা এবং ভরসা স্থাপন করা বুঝায়। সুতরাং আমি মদ ইত্যাদি

আমি এবার বেরিয়ে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। কিন্তু আমাদের নিকটতম ষ্টেশন মন্ত্রী বাহাউদ্দীন না গিয়ে আরো এক ষ্টেশন ছেড়ে তৃতীয় ষ্টেশনে ডিংগা গিয়ে গাড়ী ধরলাম। ট্রেনে বসে কাদিয়ান চলে এলাম। ঐ সময় হযরত (আঃ) বাগানে অবস্থান করছিলেন। আসরের নামাযের পরে আমি হযরত (আঃ)-এর হাতে বয়াত করলাম। বয়াতের পরে আমি হুযূরের খেদমতে আমার আরোগ্যের জন্য দোয়ার আবেদন করলাম। আমি আরয করলাম যে, আমার পিত্ত ফুলে গেছে। হযরত (আঃ) আমার ঐ স্থানে নিজ হাতের স্পর্শ করে তারপর হাত তুলে দোয়া করলেন। অনেকক্ষণ দোয়া করলেন। হুযূর (আঃ) দোয়ার পরে আমি আমার পেটে পিত্তের স্থানে হাত রাখলাম। আমার মনে হোল আমার পিত্ত কেউ বের করে নিয়ে গেছে। ব্যথা বা কোন কষ্ট বাকী ছিল না। সেই থেকে এ যাবত পনর বছর গত হয়েছে আর কখনও ব্যথা বা কষ্ট হয় নি।"

হযরত মিয়া সিরাজউদ্দীন (রাঃ) সামাড়িয়াল জেলা শিয়ালকোট বর্ণনা করেছেন,

আমি ও ভাই হাসান মোহাম্মদ খান একবার আমাদের চাকর-বাকরদের লাহোরে রেখে (১৯০৬ ই সনে) কাদিয়ান গিয়েছিলাম হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। পরের দিন সাহেবযাদা সাহেবের মারফত ফেরত চলে আসার জন্য অনুমতি প্রর্থনা করলাম। হযরত (আঃ) বাইরের দরজায় এসে বললেন, "আসরের নামায পড়ে যাবেন না?" আমরা বললাম, হুযূর গাড়ীর সময় পেরিয়ে যাবে আমাদের দেরী হয়ে যাবে। পেছনে লোকজন ছেড়ে এসেছি। তখন হুযূর বললেন, আচ্ছা, যাও। হুযূর আমাদের সাথে করমর্দন করে বিদায় জানালেন।

আল্লাহ্‌র আদেশ এমন যে, আমরা কয়েক ঘন্টা দেরী করতে প্রস্তুত হলাম না হুযূর (আঃ)-এর কথামত–অথচ এবার একমাসেরও বেশী সময় রাস্তায় সফরের মধ্যে কষ্ট পেতে হলো। মৌলভী সিরাজ উদ্দীন সাহেব (রাঃ) বর্ণানা করেছেন।

আমরা কাদিয়ান থেকে রেরিয়ে বাটালা পৌছার পূর্বেই গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে বাটালা স্টেশনে রাত কাটাতে হলো, এবং চৌদ্দ ঘন্টা দেরীতে লাহোরে পৌছলাম। তারপর বোম্বাই যাবার জন্য টিকেট নিয়েছিলাম। রাস্তায় আহমদাবাদের স্টেশনে ছোট ভাইয়ের 'হাফটিকেট'-এর জন্য ধরা-পড়লাম, বোম্বাই গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তারপর কাপড় কিনে নিয়ে পুনার যে অঞ্চলে বিক্রি করতে চাইলাম সেখানে প্লেগের কারণে আমাদিগকে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না। পদে পদে ব্যর্থতা দেখে অবশেষে দোয়ার আবেদন হযূর (আঃ)-এর খেদমতে লিখে পাঠালাম। তারপর আল্লাহ্‌র রহমতে ভাগ্য পরিবর্তন হলো। মালপত্র বিক্রি করে কোন মতে আসল টাকা উঠে আসল। নতুবা অনেক বড় লোকসান হতে চলছিল।

দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত (আঃ) পরিষ্কার করে বলেছেন, দোয়া কী জিনিস!

"মুজিযার (নিদর্শন) আসল উৎস দোয়া। এই তো 'ইসমে আযম!' যদ্বারা পৃথিবীর সম্রাটদের সিংহাসন উলটে যেতে পারে। দোয়া মু'মিনদের অস্ত্র। কিন্তু এর জন্য একান্ত জরুরী ও নিতান্ত আবশ্যক হচ্ছে অস্থিরতা, ব্যথা-বেদনা ভরা হৃদয়ের অবস্থা। যখন দোয়ার মধ্যে দোয়া চলাকালে হৃদয় বিদীর্ণকারী বেদনা সৃষ্টি হয় সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায়। এমন হোলে বুঝে নিতে পার যে, দোয়া কবুল হয়েছে। এটাই **'ইসমে আযম'** যার সম্মুখে কোন বাধা টিকতে পারে না। একজন অপবিত্র ব্যক্তিও যদি এমন দোয়ার সুযোগ পেয়ে যায় তবে সে নিশ্চিতভাবে **'ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি'** হয়ে যাবে।

অতএব দোয়া খুবই উত্তম জিনিস। যদি সুযোগ হয় তবে মাগফিরাতের উপকরণ লাভ হয়ে যায়। এরই মাধ্যমে আস্তে আস্তে আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভ হয়ে যায়। দোয়া না করতে করতে অন্তরে মরিচা ধরতে আরম্ভ করে। পরে আস্তরণ সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্‌র সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারপর ঈমান বিনাশ হয়ে যায়।"

"অনেক সময় দেখ যায় যে, দোয়া কবুল হচ্ছে না। এমন সময় কোন বড় ওলী আল্লাহ্ বুযূর্গের খেদমতে দোয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। তারপর দোয়া করতে হয়, হে আল্লাহ্ তোমার প্রিয় অমুক বান্দার দোয়া কবুল কর।

আল্লাহ্ জাল্লা শানূহু নিজ বান্দাদের প্রতি কৃপা বর্ষণের জন্য যে দরজা খুলেছেন, তা একটাই আর সেটা হচ্ছে দোয়া। যখন কোন বান্দা কাঁদতে কাঁদতে এ দরজায় প্রবেশ করে আল্লাহ্ তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার চাদর পরিয়ে দেন।

(মলফুযাত-৩য় খন্ড; পৃঃ ৩১৫)

অনুবাদ-মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সংশোধনী

গত ৩১শে সেপ্টেম্বরের পাক্ষিক আহমদীর খুতবা অনুবাদ করেছেন মাওলানা সালেহ আহমদ। অনবধানবশতঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমানের নাম ছাপা হয়েছে। সূচীতে অবশ্য মাওলানা সালেহ আহমদের নাম ছাপা হয়েছে। এ ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (মরহুম)

(১৭তম কিস্তি)

হযরত মু'আয (রাঃ)-এর একজন মুরতাদকে হত্যা করা

পুনরায় একটি রেওয়ায়াত যা কিনা 'আযাদ' ও 'যমীনদার' ও 'কৃষক' প্রভৃতিরা উপস্থাপন করেছে। উহা এই যে, একদিন হযরত মু'আয হযরত আবূ মূসা আশআরীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখেন, যাকে হযরত আবূ মূসা আশআরী বেঁধে নিজের নিকট বসিয়ে রেখেছিলেন। হযরত মু'আযের জিজ্ঞেস করার পরে তিনি বল্লেন, এ ইহুদী ছিলো। প্রথমে মুসলমান হয় পরে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত মু'আয বল্লেন, আমি আমার বাহন থেকে নামবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে হত্যা না করবে। আরও বলেন, ইহাই খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল (সঃ)-এর সিদ্ধান্ত।

এ রেওয়ায়াত থেকেও অবশ্যই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, কেবল ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে কারও মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। কেননা, মু'আয বলেন, **'কাযায়াল্লাহু ওয়া রসূলাহূ'** অর্থাৎ এমন ব্যক্তির ব্যাপারে খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর ইহাই সিদ্ধান্ত যে, হত্যা করে ফেলা হোক। এবং তিনি তার বাহন থেকে নামতে অস্বীকার করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না হত্যা করা হয়। আর আমরা ওপরে প্রমাণিত করেছি যে, খোদাতাআলার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে এরূপ রয়েছে ঃ

মান কাতালা নাফসান বিগয়রি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরযি ফাকাআন্নামা কাতালান্নাসা জামিআন - অর্থাৎ হত্যা কেবল দু'ভাবেই হতে পারে; কিসাসের আকারে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণে (সূরাতুল মায়েদা ঃ ৫ রুকূ)।

আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার এক ধরন এ আয়াতের পরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে **'ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহা ওয়া রসূলাহূ ওয়া ইয়াস আউনা ফিল আরযি ফাসাদাঁউ কাত্তালূ** অর্থাৎ খোদা ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আর দেশে বিপর্যয় বিস্তার করে। এদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হয়। অথবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হয়। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

'তদুপরি' হযরত মু'আয (রাঃ)-এর কথা- কাযাল্লাহে অর্থাৎ ইহা খোদার ফয়সালা। প্রকাশ করে যে, তাদের হত্যা করার কারণ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করা বা যুদ্ধ ছিলো কেবল মাত্র ধর্মান্তরিত হওয়া ছিলো না। কেননা, কুরআন মাজীদে এমন কোন আয়াত নেই যাতে কেবল ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি হত্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। পুনরায় হযরত মু'আয (রাঃ)-এর একথা বলা যে, তাদের হত্যা করা খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর আদেশেরই অনুকূলে ইহা আরও সমর্থন যোগাচ্ছে যেভাবে ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নির্দেশাবলীর মধ্যেও এ আদেশই আছে যে, এমন সব মুরতাদকে হত্যা করা হোক। যারা ইসলামকে পরিত্যাগ করে পুনরায় যুদ্ধ ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়।

হযরত মু'আয (রাঃ) ইয়ামেনের গভর্ণর ছিলেন। আর সেখানে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনেই আসওয়াদ আনসীর ফিতনা উত্থিত হয়েছিলো।

অতএব ইহা ছিলো রাজনৈতিক ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়। ইহা ইয়ামেনবাসীদের মধ্যে উত্থিত হয়েছিলো। আর আসওয়াদ আনসীর হত্যা করা দ্বারা ঐ ফিতনা প্রশমিত হয় নি। আর যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন তখনই বিপর্যয়ের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। হযরত মু'আয (রাঃ)-এর মাধ্যমে মুরতাদরা ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুনকেও উস্কে দিয়েছিলো এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে এদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দান করেছিলেন। একজন মুরতাদের ব্যাপারে ইহা বলা যে, আমি বাহন থেকে নামবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে হত্যা করা হয়। কেননা, খোদা এবং তাঁর রসূলের এই-ই সিদ্ধান্ত এতদ্‌দ্বারা আবশ্যিকভাবে স্বীকার করতে হয় যে, এ ইহুদী মুরতাদ ও যোদ্ধা ছিলো নচেৎ এতদ্‌দ্বারা ইহাও মানতে হবে যে, কোন মুরতাদকে তওবা করার সুযোগ দেয়াও খোদা ও তাঁর রসূলের আদেশের পরিপন্থী। যদিও উপরে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কতক মুরতাদকে ক্ষমাও করে দিয়েছেন। এবং কতক তওবা করেছিল। অতএব এমতাবস্থায় মু'আয (রাঃ)-এর এ ইহুদীকে হত্যা করার আদেশ দেয়া একথার সুদৃঢ় প্রমাণ যে, ঐ মুরতাদ যোদ্ধা ছিলো। আর যুক্তির খাতিরে যদি ইহা স্বীকার করেও নেয়া হয় যে, হযরত মু'আয (রাঃ) কেবল ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি মৃত্যু-দন্ড দিয়েছিলেন তাহলে পরেও এতদ্‌দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ইসলামী শরীয়তে ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কেননা, আহলে হাদীসের এই মতাদর্শ যে, যেভাবে উসুলে হাদীসের মুখপত্র মুখতাসার আল জুরজানীতে আস্ সাঈদুশ্ শরীফুল জুরজানী লেখেন, সাহাবীদের কোন বক্তব্য বা কর্ম-সম্বন্ধে সঠিক চিন্তাধারা এই যে, উহা প্রমাণ হিসেবে চূড়ান্ত নয়।

হযরত ইমাম শাফী' (রহঃ)-এর দৃষ্টিতেও সাহাবাদের কথা ও কাজ অকাট্য প্রমাণ নয়। সুতরাং কাশফুল আসরার শরদুল মানার-এর ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৯-তে লেখা আছে, আমরা সাহাবীদের অন্ধ অনুকরণ করি না কেননা সাহাবীদের কথা দলীল নয় আবার এ পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে- হযরত উমর (রাঃ) শরীহ্‌কে লেখেন যে, আল্লাহ্‌তআলার কিতাবের মাধ্যমে মীমাংসা করবে, এর পরে আল্লাহ্ রসূলের সুন্নতের সাথে আর এর পরে নিজ মতামতের সাথে আর ইহা বলেন নি যে, সুন্নতের পরে আমার কথার মাধ্যমে মীমাংসা করো। আর আহ্‌নাফের দৃষ্টিতে ও কেয়াসের মাধ্যমে জানা যায়, এতে সাহাবাদের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই জরুরী নয়।

সুতরাং কুরআন মাজীদ ও সহী হাদীস দ্বারা কেবল ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি হত্যা অবশ্যই প্রমাণিত হয় না। আর ঐ মুরতাদদের হত্যাও নয় ইসলামের প্রথম দিকে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে কেননা, ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐসব ব্যক্তিকে কেবল ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে হত্যা করা হয় নি। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কি সত্য-ই ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ? - একটি সমালোচনার পর্য্যালোচনা

(পঞ্চম অংশ)

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব বিশ্বাস করেন যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-যুদ্ধ করিয়া ইসলাম কায়েম করিবেন। তাঁহার উক্ত বিশ্বাস -- আবির্ভূত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে মানিয়া লইবার ক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখে একটি বড় বাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবের উক্ত বিশ্বাস আমাদিগকে এতদ্‌সম্পর্কিত কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনার দিকে লইয়া যাইতেছে। জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অস্ত্র-যুদ্ধের সপক্ষে যে প্রমাণ বা যে সকল প্রমাণ পেশ করিতে পারেন- আসুন আমরা এবার তৎ- সম্বন্ধে আলোচনা করি।

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব বলিতে পারেন- পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ- রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন- ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) লুদ্দ্ নামক স্থানের দ্বারে দাজ্জালকে বধ করিবেন (মেশকাত)।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। বস্তুতঃ অস্ত্র-যুদ্ধ করা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অন্যতম কাজ হইবে বলিয়া-ই তো তিনি দাজ্জালের বিরুদ্ধে অস্ত্র-যুদ্ধ করিবেন। জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব আরও বলিতে পারেন- পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ- রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন- ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ক্রুশ ভাঙ্গিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিয়্যা কর রহিত করিয়া দিবেন (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল-ঈমান)।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যাকার শায়খ্ আব্‌দুল হক তাঁহার আশি'আতুল-লামাআত নামীয় ভাষ্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া কাফিরদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইবেন। তাঁহার আহ্বানে একদল কাফির ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং একদল কাফির উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কাফির-ই থাকিয়া যাইবে। যাহারা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করিবে না, তিনি তাহাদিগকে কতল করিবেন। এইরূপে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে পৃথিবীতে আর কোনও কাফিরও থাকিবে না এবং জিয়্যা কর আরোপ করিবারও কোনও ক্ষেত্র না থাকায় তিনি জিয়্যা কর আরোপের বিধান তুলিয়া দিবেন। হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-যুদ্ধ করিবেন এবং তিনি অস্ত্র-যুদ্ধ করিয়া ইসলাম কায়েম করিবেন।

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবের উক্ত সম্ভাব্য ধারণা প্রকৃতপক্ষে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত বদ্ধমূল একটি আকীদাঃ বটে। সুতরাং ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অস্ত্র-যুদ্ধ এবং উহার সপক্ষে উত্থাপিত দলীল-প্রমাণ পর্যালোচিত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। এস্থলে আমরা এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

কুরআন-সুন্নাহ্ বা হাদীস হইতে বিভিন্ন-বিষয়ক বিধান বাহির করিবার ক্ষেত্রে অবশ্য-পালনীয় একটি মূলনীতি এই যে, 'কোনও বিষয়ে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপে কোনও বিধান বর্ণিত থাকিলে কোনও হাদীস দ্বারা অথবা কোনও ইমামের কথা দ্বারা উহাকে কোন ক্রমে পরিত্যাগ করা যাইবে না।' কুরআন মজীদ বলে- 'ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বলপ্রয়োগ নাই (২ ঃ ২৫৭)।' কুরআন মজীদ আরও বলে-'আর তুমি বল, সত্য আগত তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর নিকট হইতে। এখন যে চাহে, সে ঈমান আনুক আর যে চাহে, সে কুফরী করুক (১৮ ঃ ৩০)।' "ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বানে যে সকল কাফির ইসলাম গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইবে, তিনি তাহাদিগকে কতল করিয়া পৃথিবীকে কাফির-শূন্য করিবেন আর পৃথিবী কাফির-শূন্য হইয়া যাওয়ায় জিয়্যা কর আরোপ করিবার ক্ষেত্র না থাকায় তিনি জিয়্যা কর আরোপের ব্যবস্থা তুলিয়া দিবেন।"- উপরে উল্লেখিত হাদীসের এইরূপ ব্যাখ্যা কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত বিধানের পরিপন্থী ব্যাখ্যা। সুতরাং 'ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) জিয়্যা কর আরোপের ব্যবস্থা তুলিয়া দিবেন'- হাদীসের এই বাক্যের উপরোক্ত ব্যাখ্যা কোনক্রমে গ্রহণীয় নহে। বরং হাদীসের উক্ত বাক্যের কুরআন-মজীদ-সম্মত ব্যাখ্যা এই যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে অমুসলিমগণ সকল মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করিবার ফলে এবং কাহারও ধর্মীয় স্বাধীনতা কাড়িয়া না লইবার ফলে তিনি আসিয়া ইসলামী বিধান অনুযায়ী জিয়্যা কর আরোপের প্রয়োজন না থাকিবার কথা ঘোষণা করিবেন। আলোচ্য হাদীসের কোনও কোনও রেওয়ায়াতে 'ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া ধর্ম-যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিবেন'- এইরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে (দেখুন ঃ সহীহুল-বুখারী, কিতাবুল-আম্বিয়া, বাবুনুযূলি ঈসা; মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বাল, মাহ্‌দী-র আবির্ভাব সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ)। ইমাম মাহদী (আঃ) আসিয়া জিয়্যা কর ব্যবস্থা তুলিয়া দিবেন এবং তিনি আসিয়া অস্ত্র-যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিবেন- 'হাদীসের এই উভয় বর্ণনা-ই সহীহ ও শুদ্ধ। দুই বর্ণনার কোনও বর্ণনায়-ই রসূলে করীম (সঃ) বলেন নাই যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বানে যে সকল কাফির ইসলাম গ্রহণ না করিবে, তিনি তাহাদিগকে তরবারি বা অন্য কোনও অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিবেন।'ইসলাম গ্রহণে অসম্মত কাফিরদিগকে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিবেন'- একথা রসূলে করীম (সঃ) নহেন বরং হাদীসের ব্যাখ্যাকার-ই বলিয়াছেন। হাদীসের উক্তরূপ ব্যাখ্যা একদিকে কুরআন মজীদের পূর্বোক্ত দুইটি আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতের বিরোধী এবং অন্য দিকে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া অস্ত্রযুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিবেন-'এই হাদীসেরও বিরোধী। জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবদিগকে বলি- আমরা কুরআন-হাদীস বিরোধী উক্ত ব্যাখ্যাকে সহীহ্ মনে করি না সহীহ্ বলিয়া স্বীকারও করি না। কোনও হাদীসের কুরআন-হাদীস বিরোধী ব্যাখ্যাকে সহীহ্ মানা অপেক্ষা য়াহূদী-স্বভাব আলেমদের পক্ষ হইতে কুফ্‌রীর ফাতওয়া এবং ইংরেজদের দালাল হইবার ফাতওয়া লাভ করাকে আমরা শ্রেয়তর এবং অনেক অনেক শ্রেয়তর মনে করি। সুতরাং জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবরা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও তাঁহার অনুসারীদের

বিরুদ্ধে কুফ্‌রীর ফাতওয়া ও ইংরেজদের দালালীর ফাতওয়া দিতে থাকুন আর আহমদীগণ পশ্চিমের (পূর্বেরও) খৃষ্টানদের নিকট মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃত আনীত কুরআন মজীদের ইসলাম প্রচারের তৎপরতা চালাইয়া যাইতে থাকুক। দেখা যাক– বিজয় কাহাকে আলিঙ্গন করে। দেখা যাক– পবিত্র হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পশ্চিম দিক হইতে ইসলামের সূর্য উদিত হয় কিসের ফলে ও কিসের কল্যাণে। আপনাদের কুফরী ফাতওয়ার ফলে ও কুফরী ফাতওয়ার কল্যাণে অথবা কুফরী ফাতওয়া মাথায় লইয়া তবলীগী তৎপরতায় কর্ম-তৎপর গরীব বেচারা আহমদী মুবাল্লিগগণের তবলীগী তৎপরতার ফলে ও তবলীগী তৎপরতার কল্যাণে? অপেক্ষা করুন আর দেখিতে থাকুন। আর নিজেদের পত্র-পত্রিকা এবং বই-পুস্তকে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফরী ফাতওয়াও এতদ্‌সহ প্রচার করিতে থাকুন!!!

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব! 'ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-যুদ্ধ করিবেন– এই আকিদার সপক্ষে ইতঃপূর্বে উল্লেখিত দুইটি হাদীসের মধ্য হইতে প্রথমোক্ত হাদীসের পর্যালোচনা এখনও বাকী রহিয়াছে। আসুন! আমরা উক্ত হাদীসের পর্যালোচনা করিয়া দেখি।

রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন– ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)–যিনি সাদৃশ্যবাচক অর্থে ঈসা ইব্‌নে মার্‌য়াম নামেও পবিত্র হাদীসে অভিহিত হইয়াছেন– আসিয়া লুদ্ নামক স্থানের দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। এস্থলে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবরা বলিতে পারেন যে, পবিত্র হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দাজ্জাল হইবে মহাশক্তিধর এক কাফির ব্যক্তি। সে মানুকে মারিয়া কাটিয়া ভীষণ ভয় দেখাইয়া জবরদস্তীমূলকভাবে তাহাকে রব্ব ও মা'বূদ মানিতে লোকদিগকে বাধ্য করিবে। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া (বনী ইস্‌রাঈল জাতির নিকট প্রেরিত নবী হযরত ঈসা (আঃ) আসিয়া?)–সেই দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। পবিত্র হাদীসের উক্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যুদ্ধ করিবেন এবং তিনি যুদ্ধ করিয়া-ই দাজ্জালকে হত্যা করিবেন।

উক্ত হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয়ের পূর্বে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবদের সমীপে ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন।

(ক) কোনও হাদীস হইতে কুরআন মজীদ বিরোধী কোনও অর্থ বা ব্যাখ্যা কোনক্রমে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

(খ) আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বাস্তবে ঘটা সম্ভব নহে– হাদীসের এইরূপ কোনও অর্থ বা ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

(গ) ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তথা ঈসা ইবনে মার্‌য়াম এর আগমন এবং দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং য়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে বর্ণিত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে রসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক কাশ্‌ফ অথবা স্বপ্নে দৃষ্ট ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর-ই বর্ণনা মাত্র। এতদ্‌সম্পকিত বিভিন্ন হাদীসের ভাষা এবং উহাতে বর্ণিত বিষয়াবলীর প্রকৃতি-ই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, এই সকল ঘটনা ও বিষয় কাশ্‌ফ অথবা স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনা ও বিষয় ছাড়া বাহ্য ও হাকীকী অর্থ অনুযায়ী ঘটিতব্য ঘটনা ও বিষয় হইতে পারে না। বস্তুতঃ কাশ্‌ফ অথবা স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনা বাহ্য ও হাকীকী অর্থে নহে, বরং মাজাযী তথা রূপক ও সাদৃশ্যবাচক অর্থে-ই ঘটিয়া থাকে।

দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ– দাজ্জালের 'গাধা'র কপালে চাঁদ থাকিবে, উহার মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় থাকিবে, আগুন ও পানি উহার খোরাক হইবে, উহার পেটের মধ্যে আলো ও জানালা থাকিবে, উহার পেটের মধ্যে একসঙ্গে বহুলোক প্রবেশ করিবে ও উহার পেটের মধ্য হইতে একসঙ্গে বহুলোক বাহির হইয়া আসিবে, উহা সকাল-সন্ধ্যা চলিতে থাকিবে, উহা লোকজনকে ভ্রমণের জন্য ডাক দিবে, উহার সেই ডাক কয়েক মাইল দূর হইতে শুনা যাইবে। প্রবল ঝড়ের মুখে মেঘ যেমন দ্রুত উড়িয়া যায়, দাজ্জালের গতি– সুতরাং দাজ্জালের বাহন গাধারও গতি– সেইরূপ দ্রুত হইবে। দাজ্জালের গাধা এক কদমে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিবে। অনুরূপভাবে দাজ্জাল তথা য়াজূজ-মাজূজ সম্বন্ধেও পবিত্র হাদীসে এইরূপ অনেক কথা বর্ণিত রহিয়াছে– যাহা রূপক ও মাজাযী অর্থে সত্য হইতে পারে, কিন্তু বাহ্য ও হাকীকী অর্থে সত্য হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ– দাজ্জাল মৃত মানুষকে জীবিত করিয়া দেখাইবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন দাজ্জালের দিকে তাকাইবেন, তখন পানির মধ্যে লবণ গলিয়া যাইবার ন্যায় দাজ্জাল গলিয়া যাইতে থাকিবে। দাজ্জাল একজন মানুষকে হত্যা করিয়া তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবে। দাজ্জালের আদেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, জমি শস্য উৎপাদন করিবে এবং অনুর্বর ক্ষেত্র উহার ধন-ভান্ডার খুলিয়া দিবে। দাজ্জালের সহিত রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকিবে।

"অনুরূপভাবে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)–যিনি পবিত্র হাদীসে সাদৃশ্যবাচক অর্থে ঈসা ইব্‌নে মার্‌য়াম নামেও অভিহিত হইয়াছেন–এর শক্তি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে যে, যতদূর পর্যন্ত তাঁহার নিঃশ্বাস যাইবে, ততদূরের সকল কাফির ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর তাঁহার নিঃশ্বাস ততদূরেই যাইবে, যতদূর তাহার দৃষ্টি যাইবে। ইমাম মাহ্‌দী আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে স্বীয় (বিপুল-সংখ্যক) অনুসারীকে লইয়া (ক্ষুদ্র) তূর পর্বতে আশ্রয় লইবেন।

উপরোক্তরূপ ঘটনাবলী বাহ্য ও হাকীকী অর্থে ঘটা কোনক্রমে সম্ভব নহে। উহা একমাত্র রূপক ও মাজাযী অর্থেই ঘটা সম্ভব। সুতরাং যে সকল হাদীসে রসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক কাশ্‌ফ অথবা স্বপ্নে দৃষ্ট ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বর্ণিত রহিয়াছে উহাদিগকে বাহ্য ও হাকীকী অর্থে নহে, বরং রূপক ও মাজাযী অর্থে গ্রহণ করা-ই নিঃসন্দেহে সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইবে।

নবীগণের কাশ্‌ফ এবং স্বপ্নও এক প্রকারের ওহী। সহীহ্ সনদে বর্ণিত রসূলে করীম (সঃ)-এর কাশ্‌ফ এবং স্বপ্নকে তাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জরুরী বিষয় এই যে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্য হইতে কতগুলি হাদীস হইতেছে **'জাল'** ও **'মাওযূ'**। **'জাল'** ও **'মাওযূ'** হাদীস-গুলিকে উহাদের সনদের রাবীগণের পরিচিতি পর্যালোচনা করিয়া শনাক্ত করিতে হয়। এতদ্‌সম্পর্কিত সকল হাদীসকে যেরূপে পাইকারীভাবে **'জাল'** ও **'মাওয'** বলা যায় না, সেইরূপে সকল হাদীসকে সহীহ্ হাদীস অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রসূলে করীম (সঃ)-এর বাণী বলিয়াও অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যায় না। পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই এর পথ কঠিন হইলেও সহীহ্ হাদীসকে গ্রহণ ও মিথ্যা হাদীসকে বর্জনের জন্য উহা-ই সঠিক ও গ্রহণীয় পন্থা।

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব! কোনও কোনও হাদীসে আবার উহার সনদের কোনও রাবী বা বর্ণনাকারী নিজ হইতে কিছু কথা ঢুকাইয়া দিয়া হাদীসখানাকে আংশিক গয়ের সহীহ্ বা অশুদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রাবী নিজে অথবা তাঁহার শিষ্য উক্ত প্রক্ষেপের বিষয়টি তাঁহার বর্ণনায় উল্লেখ না করিলে উহাকে শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে। অতি-সূক্ষ্ম-জ্ঞানী পর্যালোচক কুরআন মজীদ, সহীহ্ হাদীস, সংশ্লিষ্ট হাদীসের পূর্বাপর বাণী এবং নিজ আধ্যাত্মিক উৎসাহ ও সুরুচিবোধের আলোকে হাদীসের সহীহ্ অংশ হইতে উহার প্রক্ষিপ্ত অংশকে পৃথক করিয়া ফেলিতে পারেন।

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব! দাজ্জাল তথা য়াজূজ-মাজূজ এবং তাহাদের পরিচয়, তাহাদের আবির্ভাব-কাল ও আবির্ভাব-স্থান, তাহাদের কার্য্য-কলাপ ও পৃথিবীতে তাহাদের অবস্থান-মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এবং ইমাম মাহ্দী তথা ঈসা ইব্নে মার্য়াম (আঃ)-এর এক-ই ব্যক্তির দুইটি গুণবাচক নাম হওয়া-না-হওয়া, ঈসা ইব্নে মার্য়াম-এর নুযূল ও নুযূলের স্থান, ইমাম মাহ্দী তথা ঈসা ইব্নে মার্য়াম (আঃ)-এর কার্য্যকলাপ, পৃথিবীতে তাঁহার (অথবা তাঁহাদের) অবস্থান-মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এইরূপ পরস্পর বিরোধী এবং এইরূপ অসম্ভব ঘটনার বিবরণ সম্বলিত যে, উহাদিগকে বাহ্য অর্থে গ্রহণ করা কোনক্রমে সম্ভব নহে। উক্তরূপ হাদীসসমূহের কোনরূপ রূপক অর্থ হইতে পারে এবং উহাদিগকে রূপক অর্থে-ই গ্রহণ করিতে হইবে– এইরূপ কথা চিন্তা করিতে না পারিয়া-ই অতীতে খারেজীগণ, রাফেযীগণ এবং মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একাংশ উহারা হাদীস নহে, বরং কাল্পনিক গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। একদল মুসলিম মনীষী অবশ্য উহাদিগকে রূপক অর্থে গ্রহণ করতঃ উহাদের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবার অধিকাংশ মুসলিম আলেম উহাদিগকে বাহ্য অর্থে গ্রহণ করতঃ **"আল্লাহ্ কী না পারেন!"** –এই ভ্রান্ত যুক্তিতে উহাদের প্রতি 'ঈমান' রাখিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

(ঘ) জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব! মহাসত্যপরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী, কাশ্ফ, স্বপ্ন, ইল্হাম ইত্যাদি সব-ই ওহীর অন্তর্ভুক্ত – আমাদিগকে কুরআন মজীদ এবং হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা বলিয়া দিতে পারে। কোনও ব্যক্তির ওহী-প্রাপ্ত হইবার দাবীকে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য কুরআন মজীদের সূরায়ে য়ূনুস-এর ১৭তম আয়াতে আল্লাহ্তাআলা যে আধ্যাত্মিক কষ্টিপাথর আমাদিগকে চিনাইয়া ও জানাইয়া দিয়াছেন, সেই কষ্টি পাথর দ্বারা ওহীপ্রাপ্ত হইবার দাবী -কারক ব্যক্তিকে যাচাই করিয়া দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার দাবীতে সত্যবাদী পাইলে বিনয় ও আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় সৌভাগ্যের কাজ হইবে। বর্তমান যুগে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঐশী বাণীর সাহায্যে দাজ্জাল-য়া'জূজ-মাজূজ, ইমাম মাহদী (আঃ) ঈসা ইবনে মার্য়াম (আঃ) ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহের রূপক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অন্তরের অহংকার ও কুসংস্কার দূর করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সে সকল ব্যাখ্যাকে মানিয়া লওয়া আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য হইবে।

(ঙ) ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা ভবিষ্যৎ-ই সঠিক ও সুন্দররূপে বলিয়া দিতে পারে। ঘটনা ঘটিয়া গিয়া যদি হাদীসের নানারূপ ব্যাখ্যার মধ্য হইতে একটি ব্যাখ্যাকে সঠিক ও শুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করে, তবে সেক্ষেত্রে বাস্তবে সংঘটিত ঘটনা কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাকে-ই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিবাদী ও প্রয়োগবাদী মানুষের কাজ। অধিকন্তু, ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ঘটনা ঘটিয়া গিয়া যদি উহা হাদীসের নানারূপ ব্যাখ্যার মধ্য হইতে অযৌক্তিক ও অবাস্তব ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করতঃ যৌক্তিক ও বাস্তব ব্যাখ্যাকে-ই সঠিক বলিয়া নির্দেশ করে, তবে সেই বাস্তবতার সাক্ষ্যকে লুফিয়া নেওয়া আরও অধিক যুক্তিসঙ্গত কাজ। আরও অধিকন্তু, সেই যৌক্তিক ও বাস্তব ব্যাখ্যা যদি ঐশী বাণী দ্বারা সত্যায়িত হয়, তবে তাহাকে সোনায় সোহাগা অথবা আরও অধিক সুন্দর বলিয়া লুফিয়া নেওয়া আপনার ও আমার কর্তব্য হইবে।

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব! ভূমিকা অনেক দীর্ঘ হইয়া গেল। দীর্ঘ হওয়া দরকারও ছিল। যে কথার ভূমিকাস্বরূপ উপরের কথাগুলি বলিতে হইয়াছে, এবার সেই কথায় আসি। ইমাম মাহ্দী (আঃ) তথা হযরত ঈসা ইব্নে মার্য়াম (আঃ) আসিয়া **'লুদ্দ'** নামক স্থানের দ্বারে দাজ্জালকে বধ করিবেন। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহ্দী দাজ্জালের বিরুদ্ধে অস্ত্রযুদ্ধ করিবেন। দাজ্জাল কি বিনা যুদ্ধে 'সূচ্যগ্র মেদিনী'ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে ছাড়িয়া দিতে রাজি থাকিবে? কে বিনা যুদ্ধে শত্রুকে স্বীয় কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে রাজি থাকে? না– রাজি থাকিতে পারে না। দাজ্জালও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে কোনরূপ ছাড় দিতে রাজি থাকিবে না। তাই দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ ঘটা হইবে অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ হইবে আর যুদ্ধে দাজ্জাল ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতে নিহত হইবে। প্রমাণিত হইল– ইমাম মাহদী (আঃ) যুদ্ধ রহিত করিবেন না; বরং তিনি মহাশক্তিশালী দাজ্জালের বিরুদ্ধে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত করিবেন।

ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁহার শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-যুদ্ধ করিবেন– এই বিশ্বাস ও দাবীর সপক্ষে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবরা যে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন এবং উপস্থাপিত করিয়াও থাকেন, উপরে তাহা বর্ণিত হইল। এবার আমরা উক্ত প্রমাণকে পর্যালোচনা করিয়া দেখিব। আল্লাহ্তাআলা সত্যকে পাইতে আমাদিগকে সাহায্য করুন!

- মু. মায্হারুল-হক

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

হোমিওপ্যাথি

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ

(চতুর্থ কিস্তি)

অনুরূপ একটি অভিজ্ঞতা আমি এক কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে লাভ করি। তাকে আমি কিডনির নতুন (Acute) পীড়ায় বহুল প্রচলিত ব্যবস্থাপত্র একোনাইট (Aconite) আর বেলাডোনা (Belladonna) প্রয়োগ করতে থাকি। কিন্তু এতে তার কোন লাভ হলো না। তখন আমার মনে পড়লো, আমার দেয়া ব্যবস্থাপত্রটি কেবল তখন কার্যকর হতো যখন রোগী উষ্ণতায় বেশী কষ্ট পায় আর ঠান্ডা প্রয়োগে প্রশান্তি লাভ করে। অথচ আমার রোগীটি ঠান্ডা পানির গোসলে ভীষণ কষ্ট পেতো। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমি তাকে যখন ম্যাগনেসিয়া ফস (Magphos) আর কলোসিন্থ (Closinth) দিলাম তখন দেখতে দেখতে সে আরোগ্য লাভ করলো।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে নির্ধারিত একটি টোটকা চিকিৎসাপত্র সব সময় কার্যকর হ'তে পারে না। সবচেয়ে **গুরুত্বপূর্ণ কাজ** হ'লো কিছুক্ষণের জন্য ব্যাধিটির কথা ভুলে গিয়ে **রোগীকে লক্ষ্য করুন**। ঠান্ডা আর গরমের ঔষধের কথা পৃথক পৃথক রূপে মনে রাখতে হবে। এতে অনেক সুবিধা হয়। ধরুন, রোগী গরম স্বভাবের তাকে ঠান্ডা মেজাজের ঔষধ দিলে কষ্টই বাড়বে। রোগীর স্বভাবজ প্রবণতাগুলো মনে রাখতে হবে কোন্ ধরনের রোগীর গরমে কষ্ট বাড়ে কিংবা কোন্ রোগী শীত বা ঠান্ডায় বেশী পীড়িত বোধ করে, অঙ্গ সঞ্চালন বা নড়াচড়া করলে কষ্ট বাড়ে নাকি স্থির বিশ্রামে থাকলে অসুখ বৃদ্ধি পায়? যদি এসব বিষয় মনে থাকে সেক্ষেত্রে রোগীর সাথে আলাপকালে ব্যাধি থেকে মনযোগ সরিয়ে রোগীকে সনাক্ত করা সম্ভব। দৈনন্দিন ব্যস্ততার সময় স্বল্পতার দরুন ব্যাধির পরিপেক্ষিতে ঔষধ প্রদান করা হয়ে থাকে। আমিও সময়ের স্বল্পতার কারণে সবসময় এমন ব্যবস্থাপত্রের অনুসন্ধানই করেছি যাতে তাড়াতাড়ি কাজ হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতার সাথে প্রস্তুতকৃত এসব চিকিৎসাপত্র বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কিন্তু যারা এথেকে উপকৃত হন না তাদের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

হোমিও চিকিৎসকগণ সাধারণভাবে ঔষধকে আরেকটি ঔষধের সাথে মিশ্রিত না করার পক্ষপাতি। আমিও গোড়ার দিকের এমনই করতাম। কিন্তু পরে আমাকে এই পদ্ধতি পাল্টাতে হয়েছে। এর কারণ হলো একটি নির্দিষ্ট ঔষধকে নির্ধারণ করার জন্য যতটা সময়ের প্রয়োজন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমার কাছে ততটা সময় থাকতো না। রাবওয়ায় থাকাকালীন, জামাতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমার যে মূল দায়িত্ব ছিল বা ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্ব কিংবা আনসারুল্লাহ্ আর খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজ, একইভাবে সদর আঞ্জুমান আর তাহরীকে জাদীদের বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করার জন্যও সময় দিতে হতো। এসব ব্যস্ততা ছাড়াও ওয়াকফে জাদীদের দপ্তরে বিকেল বেলায় হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী খুলতে হতো যেখানে কখনো কখনো শ' শ' রোগী এসে পড়তেন। এর আগে এই ডিস্পেন্সারী গোড়ার দিকে আমার বাসায় খোলা হয়েছিল আর তখন বেশীরভাগ সময় মাগরিব আর ইশার নামাযের মাঝে রোগী দেখার সময় পেতাম। এসব ব্যস্ততা আমাকে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন মিশ্রণ তৈরী করতে বাধ্য করেছিল যা বেশীরভাগ রোগীদের জন্য কার্যকর হয়। যারা এর দ্বারা উপকৃত হতেন না তাদেরকে আমি বিকল্প সংমিশ্রণ প্রদান করতাম। আর শেষপর্যন্ত যে কয়েকজন রোগী রয়ে যেতেন তাদের আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখিত পন্থায় চিকিৎসা করতাম। এই ছিল ঔষধের সংমিশ্রণ তৈরীর একটি কারণ।

আরেকটি কারণ হলো, হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি দিন দিন নতুন সব ঔষধ দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে চলেছে। এমন সব ঔষধ আবিষ্কার হচ্ছে যা আগের ঔষধের চেয়ে উত্তম প্রভাব প্রদর্শন করে কিংবা পূর্বেকার ঔষধে এ ধরনের রোগীর কোন চিকিৎসাই নেই। তাই একাধিক ঔষধ মিলিয়ে যখন একটি মিশ্রণ তৈরী করা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন ঔষধই অস্তিত্ব লাভ করে। পূর্বে ব্যবহৃত বেশীর ভাগ ঔষধ সত্যিকার অর্থে প্রাকৃতিক সংমিশ্রণই বটে। ধরুন, নাক্স ভমিকাকে কেবল একক একটি ঔষধ বলা ঠিক নয়। কেননা, এটা অনেকগুলি ঔষধের প্রাকৃতিক একটি সংমিশ্রণ। তাই আমি আমার প্রস্তুতকৃত মিশ্রণের ক্ষেত্রে সবসময় পর্যবেক্ষণ করে থাকি, শেষ ফলাফলের দিক থেকে কোন্ লক্ষণগুলি নির্ভরযোগ্য। আবার , মিশ্রণে মিশ্রিত সব ঔষধের সব লক্ষণ মিশ্রণে বিদ্যমান থাকাটাও আবশ্যক নয় কেননা, ঔষধগুলো মিশ্রিত আকারে একে অপরের প্রভাব দূরীভূত করতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত কখনো কখনো একেবারে ভিন্ন একটি প্রভাবও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ভাইরাস (Virus) ঃ

ভাইরাস নিজের বিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচাইতে দ্রুত গতিসম্পন্ন। অন্য কোন জীব এত দ্রুত নিজের আকার পরিবর্তন করতে পারে না যত দ্রুত ভাইরাস এ কাজটি সম্পাদন করে। হোমিও-চিকিৎসা পদ্ধতিতে সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করে যদি একে ধ্বংস করা না যায় আর এর স্থলে যদি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয় তবে ভাইরাসের একটি ধরন মরবে ঠিকই কিন্তু সেস্থলে ভাইরাসের আরেকটি ভয়ানক পদ জন্ম নিয়ে নিবে। আর এই ধারা অব্যাহত থাকলে ক্যান্সারেও রূপলাভ করতে পারে।

একটি সাধারণ নীতি ঃ

একটি সাধারণ নীতি আমাদের মনে রাখতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে রোগ-ব্যাধি পুরাতন রূপ ধারণ করেছে কিংবা রোগ-ব্যাধিটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে দেহতন্ত্রের উপর ছেয়ে গেছে সে সব রোগের বেলায় এমন ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় যেগুলোর মাঝে ধীরে প্রভাব বিস্তারের লক্ষণ বিদ্যমান যেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পুরাতন রোগে (Cronic diseses) যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় সেটা ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে কিছুদিন ৩০ পটেন্সীতে প্রদান করুন। যখন শরীরে এর প্রভাব আর পরিলক্ষিত না হয় তখন এটা বন্ধ করে ২০০ পটেন্সী আরম্ভ করুন। এটা সপ্তাহে বা প্রতি দশ দিন অন্তর অন্তর একবার দিন। এরপর মাসে ১০০০ শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করুন। তারপর শেষ Dose হিসাবে ১ লক্ষ পোটেন্সীর ঔষধ একবার সেবন করিয়ে ছ'মাস কিংবা এক বছর পর আরেকবার একই পোটেন্সী প্রদান করে চিকিৎসা বন্ধ করে দিন। এর পাশাপাশি চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপে প্রকাশিত লক্ষণাবলী ভালভাবে যাচাই করতে থাকুন।

ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তি (Potency) ঃ

পোটেন্সীর বিষয়ে আলোচনা একটি পূর্ণাঙ্গ পৃথক বিষয়। কোন্ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে কি কি পোটেন্সীর ঔষধ ব্যবহার করতে হয়-এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা চালানো হয়েছে। পেটের পীড়ায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন পোটেন্সীতে ঔষধ বেশী কার্যকর হয়। স্নায়বিক ব্যাধি দূরীকরণে ২০০ কিংবা এর চেয়েও বেশী শক্তিধর ঔষধের প্রয়োজন হতে পারে। গভীর মানসিক রোগে উচ্চশক্তির ঔষধে উপকার হয়। কয়েক প্রকার ক্যান্সারে অনেক উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু রোগীর অবস্থা এতই খারাপ হয়ে যায় যে, তাদেরকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা বিষ প্রদানেরই নামান্তর! এসব রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের দৈহিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ করতে চেষ্টা চালাতে হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্যাহার আর ভিটামিন প্রয়োগের মাধ্যমেও তাদের উন্নতিসাধন করা যেতে পারে। যখন রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া সহ্য করার মত শক্তি সঞ্চিত হয় তখন প্রথমে ৩০ পোটেন্সীর ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা আরম্ভ করে ধাপে ধাপে শক্তি বাড়াতে হবে। পরস্পর বিরোধী স্বভাবসম্পন্ন দু'টি ঔষধ কখনও একসাথে প্রয়োগ করা ঠিক নয়। এটা হবে গরম গরম চায়ের মধ্যে হিমশীতল আইসক্রীম ঢালার মতই একটি বোকামী!

যদিও কয়েকটি ঔষধকে এক লাখ পোটেন্সীতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডাক্তার কেন্ট বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এসব ঔষধের মধ্যে **সাইলেসিয়া (Silicea)** বিশেষভাবে উল্লেখিত। অথচ এইডস আর কয়েক ধরনের **ক্যান্সারে** এক লক্ষ পোটেন্সীর চাইতে কম হাজারের শক্তিতে মোটেই কার্যকর হ'তে দেখা যায় নি। হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রয়োগকৃত ঔষধে উল্লেখযোগ্য কোন ফল যদি পাওয়া না যায় তাহলে এর সমাধান দু'ভাবে করা যেতে পারে। হয় ঔষধ প্রয়োগের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে হবে আর ফল না পেলে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে পোটেন্সী বাড়িয়ে দেখতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, প্রয়োগকৃত পোটেন্সী অপরিচিত রেখে আরেকটি এমন ঔষধ চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মাঝখানে ব্যবহার করতে হবে যা শরীরের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের শক্তি পুনর্বহাল করতে সক্ষম।

যক্ষা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উচ্চশক্তির সালফার **(Sulphur)** প্রয়োগ আবশ্যকভাবে পরিত্যাজ্য। এদের চিকিৎসা সবসময় নিম্নশক্তির ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে আরম্ভ করা উচিত।

হোমিও ঔষধের সেবন বিধি (Dose) ঃ

লোকেরা জানতে চায়, হোমিও ঔষধ দিনে কতবার কি পরিমাণে সেবন করা উচিত। এ বিষয়ে হোমিও চিকিৎসকগণ আজ পর্যন্ত একমত হতে পারেন নি। এদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। আমি আমার এই বইতে প্রতি ক্ষেত্রে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকর পোটেন্সীগুলোর উল্লেখ করেছি। সেই সাথে বিবিধ হোমিও বইতে উল্লেখিত সেবন পোটেন্সীর কথাও লিখে দিয়েছি। উক্ত দুই পোটেন্সীর মাঝে যেটা চিকিৎসকের মতে যথাযথ হবে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন। যে সব পোটেন্সী প্রয়োগ করে উপকৃত হবার বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা নিশ্চয় উপকৃত হবেন। একমাত্র এমন রোগীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে যার ক্ষেত্রে সেই পোটেন্সী প্রয়োগ করাটাই যথাযথ নয়।

হোমিও ঔষধের **'পরিমাণ'** বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। রোগী কয়েকটি বড়ি খেলো নাকি অনেকগুলি বড়ি সেবন করলো এতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তবে একটি ঔষধ কয়বার সেবন করা হলো এতে অবশ্যই ফলাফল প্রভাবিত হয়। হোমিও ঔষধের প্রতিটি সেবনকে একটি **'স্ট্রাইক'(Strike)** বলা হয়। ঔষধ মুখে দেয়ার সাথে সাথেই দেহে এর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। আর দিনে রাতে যতবার এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করবেন ততবারই প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

কিছু সংখ্যক হোমিও চিকিৎসক হাতে না নিয়ে কাগজে নিয়ে ঔষধ সেবন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাদের মতে , তা না হ'লে ঔষধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অথচ আমাদের হাত সাধারণতঃ মুখ গহ্বরের চেয়ে বেশী পরিষ্কার থাকে। মুখের ভেতরে নানা উপাদানের প্রলেপ থাকে। যদি মুখ এতসব সত্ত্বেও ঔষধের প্রভাব গ্রহণ করতে পারে তাহলে হাতে নিয়ে ঔষধ খেলে তা নষ্ট হবে কেন? যদি কাগজে নিয়ে খেতে বলা হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে। কাগজেও তো নানা প্রকার ময়লা থাকে। সাধারণ খাবারের লবণের হোমিও পোটেন্সীকে ন্যাটরম মিওর (Natrom Mur) বলা হয়।' মুখের ভেতর আগে থেকেই এত বেশী পরিমাণ লবণ বিদ্যামান থাকে যে সেই মুখে এর হোমিও ঔষধ খাওয়া লবণের এক খনিতে লবণাক্ত পানির এক ফোটা ঢালারই নামান্তর। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো হোমিও ঔষধের প্রভাব দৈহিক কোন কণা বা অণুর সাথে সম্ভব নয়। যখন দ্রবণে আসল বিষের কণা মিশতে মিশতে নিঃশেষ হয়ে যায় তখন এর কোন একটি স্মৃতিই অবশিষ্ট থাকে। সেটা মুখে কিংবা রক্তে মিশে নিজের প্রভাব অবশ্যই প্রদর্শন করে থাকে আর আত্মা সেই স্মৃতিকে ঠিকই বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, খোদাতাআলা স্মৃতি সংরক্ষণের এমন এক ব্যবস্থা তৈরী করেছেন যা কখনো মিটাবার নয়। এটা একটা আত্মিক ব্যবস্থাপনা যার সাথে এক অর্থে জড় বস্তুরও একটি সম্পর্ক বিদ্যমান (চলবে)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

উটেচড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ
(৫ তম কিস্তি)

২৫.২.৯৮ তারিখে সংবাদ প্রকাশিত: বছরে ৫শ' কোটি টাকার মাদকদ্রব্য কেনাবেচা হয় বাংলাদেশে

২৩.২.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত খবরের হেডলাইন হলোঃ

ফেনী মাদক নগরীতে পরিণত

উপরোক্ত দৈনিকে ১৮.৬.২০০০ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের হেডলাইন ছিলোঃ

মাদকের ভয়াল থাবার নিচে সিরাজগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ থেকে

এর প্রথম কয়েকটি লাইন হলো:

'মাদকের ভয়াল থাবার নিচে সিরাজগঞ্জ। মদ, গাঁজা, চরস, হিরোইন আর ফেনসিডিলের অবাধ বিক্রি এবং ব্যবহার চলছে সর্বত্র। মাদকাসক্ত যুবকরা এমন অনেকেই ফেনসিডিল ছেড়ে এন্টিসেপটিক স্যাভলনে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মাদকাসক্ত ভাই, সন্তান নিয়ে অভিভাবক মহল বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই থানা পুলিশ অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিভাবকরা আসছে তার মাদকাসক্ত সন্তান অথবা ভাইকে নিরাপদ হেফাযতে তুলে দেয়ার জন্য।

১৪.১০.৯৯ তারিখের প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের হেডলাইন ও প্রথম প্যারাটির উদ্ধৃতি দেয়া হলোঃ

সরেজমিন

সিলেটে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা জমজমাট

কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরবতা

আহমেদ নূর/পার্থ সারথি দাস

'সিলেট শহর ও শহরতলিতে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা এক ভয়াবহ রকমভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। অনেকটা প্রকাশেই বিক্রি হচ্ছে গাঁজা, ফেনসিডিল, বিভিন্ন ধরনের মদ ও হিরোইন। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রুট দিয়ে ভারত থেকে ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসব মাদকদ্রব্য শহরে আসছে। স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কতিপয় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন শ্রমিক, বেকার যুবক ও কলগার্লরা এখন মাদকে আসক্ত। এদিকে সিলেট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তথা পুলিশ প্রশাসন মাদক ব্যবসা বন্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন তৎপরতা চালাচ্ছে না।'

হযরত শাহ জালাল (রাঃ) অধ্যুষিত পুণ্য ভূমিতে এ অনাচার খুবই বেদনাদায়ক। এর চেয়েও দুঃখজনক হলো মৌলভী মৌলানা ভাইদের রহস্যজনক নীরবতা। মাদকতার বিরুদ্ধে **'তৌহিদী জনতা'**র প্রতি কারো কোনই আহ্বান নেই। আমরা নিরাশ নই। যথাসত্ত্বর সিলেটবাসীরা সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। এরূপ ভাবা বোধ হয় অযথা হবে না।

৪.৬.২০০০ তারিখের দৈনিক জনতায় একটি প্রতিবেদনের নাম ও প্রথম প্যারার কিয়দংশের উদ্ধৃতি দেয়া হলোঃ এত মাদকতার আগ্রাসন যে সমাজের কত গভীরে প্রবেশ করছে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে।

হিরোইন সেবন প্রশিক্ষণ স্কুল

'কোন রসিকতা নয় একটি দৈনিক হিরোইন সেবক প্রশিক্ষণ স্কুল নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। এই হিরোইন সেবন প্রশিক্ষণ স্কুলটি গড়ে উঠেছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন মোহাম্মদপুর টাউন হল সংলগ্ন পাকা মার্কেটের দোতলায়। পাকা মার্কেটের দোতলাটি বলতে গেলে পরিত্যক্ত। এর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে স্কুল হয়তো অচিরেই একটি কলেজের রূপ ধারণ করবে।

বিদেশের কিছু খবর দেয়া যাক। ২৫.১০.৯৯ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত জনাব আসাদউল্লাহ খাঁ লিখিত একটি প্রতিবেদনের হেডলাইন ছিলোঃ

তালেবানদের অফিসের রমরমা ব্যবসা

এই প্রতিবেদনের সারমর্মে বলা হয়েছেঃ

'আফগানিস্তানের তালেবানরা এখন দেদারসে আফিমের চাষ করছে। ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৪ হাজার ৬শ' টন আফিম উৎপন্ন হয়েছে। চোরাই পথে এই আফিম বিভিন্ন দেশে পাচার করে তালেবানরা আয় করেছে কোটি কোটি ডলার।'

এতে ইসলাম প্রীতির চূড়ান্ত অবমাননা নয় কি? ১৫.৫.২০০০ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের হেডলাইন হলোঃ

ল্যাটিন আমেরিকায় মাদক লড়াই

সামরিক বাহিনীও যেখানে কলুষিত এর সংক্ষিপ্ত সার হলোঃ 'ব্রাজিলেও মাদক ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। গত বছর সে দেশের পুলিশ বড় ধরনের মাদক চোরাচালান চক্রের সন্ধান পায়। সামরিক বিমান করে কোকেইন স্পেন ও ফ্রান্সে পাচার করতে ব্রাজিল বিমান বাহিনী অফিসারদের রিক্রুট করে।'

২.৫.২০০০ তারিখে সংবাদে প্রকাশিত একটি খবর হলো ঃ

চীনে মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে

(সংবাদ ঃ ২.৫.২০০০)

বেজিং, ২রা মে (রয়টার) - চীনে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তালিকাভুক্ত মাদকাসক্তের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ আশি হাজার। গত বছরের তুলনায় ১৯৯৯ সালে মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ। রোববার জিনহুয়া সংবাদ সংস্থাকে উদ্ধৃত করে রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রগুলো ওই খবর প্রকাশ করে। তালিকার শীর্ষস্থানে আছে হেরোইন সেবকরা। যুক্তরাষ্ট্রে মাদকাসক্তের সংখ্যা ১২ লাখ এবং রাশিয়ায় ২০ লাখ। চীনে মাদকাসক্তের মধ্যে ৮০ শতাংশই পুরুষ এবং ৭৮ শতাংশের বয়স ১৭ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।

২০.৬.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের মাঝে মদ্যপায়ীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে বলে এক সংবাদে বলা হয়েছে। পুরো খবরটাই দেয়া হলো ঃ

কলেজে মদ্যপানের হিড়িক

(দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ ২০.৬.২০০০)

বোস্টন, ১৯ জুন, এপি॥ যুক্তরাষ্ট্রের কলেজগুলোতে হৈ-হুল্লোড় করে দল বেঁধে মদ্যপায়ীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এদের মধ্যে ২১ বছরের কম বয়সী শ্বেতাঙ্গ তরুণদের একটা বিরাট অংশ মদপানে আসক্ত। ২১ বছরের কম বয়সীদের মদপানের বৈধতা না থাকলেও এরা বন্ধু-বান্ধবের পার্টি কিংবা স্থানীয় পানশালায় সস্তায় কিংবা বিনামূল্যে মদ খেতে পারে।

হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের এক নতুন সমীক্ষায় এই তথ্য পাওয়া গেছে। হার্ভার্ড কলেজের এ্যাকোহল স্টাডিজ প্রোগ্রামের পরিচালক হেনরি ওয়েসলার বলেন, এরা মদপানের প্রত্যাশা নিয়েই যেন আজকাল কলেজে আসে। তিনি বলেন, তারা মনে করে কলেজে মদপান করাটাই যেন কাজ এবং তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগও পেয়ে যায়।

গবেষকরা দেখেছেন, কম বয়সী ছাত্রদের বয়স্ক বন্ধুবান্ধব রয়েছে। এরা তাদের জন্য মদ কিনে আনে কিংবা কম বয়সীরা স্থানীয় বার এবং ক্যাম্পাসের ভিতরের বিভিন্ন পার্টি থেকে খুব সস্তায় বীয়ার কিনতে পারে।

ওয়েস্টবরোর ১৮ বছর বয়সী ক্রেগ লেরিউ বলেছে, সব সময়ই কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে যারা আপনার জন্য মদ কিনে আনবে। লেরিউ এ বছর হাইস্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে।

আগামীতে সে কলেজে ভর্তি হবে। এ্যালকোহল ও অন্যান্য মাদক প্রতিরোধবিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রের মুখপাত্র হেলেন স্টাবস বলেন, বয়স্ক ব্যক্তি যারা তরুণদের মদ সরবরাহ করে এবং যেসব বার মালিক নিয়মিত তরুণদের কাছে মদ বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

পরবর্তী খবরটি বড়ই বেদনাদায়ক। ছেলের নেশাগ্রস্ত হওয়া যে পিতা ও পরিবারকে কত বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে এরই অকাট্য দৃষ্টান্ত। খবরটি হলো ঃ

মাতাল পুত্রের গ্রেফতারে টনি ব্লেয়ার বেকায়দায়

(দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ ৮.৭.২০০০) জুলাই, রয়টার্স ॥ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বড় ছেলে সত্যিই তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। মদ্যপ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযানের মুহূর্তে ১৬ বছর বয়সী ইউয়ান ব্লেয়ার মাতাল ও বেসামাল অবস্থায় জনসমক্ষে গ্রেফতার হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ জানায়, ইউয়ান ব্লেয়ারকে বুধবার

সন্ধ্যায় লন্ডনের ওয়েষ্ট এন্ড থেকে গ্রেফতার করার পর পুলিশী হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশের একজন মুখপাত্র জানান, বুধবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে লিচেস্টার স্কোয়ার থেকে মাতাল ও অসংলগ্ন অবস্থায় এক কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। একজন টহল পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেফতার করেন। পুলিশ জানায়, ইউয়ান ব্লেয়ারকে গ্রেফতার করার পর এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়। তবে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় নি। বৃহস্পতিবার ভোরে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে অবশ্য কোন অভিযোগও আনা হয় নি। ব্লেয়ারের ডাউনিং স্ট্রীট অফিসের একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। টনি ব্লেয়ার এমন এক সময়ে একটা হোঁচট খেলেন যখন তাঁর শ্রমিকদলীয় সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ইউয়ান ব্লেয়ারের এই ঘটনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র'র পুত্র উইলিয়ামের সেই ঘটনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্রও ১৭ বছর বয়সে একটি পানশালা থেকে মাদকদ্রব্য কেনার সময় ধরা পড়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেলজিয়ামে ইউরো-২০০০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপের সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি মদ্যপ দুর্বৃত্ত ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সোমবার ব্রিটিশ শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। মদকে 'বৈধ' এবং অনুষ্ঠানাদিতে এর ব্যবহার চালু রেখে এ 'ক্যানসার'কে সমাজ দেহ হতে দূর করা যাবে না- ঐকথা জোর দিয়েই বলা যায়।

নেশা সম্পর্কে কতিপয় সম্পাদকীয় মন্তব্যের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এতে নেশার বিস্তার ও মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো এবং সমাজকে এই রাহু হতে মুক্ত করার গুরুত্ব আরো স্পষ্টতর হবে। ২৮.২.৯৮ তারিখের সংবাদের ২য় সম্পাদকীয়ের প্রথম চারটি লাইন হলো ঃ

'বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের রিপোর্টে। উদ্বেগজনক খবরটি হচ্ছে মাদকদ্রব্য পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার হতে হতে বাংলাদেশ এমন মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়েছে।' .....

১৮.৪.৯৮ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের ২য় সম্পাদকীয়ের প্রথম ও শেষাংশে বলা হয় ঃ গাইবান্ধায় নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে ৫০ জনের। এছাড়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে।..

গাইবান্ধার ঘটনা অতীব দুঃখজনক, ঠিক তেমনি এ ঘটনা এক বিরাট তাগাদা সৃষ্টি করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। সে তাদাগা নেশা ও মাদকের কারবারের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের তাগাদা।' .....

হেরোইনের বিষ ও বিদেশী তৎপরতা নামক সম্পাদকীয়ের তৃতীয় প্যারাটি ছিলো ঃ

মাদক ব্যবসার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু হতে পারে না। একই সঙ্গে সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলার মতো ক্ষমতা আর কোন কালো ব্যবসায় নেই। আন্তর্জাতিক অবৈধ ব্যবসাগুলোর মধ্যে মাদক ব্যবসা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। পৃথিবীর বহু দেশে মাদক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট সরকার উল্টে দিয়েছে, তাদের পছন্দসই সরকার বসিয়েছে। নরহত্যা মাদক ব্যবসায়ীদের পোকামাকড় মারার মতোই ছোটখাট ব্যাপার। যুব সমাজকে নষ্ট করার মতো এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর নেই (সংবাদ ঃ ২৪.৯.৯৯)।

'বিষাক্ত মদ পানে গণমৃত্যু'-এর প্রথম ও তৃতীয় এবং চতুর্থ প্যারার অংশ বিশেষ ছিলো ঃ

বিষাক্ত মদ পানে আবারও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার ফেনী শহরে বিষাক্ত মদ পান করে শত শত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জনের মৃত্যু ঘটে। এর আগের দুই বছর যথাক্রমে গাইবান্ধা এবং নরসিংদীতে বিষাক্ত মদ পানে গণমৃত্যুর পর ফেনীর এই ট্রাজেডি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

বিষাক্ত মদ পানে গত তিন বছরে রাজধানী ঢাকাসহ ৬টি জেলায় প্রায় ৪শ' লোকের মৃত্যু ঘটেছে। বিগত দুই বছরে গাইবান্ধা ও নরসিংদীতে বিষাক্ত মন পানে প্রায় তিনশ' লোকের মৃত্যু ঘটে। এ ভয়াবহ ঘটনার পরও দোষীদের তেমন কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় নি। এমনকি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নেরও কোন চেষ্টা করা হয় নি।

ফেনীতে গণমৃত্যুর শিকার হয়েছেন যারা, তারা প্রাণ হারিয়েছেন মিথানল স্পিরিট পান করে, রেক্টিফায়েড স্পিরিট পান করে নয়। একশ্রেণীর মুনাফাখোর ব্যবসায়ী মিথানল নামের বিষ বিক্রি করে মানুষের প্রাণ হরণ করছে। বিষাক্ত মিথানল নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। মিথানলের দাম কম হওয়ায় রেক্টিফায়েড স্পিরিটের পরিবর্তে মদে তা ব্যবহার হচ্ছে।
(সংবাদ ॥ ২য় সম্পাদকীয় হতে ॥ ২২.২.২০০০)

অবৈধভাবে মিথানল আমদানি প্রসঙ্গে

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও জনস্বাস্থ্যহানিকর মিথানল (মিথাইল অ্যালকোহল) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেদার আমদানি হচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। নেশা জাতীয় পদার্থ হিসেবে দেশে রেক্টিফাইড স্পিরিটের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি পাবার পর থেকেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে মিথানলের বাণিজ্যিক আমদানি। কখনো তা এসেছে বৈধ ছাড়পত্র নিয়েই। তবে হাজার হাজার টন মিথানল আমদানি চলছে অবৈধভাবে বা অন্য কেমিক্যালের মিথ্যা ঘোষণার আড়ালে। গাইবান্ধা মাদক ট্রাজেডির পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মিথানল আমদানির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয় এবং এক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করে। অথচ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, গত এক বছরে খিনারের নামে ২৮৮টি চালানে ৩ হাজার ২৮৩ মেট্রিক টন মিথানল কাস্টমস্ হাউজের ৩ ও ৭নং অ্যাপ্রেইজিং গ্রুপে শুল্কায়নের মাধ্যমে খালাস করা হয় [সংবাদ ॥ সম্পাদকীয় প্রথম প্যারা ১.৪.২০০০]।

মাদক ॥ চাই আরও কঠোর ব্যবস্থা এনামে দৈনিক জনকণ্ঠের ২৮.৯.২০০০ তারিখের ২য় সম্পাদকীয়ের প্রথম প্যারাটি ছিলো ঃ

আমাদের সবার প্রত্যাশা মাদকমুক্ত বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যে কথা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এই লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে অনেকদিন থেকেই। কিন্তু কতটুকু এগোনো গেছে এই পথে ? মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ কতটুকু এগিয়েছে ? এপ্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি বলতে হয়, সেটি হচ্ছে যত দিন গেছে, দেশে মাদকের বিস্তার তত ব্যাপক হয়েছে। মাদকদ্রব্যের বিক্রি ও সেসবের ব্যবহার সংক্রান্ত সংবাদ বহুদিন ধরেই প্রকাশিত হচ্ছে পত্রপত্রিকায়। অবশ্য মাদকদ্রব্য উদ্ধারের খবরও মাঝে মধ্যেই পাওয়া যায় পত্রপত্রিকায়। সেসবের মাধ্যমে জানা যায়, বিভিন্ন সময় দেশে বিভিন্ন ধরনের মাদক তথা নেশার দ্রব্য আটক করা হয়েছে। বিশেষ করে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল। এগুলো সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু যেভাবে মাদকের বিস্তার ঘটেছে তার তুলনায় এগুলো কি যথেষ্ট ? মোটেই নয়। দেশে যে হারে মাদকের বিস্তার ঘটেছে তার প্রেক্ষিতে মাদকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয় নি। এখনও বিভিন্ন স্থানে, এমনকি রাজধানীর কোন কোন এলাকায় চলে মাদকের বেচাকেনা। এ মাসেরই প্রথমদিকে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছিল, পুরনো ঢাকার কয়েকটি এলাকায় ফেনসিডিল ও হেরোইনসহ মাদকদ্রব্যের ছড়াছড়ি। অবাধে সেসবের বেচাকেনা চলছে। ঐ খবরে আরও বলা হয়েছিল, রাজধানীর ঐ এলাকাগুলোর এখানে-ওখানে পড়ে থাকা ফেনসিডিলের খালি বোতলের গায়ে লেগে থাকা মাদক বা তলানি চেটে চেটে সেখানকার পথের কুকুর পর্যন্ত মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। দিনে তিন বেলা তাদের মাদক চাই, না হলে চিৎকারে তারা আশেপাশের বাসিন্দাদের কান ঝালাপালা করে দেয়। মাদকদ্রব্য সহজলভ্য হলে অন্যান্য এলাকায় যা হয় ঐ এলাকাগুলোতেও তাই হচ্ছে। কোন কোন অভিভাবক মাদকের নেশা থেকে দূরে রাখার জন্য তাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখছেন। অনেক ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। আর এসবের সঙ্গে আরেকটি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। সেটি অপরাধ। বাড়ছে ছিনতাই, চাঁদাবাজি ইত্যাদি। উল্লিখিত খবর থেকে জানা গিয়েছিল এসব তথ্য। এই হচ্ছে রাজধানী ঢাকার একটি এলাকার মাদক পরিস্থিতি। আর এমন পরিস্থিতিসমৃদ্ধ এলাকা যে আরও অনেকখানেই আছে তা-ও বলার অপেক্ষা রাখে না। (চলবে)

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাযিঃ)

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাযিঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয় উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তিনি হুযূর (আঃ)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারীর মতো মহান দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি আমেরিকাতে আহমদীয়া জামাতের প্রথম মিশনারী ছিলেন হযরত মুফতী সাহেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

১। পাঞ্জাবে প্লেগের সময়টিতে হুযূর (আঃ) আমাদেরকে একটি দোয়া পাঠ করার জন্যে বলেছিলেন। দোয়াটি ছিল, **"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবাহানাল্লাহিল আযীম"**

হযরত মুফতী সাহেব (রাযিঃ) বলেন,

২। একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান রওয়ানা হ'লাম। আমার তিন দিনের ছুটি ছিল। ট্রেনে রাত্রে বাটালায় পৌঁছে আমি চিন্তা করলাম বাটালায় রাত্রিযাপন করলে আমার একটি রাত নষ্ট হবে। বরং পায়ে হেঁটেই কাদিয়ান চলে যাই। অতঃপর পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হ'লাম। পথে দোয়া করলাম, হে খোদা! তুমি তো সর্বশক্তিমান। সময় এবং কালের তুমিই সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক। তুমি আমার তিন দিনকে তিন মাসে পরিণত করে দাও যেন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সান্নিধ্যে থেকে তা থেকে ফায়দা লাভ করতে পারি। রাত্রিকালেই আমি কাদিয়ান পৌঁছাই। হুযূর (আঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, মুফতী সাহেব! আপনি ই রাত্রিকালে কীভাবে এলেন। আমি জবাব দিলাম, হুযূর, আমি বাটালা থেকে পদব্রজেই চলে এসেছি। তখন হুযূর (সঃ) বললেন, মুফতী সাহেব আপনি সঠিক সময়েই এসেছেন। আমার নিকট একটি ইংরেজী প্রবন্ধ এসেছে যা শোনা দরকার। আপনিই এখানে থেকে তা পাঠ করে শোনাবেন, অতঃপর আমি ঐ আর্টিকেল হুযূর (আঃ)-কে পাঠ করে শোনাতে লাগলাম এবং হুযূর (আঃ)-এর অমৃতবাণীও শুনতে লাগলাম। আমার ছুটির তিন দিন শেষ হয়ে গেলো। আমার রাস্তায় কৃত দোয়া– খোদাতাআলা কবুল করলেন। কাদিয়ান থেকে যখন রওয়ানা হ'লাম তখন রাত্রিকাল ছিল। এক্কা না পাওয়াতে হুযূর (আঃ) করমদাদ নামক এক ব্যক্তিকে আমার সাথে পাঠালেন। রোযার মাস ছিল। হুযূর (আঃ) সফরে রোযা রাখতে নিষেধ করে দিলেন।

৩। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বন্ধুগণের সাথে এমনভাবে উঠাবসা চলাফেরা করতেন যে, কোন আগন্তুক এলে বুঝতেই পারতেন না মির্যা সাহেব কোন্ জন। বসাও ছিল অত্যন্ত সরলতার সাথে। হযরত মৌঃ আব্দুল করীম (রাযিঃ) একবার মসজিদ মোবারকের মেহরাবে উপবিষ্ট ছিলেন। এবং হুযূর (আঃ) অন্যত্র বসা ছিলেন। বাইর থেকে জনৈক ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে এসে হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে মুসাফাহা করেন। মৌলভী সাহেব অতিথিকে জিজ্ঞেস করেন আপনি আমার সাথে মুসাফাহা করলেন কী মনে করে? হযরত সাহেব তো আমি নই। বরং ঐ যে হযরত সাহেব বসে আছেন। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় আম্বিয়াগণ কীভাবে আপন বন্ধুগণের মাঝে সরল জীবন যাপন করতেন।

একবার আমি হুযূরের দর্শন লাভের জন্যে কাদিয়ান এসেছি। মসজিদ মোবারকে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ লাভের পর হুযূর বলেন, মুফতী সাহেব, আপনি সম্ভবতঃ ক্ষুধার্ত। আমি আপনার জন্যে খাবার নিয়ে আসছি। আমি ভাবলাম কোন খাদেম মারফত খাবার পাঠিয়ে দিবেন। হুযূর (আঃ) মসজিদ সংলগ্ন ছোট একটি দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন। কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে গেলে আমি দেখতে পেলাম, হুযূর স্বয়ং ট্রে হাতে করে উপস্থিত হয়েছেন। যাতে রুটি এবং তরকারী ছিল। দেখামাত্র আমার চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হতে লাগলো। হুযূর বললেন, মুফতী সাহেব, আপনি কাঁদছেন কেন? আমি তো আপন বন্ধুগণের খেদমত এ জন্যে করি যে, যেন তাঁরাও আপন বন্ধুগণের খেদমত করেন। আমি তো মানুষের খেদমতের জন্যেই এসেছি। আমি বললাম, কত আশ্চর্যের বিষয়, খোদার মসীহ্ আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির খেদমত করছেন। মোটকথা, আম্বিয়া আসেন দুনিয়ার খেদমতের জন্যে। তাঁরা দুনিয়ার জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকেন যেন তা দেখে মানুষ শিক্ষা লাভ করে।

একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান আসি। কাদিয়ান থেকে ফেরার সময় হুযূর জনৈক খাদেমকে বললেন, রাস্তায় মুফতী সাহেবের খাবার জন্যে রুটি নিয়ে এসো। খাদেম রুটি নিয়ে আসেন। কিন্তু রুটি বেঁধে দেয়ার জন্যে কোন রুমাল ছিল না। হুযূর খাদেমকে বলেন, রুটি বাঁধার জন্যে কোন রুমাল আনো নি কেন? অতঃপর দ্রুত আপন মাথার পাগড়ী খুলে প্রয়োজনীয় টুকরো ছিঁড়ে রুটি বেঁধে দিলেন। এই ছিল নবুওয়তের প্রতিফলন। আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে হুযূরকে 'নবী' বলে বিশ্বাস করি।

১৮৮৯-৯০ সালের ঘটনা আমি প্রথমবারের মতো যখন কাদিয়ান আসি। আমি তখন জম্মু হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হেকীম মাওলানা নূরউদ্দিন (রাযিঃ) জম্মুর শাহী চিকিৎসক ছিলেন। যেদিন আমি কাদিয়ান পৌঁছি, সেদিন মেহমান খানায় একজনই মাত্র মেহমান ছিলেন। তিনি ছিলেন আলীগড় কলেজের প্রফেসর ডক্টর সৈয়্যদ ইনায়েত উল্লাহ শাহ্ সাহেবের পিতা হযরত সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব (রাযিঃ)। মসজিদ মোবারকের সিঁড়ি সংলগ্ন গোল কামড়া ছিল আমাদের উভয়ের থাকার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান। ফজর নামাযের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন প্রাতঃ ভ্রমণের জন্যে রওয়ানা হলেন তখন সৈয়্যদ সাহেব, হাফেয হামেদ আলী সাহেব এবং আমি হুযূর (আঃ)-এর সাথে রওয়ানা হ'লাম। পার্শ্ববর্তী জমিগুলোর উপর এক পাঁক ঘুরে আমরা কাদিয়ানের পূর্ব দিক দিয়ে বের হয়ে অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসি। পথে আমি প্রশ্ন করলাম, গোনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? হুযূর (আঃ) উত্তরে বলেন, "দীর্ঘ আশা করবেন না, মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন। এই নিয়ম পালন করলে গোনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।"

আমি যখন লন্ডনে তবলীগি কাজে নিয়োজিত ছিলাম তখন জনৈক ইংরেজকে জবরদস্তি বয়াত করিয়েছিলাম তখন স্বপ্নযোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাকে উপদেশস্বরূপ বলেন, মুফতী সাহেব, এই যে আপনি জবরদস্তি বয়াত নিয়েছেন, এটি করা আপনার উচিত হয় নি।

অন্য এক সময় স্বপ্নযোগে আমাকে উপদেশ দেন যে, আহমদীগণের নিকট না থেকে আপনি গয়ের আহমদীগণের নিকট থাকবেন। হুযূরের এই উপদেশে আমি অনেক লাভবান হয়েছি।

কাদিয়ানে মসজিদের পার্শ্ববর্তী একটি কামড়াতে জনৈক আরব থাকতেন। ঐ ব্যক্তি খুবই হুশিয়ার ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোন কোন আরবী গ্রন্থ পাঠ করার পর ঐ ব্যক্তি বললেন যে, এ সকল গ্রন্থ মির্যা সাহেব নিজে লিখেন নি। বরং অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। একবার ঐ ব্যক্তি নিজেই দোয়াত কাগজ কলম নিয়ে এসে হযরত সাহেবকে বললেন, এখানে আপনি আরবী লিখুন।

হুযূর (আঃ) উত্তরে বললেন, আমি তো এভাবে লিখি না, খোদাতাআলা লিখালে লিখি, হতে পারে যে, এভাবে লিখলে আমার হাত অবশ হয়ে যেতে পারে।

ঐ ব্যক্তি একবার আরবীতে একটি প্রশ্ন লিখে হুযূরকে উত্তর দেয়ার জন্যে পেশ করলে হুযূর ঐ মজলিসেই আরবীতে উত্তর লিখে দিলেন। এরপর ক্রমাগতভাবে কয়েকদিন ঐ ব্যক্তি আরবীতে প্রশ্ন লিখে দিতে থাকেন এবং হুযূর আরবীতেই উত্তর দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁর মনে পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, সত্যই হুযূর আরবী লিখতে পারেন।

(আল্ হাকাম ঃ নভেম্বর, ১৯৩৬ ইং সংখ্যা)

সংকলন ও অনুবাদ –আহসানউল্লাহ্ সিকদার(মরহুম)

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একটি ওয়াফকে নও পাঠ্য-পুস্তক

(১৯তম কিস্তি)

এটা খোদাতাআলা কর্তৃক বর্ণিত। ইহা পূর্ণ হবেই। সুতরাং পৃথিবীর বিরাট বিরাট বাধা আমাদের ঈমানকে নড়বড়ে করতে পারে না আর আমরা লোকদের বিরোধিতায় নিরাশ হতে পারি না। যে ব্যক্তি ইহা দেখেছে যে, একা এক ব্যক্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামাত সৃষ্টি হয়েছে সে কি করে ভবিষ্যত উন্নতির ব্যাপারে নিরাশ হতে পারে? আমরা এমন বেঈমান নই যে, লক্ষ লক্ষ নিদর্শনাবলী দেখে এবং খোদাতাআলার অসংখ্য প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখে এ ধারণা করি যে, আমরা বিশ্বকে পরাভূত করতে পারবো না। নিঃসন্দেহে আমরা দুর্বল। আমাদের নিকট বাহ্যিক উপকরণ নেই আমাদের শক্তি নেই। কিন্তু পৃথিবীকে আমরা তো পরাভূত করবো না বরং খোদাতাআলাই করবেন। আর তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অতএব আমাদের দুঃখ-কষ্টে ও বাধা-বিপত্তিতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় বরং খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ হওয়ার ওপরে পরিপূর্ণ আস্থাশীল হওয়া আবশ্যক। এখন আমি আসল বিষয়ের দিকে আসছি। কাল এ বিষয় পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম যে, মানুষের পবিত্র আত্মা ও পবিত্র হৃদয় কীভাবে লাভ হতে পারে? আর মানুষ কি পর্যায়ে পৌঁছলে নিজের মধ্য থেকে পাপকে দূরে রাখতে সক্ষম হয় এবং পুণ্য লাভ করতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, পৃথিবীতে মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কেউ নগণ্য আর কেউ গণ্যমান্য। এ কারণে সকল প্রকার স্বভাবের লোকদের জন্যে একই বিধান জারী হতে পারে না। আর সবার জন্যে এক প্রকার চিকিৎসা কল্যাণপ্রদ হতে পারে না। পৃথিবীতেই যদি দেখা যায় তাহলে একই রোগের সকলের জন্যে একই ব্যবস্থাপত্র কল্যাণপ্রদ হতে পারে না। আমি দেখেছি যদি সর্দি-কাশি হয় তাহলে একজন রোগীর তো কফি পান করে নিলে দু'ঘন্টার মধ্যে তার সর্দি বসে যায়। আবার কেউ দৈ-এর সাথে মিষ্টি মিলিয়ে পান করলে এতেই তার সর্দি ভাল হতে থাকে। কিন্তু কতক মানুষ এমন হয়ে থাকে যে, কয়েক দিন চিকিৎসা করানোর পরে ভাল হতে থাকে। কতক এমনও আছে যে, তাদের ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে। আবার কতক এমনও হয়ে থাকে যে, তাদের রোগের ব্যাপারে ডাক্তারদের জ্ঞানই ঘুর-পাঁক খেতে থাকে। এর কারণ কী? এর কারণ ইহাই যে, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়ে থাকে এবং তাদের বিভিন্ন রকম চিকিৎসায় কাজ দেয়। এমনই কতক বিষয়ের অবস্থা। আর যেহেতু মানবীয় শক্তির বিভিন্নতা অস্বীকার করা অসম্ভব এজন্যে প্রয়োজন এই যে, চিকিৎসার সময়ে লোকদের বিভিন্নতা ও সামর্থ্যসমূহের বিভিন্নতাকে দৃষ্টিপটে রাখা। এ কথাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমি পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করছি। সর্বপ্রথম আমি এ স্বভাবকে নিচ্ছি যা কিনা মরিচা থেকে সর্বৈব পবিত্র ও মুক্ত। আর যার মধ্যে শক্তি থাকে সে বুদ্ধি দ্বারা কাজ নেয় এবং সৎকর্মকে প্রবহমান রাখতে পারে।

সর্বপ্রথম এ কথাকে স্মরণ রাখা উচিত যে, পবিত্রতা উহার নাম নয় যে, কেবল মুখে ভাল ভাল কথা থাকে বা কর্মসমূহ সৎ হয়। বরং ইসলামে আসল বিষয় হ'ল অন্তরের পবিত্রতা। যে মানুষের অন্তর পবিত্র নয় সে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে পবিত্র নয়। এক ব্যক্তি একেবারেই কোন পাপ করবে না কিন্তু তার অন্তর পাপ ও মন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং পাপের বর্ণনায় সে স্বাদ অনুভব করে থাকে তখন তাকে পুণ্যবান ও পবিত্র বলা যেতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রাণেরও এ কথা বিদ্যমান থাকে যে, পাপে লিপ্ত না হয়। এমনিভাবে কতক লোক এমন হয়ে থাকে যে, অভ্যাসের দাসত্বে তার ক্রোধ সৃষ্টি হয় কিন্তু গালি দেয় না। কিন্তু তার প্রাণ বলে থাকতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি বড়ই বদমায়েশ ও খারাপ লোক। এমনসব লোকদের প্রসঙ্গে আমরা ইহা বলবো না যে, সে পবিত্র নয়। বরং ইহা বলবো যে, সে তার নোংরামীকে ঢেকে বসে আছে। অতএব ইসলামের পবিত্রতা হলো অন্তরের কর্মসমূহ আর মুখ তো হাতিয়ার ও মাধ্যম যদ্বারা পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা বলেন, **ওয়া ইন তুবদূ মা ফী আনফুসিকুম আও তুখফূহু ইউ হাসিবকুম বিহিল্লাহ্** অর্থাৎ অন্তরের যে অবস্থা হয় তা হিসাবের অধীন হয়ে থাকে, হয় তোমরা প্রাণের অবস্থাকে লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশিত করো (সূরাতুল বাকারা ঃ ২৮৫)। এ কারণে খোদাতাআলা কী আশ্চর্য বর্ণনাই না করেছেন! মুখ ও কর্মসমূহ তো অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করে থাকে। আসল বস্তু প্রাণের অবস্থা। খোদাতাআলা এরই বিচার করবেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করো বা গোপন করো অর্থাৎ তোমরা নোংরা কর্ম করো বা মুখ থেকে নোংরা কথা প্রকাশ না করো কিন্তু তোমাদের প্রাণে নোংরা থাকলে তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। অন্য স্থানে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন-**ফাত্তাকুল্লাহা মাস - তাত্ত্বায়তুম ওয়াসমা'উ ওয়া আত্বি'উ ওয়ানফিক্বু খয়রাল্লি আনফুসিকুম ওয়া মাঁইউক্বা শুহ্হা নাফসিহী ফা উলায়কা হুমুল মুফলিহূন** (১৭ ঃ ৬৪) অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎকর্ম করো কিন্তু আত্মাকে পবিত্র করো কেননা যার হৃদয়ে খারাবি থাকবে তাকে গ্রেফতার করা হবে।

একথা বুঝানোর পরে যে, আসল পুণ্য হলো অন্তরের পবিত্রতা, এখন আমি ইহা বলছি যে, যার স্বভাবে মরিচা নেই তার পাপ থেকে রক্ষা পাবার ৩টি প্রতিকার আছে।

(১) সে যেন পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকে। হয়ত মন এক ব্যক্তিকে বলে পুণ্যকর্ম করো। কিন্তু যদি পুণ্য কি জিনিষ তা জানাই না থাকে তাহলে কী করবে? এমনিভাবে মন হয়ত তাকে খারাবি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় কিন্তু তার যদি এ জ্ঞানই না থাকে যে, অমুক কর্ম সম্পাদন করা খারাপ। তাহলে উহা থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারে? অতএব ইহা আবশ্যক যে, মানুষের জানা হয়ে যায় যে, তাকে কী করতে হবে আর কী করতে হবে না। কেবল কারও কোন কর্ম করাতে বা কোন কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকার সামর্থ্য যথেষ্ট হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা হলো যে, সে তার বন্ধুদের খুশী করে। কিন্তু ঐ বন্ধু বলে না যে, সে কীভাবে খুশী হতে পারে। তাহলে সে কী করতে পারে? অতএব সর্বপ্রথম ইহা আবশ্যক যে, খারাপ সম্বন্ধে জ্ঞান ও পুণ্য সম্বন্ধে জানা হয়।

(২) তার এসবও জানা হয় যে, খারাপ পরিহার ও পুণ্য কর্ম করার সুযোগ কী কী ভাবে লাভ হয়। ইহা এমনই বিষয় যে, চাকরকে বলা হলো, অমুক জিনিষটি উঠিয়ে ভিতরে নিয়ে রেখে দাও। চাকর রাখার জন্যে যোগ্যতা রাখে আর আমরাও বলে দিলাম, রেখে দাও। কিন্তু যদি তার ইহা জানা না থাকে যে, কোথায় রাখতে হবে তাহলে সে টেবিলের স্থানে চেয়ার ও চেয়ারের স্থলে টেবিল রেখে দিবে। এ অবস্থাই ঐ ব্যক্তির হতে পারে যার পুণ্য কর্ম করার ও খারাপ কাজ থেকে রক্ষা

পাওয়ার সুযোগ ও সময় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) ইহাও জানা থাকে যে, আমার মধ্যে কোন কোন মন্দ জিনিষ রয়েছে যেগুলোকে দূর করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয় সম্বন্ধে জানা না হয় সে নিজের চিকিৎসা কীভাবে করতে পারে? সুতরাং আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্যে ইহাও আবশ্যক যে, জানা থাকে যে, আমার মধ্যে কী কী খারাবি রয়েছে। আবার কোন্ কোন্ পুণ্যের কমতি রয়েছে যেন খারাবি থেকে রক্ষা পাই আর পুণ্য লাভ করার জন্যে চেষ্টা করি। যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে মরিচা, অন্ধকার ও প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলেও পরের কথাগুলো বুঝতে পারলে সে পুণ্যবান হয়ে যাবে। যখন পর্যন্ত নিজের দুর্বলতাগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান না হয় কোন মানুষ চিকিৎসা করতে পারে না। আর যদি জানা হয়ে যায় তাহলে খুবই সহজভাবে চিকিৎসা করতে পারে।

এখন আমি এ তিনটি বিষয়েরই বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি। প্রথমতঃ আমি খারাবি ও পুণ্যসমূহের জ্ঞান সম্বন্ধে বলছি। আমি দেখেছি বহু লোক এমন আছে, তাদের মধ্যে সামর্থ্য আছে যে, পুণ্যবান হয়ে যায় কিন্তু সে মন্দ ও ভাল বিষয়াবলী সম্বন্ধে অবহিত নয়। পুরুষদের মধ্য থেকেও এবং নারীদের মধ্য থেকেও কতক লোক বলে থাকে, আমাদের মধ্যে কি (১) অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম আছে (২) অন্যায় আছে (৩) আমরা কি লোকদের ধন-সম্পদ হজম করছি (৪) মিথ্যা বলে থাকি (৫) ব্যভিচার করি? যদি না থাকে তাহলে পরে আমাদের মধ্যে এমন কোন্ খারাবি রয়েছে? যাদের মধ্যে এসব না থাকে তারা মনে করে যেন, তাদের মধ্যে কোন দোষ নেই। আর লোকেরা এ পাঁচটি ত্রুটিকে শরীয়তী বিষয় বলে নির্ধারণ করে থাকে। যেন এগুলো ব্যতিরেকে আর কোন দোষ ত্রুটিই নেই। যদিও দীর্ঘ ধারা অব্যাহত থাকে এবং দোষ শত শত রকম বের হয়ে আসে। এখন এগুলো সব বর্ণনা করা কষ্টকর। সময়ের দিক থেকেও আর এজন্যেও যে, কতক দোষ-ত্রুটি মানুষের জ্ঞান বহির্ভূতও হয়ে থাকে। আর এমন মানুষ যার সব দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে জানা ছিলো তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সত্তা। আর মানুষদেরকে দোষ-ত্রুটির সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এত জ্ঞান মানুষের হয় নি,আর না হতে পারে যা কিনা হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ছিলো। একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি এক বন্ধুকে বুঝাচ্ছি যে, ব্যায়াম না করাও পাপ। কিন্তু এভাবে আমরা ইহাকে পাপ বলি না। কিন্তু একজন মানুষ যার জীবনের ওপরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নির্ভরশীল। যদি সে নিজের জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ না করে তাহলে সে পাপ করে। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে বড় আর কোন্ বাহাদুর ও সাহসী হতে পারে? কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁরও পাহারার ব্যবস্থা থাকতো। আর তাঁর ঘরের চারদিকেও পাহারার ব্যবস্থা থাকতো। কেউ যদি বলে যে, তিনি নিজের প্রাণকে অন্যের প্রাণের চে' অধিক মনে করতো। কিন্তু এমন করা আবশ্যক ছিলো। কেননা, তাঁর জীবনের সাথে বিশ্বের জীবন ছিলো সম্পৃক্ত। যদি তিনি না জীবিত থাকতেন তাহলে ইসলাম কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো? তাই কতক মানুষের আরাম-আয়েশ ও স্বাস্থ্য ভাল রাখাও পুণ্যের কাজ। এর বিপরীত করা পাপের কাজ। শেখ আব্দুল কাদির জিলানী সাহেব একটি পুস্তকে বলেন যে, আমার এমন অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা আমাকে না বলেন যে, আব্দুল কাদের ওঠ! তোকে আমার প্রাণের কসম খাবার খেয়ে নে। ততক্ষণ আমি খাবার খাই না। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না বলেন যে, আমার প্রাণের কসম, কাপড় পর। ততক্ষণ আমি কাপড় পরি না। এর উদ্দেশ্য এই যে, এ মর্যাদার মানুষকে খোদা বলেন যে, নিজের জন্যে নয় আমার জন্যে এ কাজ কর। তখন সে করে কেননা সে সবকিছু খোদার জন্যে করে থাকে। অতএব পাপেরও এমন পর্যায় আছে যে, মানুষের অবস্থার সাথে সাথে তার অবস্থাও বদলাতে থাকে। এজন্যেই সুফীরা বলেন, চিন্তাশীলদের পাপ সাধারণ মানুষের পুণ্য হয়ে থাকে। (চলবে)

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(১৮তম কিস্তি)

(২) রাশিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও আমাদের দায়িত্ব

"এ প্রসংগে আমি একটি ব্যাপার বুঝতে চাচ্ছি যে, যেখানে যোগাযোগের জন্য আমাদেরকে (দাওয়াতে ইলাল্লাহ্-অর্থাৎ তবলীগ) ছাড়াও আরো কিছু কাজ করতে হবে। রাশিয়া এখন বিপজ্জনক অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার এবং বহির্বিশ্ব থেকে যে সকল ব্যবসায়ী সেখানে যাচ্ছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুটপাট করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। আমি আহমদী ব্যবসায়ীদেরকে বা ওয়াকেফীনে আরযীদেরকে, যারা ব্যবসায়ী নয়, আহ্বান জানাচ্ছি যে, যদি তারা সেখানে গিয়ে কিছু ব্যবসায়ী যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে তবে ইহার কয়েকটি ফায়দা আছে। একটিতো হলো এই যে, যে সফর নিষ্ঠার সাথে ধর্মের জন্য করা হয় যদি তার ফলশ্রুতিতে জাগতিক লাভ হয়ে যায়, যা পরে ধর্মের সেবায় ব্যবহার করা হয়, তবে এর চেয়ে উত্তম ব্যবসা আর কী হতে পারে? সেখানে এর অনেক সুযোগ আছে।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মূল ঃ মুহাম্মদ ইসমাইল মুনীর

যে সকল তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তা আমরা একত্রিত করেছি। তা থেকে জানা যায় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং এ ধরনের বন্ধুগণ, উদাহরণস্বরূপ যারা হোটেলের কাজ জানেন, তাদের জন্য সেখানে অর্থ উপার্জনের অনেক সুযোগ আছে। এখন আমি দ্বিতীয় ব্যাপারটির ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহী। যদি আহমদী ব্যবসায়ী এই নিয়তে সেখানে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আহমদী কারখানাওয়ালা এই নিয়তে সেখানে কারখানা বানান এবং রেষ্টুরেন্টর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আহমদী এই নিয়তে সেখানে রেষ্টুরেন্ট খোলেন যে স্থানীয়ভাবে লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে তবে যেখানে আহমদীয়ত কায়েম হয়ে গেছে সেখানে খোদার ফযলে আহমদীদের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়ে যাবে। চরম দারিদ্রের অবস্থায়ও এ সকল লোকেরা চাঁদা দেওয়া শুরু করেছে। এমতাবস্থায় যদি খোদাতাআলার ফযলে আহমদীয়তের দরুন তারা ধর্ম ছাড়া দুনিয়াও পেয়ে যায় তবে অনেক বড় স্থিতিশীলতা অর্জিত হবে এবং এদেরকে দেখে অন্য লোকেরাও মনোযোগী হবে। যদি আপনারা এরূপ দেশে ব্যবসা করেন যেরূপে বর্তমানে রাশিয়া রয়েছে, তবে ব্যবসায়ীর জন্য লোকসানের কোন আশংকা থাকবে না। তার জন্য কোন না কোন লাভ নিশ্চয় হবে। কিন্তু যদি আপনারা নিজেদের ফায়দার কথা চিন্তা না করেন এবং ধর্মের খাতিরে অভাবী লোকদের কথা চিন্তা করেন তবে দুনিয়ার ফায়দাতো আপনাদের হবেই, আধ্যাত্মিক দিক থেকেও আপনাদের অনেক ফায়দা হবে। এই পৃথিবীতে আপনাদের সব কিছু শুধরে যাবে। আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে তওফীক দান করুন। আমার এ দু'টি আহ্বানেও আপনারা পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করুন। যে সকল ওয়াকেফীনে আরযী অপেক্ষমান ছিলেন এখন তাদের জন্য সময় এসে গেছে। এখন তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এখন আমি আবার এই নিয়তে বলছি যে, যদি ইহা খোদার খাতিরে হয় তবে আমাদের জান, মাল, ইজ্জত যথার্থভাবে এতে ঢেলে দেয়া উচিত। খোদাতাআলা এই

ময়দানকে ফুলের বাগানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ জন্য বেপরোয়া হয়ে এর মধ্যে লাফিয়ে পড়ুন। আপনারা নিশ্চিতভাবে একে ফুলের বাগানরূপে পাবেন এবং খোদার সন্তুষ্টির চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের স্থান পাবেন আপনারা। আল্লাহ্তাআলা এর তওফীক দান করুন" (আল্ ফযল,২৮শে জুলাই, ১৯৯২ইং)।

(৩) রাশিয়ান সরকারের চাহিদা ও আমাদের দায়িত্ব

"খোদার ফযলে ইউ এস এস আর অর্থাৎ সাবেক রাশিয়ান রাজ্যসমূহের সাথে জামাতের যোগাযোগ দ্রুততার সাথে বেড়ে যাচ্ছে। এর দরুন হিংসাকারীদের ও দুশমনদের ক্যাম্পে হৈ চৈ পড়ে গেছে। এমনকি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, যার সাথে এ সকল কাজের কোন সম্পর্ক নেই এবং যিনি নিজের দেশে ন্যায়-বিচার কায়েম করতে পারলেই বড় কাজ হবে, তার অবস্থাও এই যে, এখন আপনাদের বিশ্বজনীন জেহাদের প্রয়োজন রয়েছে। তোমরা যাও এবং ইউ এস এস আর এর যেখানে যেখানে আহমদীয়া জামাত চেষ্টা করছে সেখানেই তোমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর এবং তাদেরকে ব্যর্থ করে দাও। অথচ আমাদের দেশে এত পাপ ছড়িয়ে আছে যে, যদি একটি পাপের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করা হয় তবে সকল আলেম মিলেও এটা দূর করতে পারবে না। কিন্তু একত্রিত হয়ে এটা দূর করা দূরে থাক এর প্রতি এদের মনোযোগই নেই। ঘি ও চিনি যেভাবে একত্রে মিলে পাপের সাথেও এদের মিলন তদ্রূপই। যদি তাদের ঘৃণা থাকে তবে তা আছে খোদার প্রেরিত (যে মুখ্যমন্ত্রীর এই সংবাদ দৈনিক মাশরেক পত্রিকায় ২৬-৮-৯২ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল সেই মুখ্যমন্ত্রী আজ থেকে তার গদিতে নেই–দৈনিক জং পত্রিকা, ২৬-৪-৯৩ইং) পুরুষের সাথে। এদের ঘৃণা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা খোদার প্রেরিত পুরুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এবং ইসলামের পয়গাম ও ইসলামের সৌন্দর্য পৃথিবীতে বিস্তৃত করছে। এই মোকাবেলা তো চলবে এবং বড় জোরের সাথে চলবে। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের জামাত পরাজয়ের জন্য সৃষ্টি হয় নি। এ জামাত অবশ্যই বিজয়ী হবে। তোমরা যে ময়দানেই যাও আমাদের মোকাবেলা কর। যে কোন প্রকার যুদ্ধে নেমে আমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। তাদের ভাগ্যে রয়েছে পরাজয়। কেননা, তারা ব্যর্থতার আহ্বানকারী। কেননা তারা ব্যর্থ শক্তিগুলোর আহ্বানকারী। তারা খোদাতাআলার প্রতিনিধিগণের প্রতিনিধিত্বকারীদের সাথে কীভাবে সংঘর্ষে আসতে পারে? তারা একশত বৎসর থেকে দেখছে। একশত বৎসর ধরে পরীক্ষা করেছে। এমনটি কি কখনো হয়েছে যে, তারা আহমদীয়া জামাতের উন্নতি প্রতিহত করতে পেরেছে? এরতো প্রশ্নই উঠে না।

জামাতের উপর খোদার যে ফযল রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো এই যে, ইউ এস এস আর এর রাষ্ট্রসমূহে খুব দ্রুতবেগে জামাতের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তারা নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও আমাদের নিকট থেকে সাহায্য পাচ্ছে। তারা আবেদন জানাচ্ছে যে, আমাদের দেশে এসে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে সাহায্য কর। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের সাহায্য পাচ্ছে এবং তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে। খোদার ফযলে তারা আহমদীয়া জামাতের দর্শন এবং আহমদীয়া জামাতের কর্মকাণ্ড বুঝতে পেরেছে। অবাক হতে হয় যে, খোদাতাআলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও এবং খোদা থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও তাদের মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও সাদাসিদা রয়েছে। তাদের মস্তিষ্ক এতখানি আলোকিত যে, সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে দেখার ক্ষেত্রে তাদের কোন সময় লাগে না। তাৎক্ষণিকভাবে তারা জেনে যায় যে, এটা সত্য এবং এটা মিথ্যা।

তারা যে সকল দাবী জানাচ্ছে তার মধ্যে একটি হলো অর্থনীতির বিশেষজ্ঞের দাবী। কেননা এখন তারা ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার। যদিও পাশ্চাত্যের জাতিগুলো তাদেরকে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা এদেরকে বিশ্বাস করে না। তারা জানে এদের নিকট থেকে তারা কেবল প্রতারণাই পাবে এবং এদের পরামর্শ তাদেরকে এরূপ মসিবতে ফেলে দেবে, যা থেকে বেরিয়ে আসা মুস্কিল হয়ে যাবে। তারা স্বাধীন, খাঁটি, বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবান লোকদেরকে চায় এবং তাদের দৃষ্টি পড়েছে আহমদীয়া জামাতের প্রতি। তারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে আমাদের নিকট রীতিমত পয়গাম পাঠাচ্ছে যে, আপনারা আমাদেরকে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ দিন, ব্যাংকিং এর বিশেষজ্ঞ দিন।

যেহেতু তারা নিজেরাই মুস্কিলের মধ্যে রয়েছে, তাই তারা আমাদেরকে বেঁচে থাকার মত অর্থ দিবে। মোটা বেতন দেয়ার জন্য তাদের নিকট অর্থ নেই। তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা ও সতেজ করতে যে সকল আহমদী অংশগ্রহণ করবেন তারা এদের নিকট থেকে প্রতিদান পাবেন না, বরং প্রতিদান পাবেন আল্লাহ্তাআলার নিকট থেকে। কেননা আমরা এ কাজ আল্লাহ্তাআলার খাতিরে করছি। তাই আপনাদের ঘাবরানোর প্রয়োজন নেই। আপনারা অল্প কিছু পয়সাও পাবেন। তদুপরি একটি মহান খেদমতের তওফীক লাভ করবেন। একজন হৃদয়বান এবং যাদের হৃদয় খোদার দিকে ঝুঁকে আছে আমি তাদের কথা বলছি। তাদের জন্য এটাই বড় পুরস্কার হয়ে থাকে যে, আমরা পুণ্যের তওফীক লাভ করেছি। রুজি-রোজগারের ব্যাপারে এ কথাই বলবো যে, তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা উপবাসী থাকবে না। তাদের জন্য থাকার বাড়ীর ব্যবস্থা হবে। দৈনন্দিন খাবারও তারা পাবেন এবং তারা ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন। এর পরও যদি প্রয়োজন হয় জামাতকে লিখবেন। ইনশাল্লাহ্তাআলা আমরা তাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করব। এটা কোন বাঁধা-ধরা ওয়াদা নয়। তবে নিশ্চয় এটা ওয়াদা। আমরা তওফীক অনুযায়ী চেষ্টা করব।

তারা বিশেষভাবে ইকোনমিক্স, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স ও একাউন্টিং এর বিশেষজ্ঞের জন্য দাবী জানিয়েছে। তদ্রূপে তাদের মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। তাদের অনেক উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হচ্ছে। দেশে এগুলোর কোনই মূল্য নেই। রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এরূপ যে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের পণ্যের মূল্যও পরিশোধ করে না। তাদের নিকট টাকা পয়সাও নেই। তাদের এমন সব বদ্ধ পণ্য রয়েছে, যেগুলো বহির্বিশ্বে রপ্তানির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য তাদের মার্কেটিং বিশেষজ্ঞেরও প্রয়োজন। তাদের বিজিনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আহমদী বিশেষজ্ঞগণ আমার এ কথা শুনছেন এবং যদি তারা সময় দিতে পারেন তবে তাদের উচিত অবিলম্বে তারা যেন নিজ নিজ দেশের আমীরগণের মাধ্যমে দরখাস্ত করেন। পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞগণ যেন নুসরতজাহান তাহরীকে জাদীদে দরখাস্ত করেন। অন্যান্য দেশের লোকেরা তাদের দরখাস্ত নিজেদের দেশের আমীরদের নিকট পাঠাবেন এবং আমীরগণ তাদের মতামতসহ এ সকল দরখাস্ত সরাসরি আমার নিকট প্রেরণ করবেন। অতঃপর আমি তাদের আবেদন করবো যে, আপনারা আল্লাহ্র হেফাযতে ও খোদার আশ্রয়ে যান। খোদার খাতিরে আপনারা নিজদেরকে, নিজেদের অস্তিত্বকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে এই পুণ্য কাজে ব্রতী করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের চোখের সম্মুখে পূর্ণ হউক। খোদা তাঁর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর জামাত রাশিয়ার এলাকায় বালুকা রাশির ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে। দুনিয়ার কোন শক্তি তা প্রতিহত করতে পারবে না। ইহা খোদার তকদীর। কোন মানবীয় প্রচেষ্টা খোদার তকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না" (জুমুআর খুতবা, লন্ডন, ১২ই অক্টোবর, ১৯৯২ইং)। (চলবে)

অনুবাদ - নাজির আহমদ ভূঁইয়া

হে সহযাত্রী

সহযাত্রী বন্ধুবর! দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা দু'জন পাশাপাশি সিটে বসে ভ্রমণ করছি অথচ কেউ কারো সাথে কোন কথা বলছি না বা পরিচিত হচ্ছি না, এটা কেমন কথা? আসুন আমরা উভয়ে একটু পরিচিত হই এবং কিছু আলোচনার মাধ্যমে ভ্রমণকে উপভোগ করি, কি বলেন? আমি মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী। বি-বাড়ীয়া জেলার দুর্গারামপুরে আমার আপন বাড়ী। আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন অতীব সাধারণ সদস্য। বাংলাদেশে বাস করে ও বর্তমানে যারা "কাদিয়ানী" বলে বহুল পরিচিত। আসলে আমি কিন্তু কাদিয়ানী নই। আমার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, আখেরী যুগে ইসলামের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা এবং তা থেকে পরিত্রাণ প্রয়াসে আগত খোদা প্রদত্ত প্রত্যাদিষ্ট মাহ্দী (আঃ)-এর আমি একজন নগণ্য অনুসারী। সেই সুবাদে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর একজন মুজাদ্দিদ এবং যাঁর মাধ্যমে নবুওয়তের ধারায় ইসলামে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত। বিষয়ের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে আমার অনুমান হচ্ছে এব্যাপারে আপনার ধারণা একেবারেই ভাসা-ভাসা। কিন্তু তা তো হবার কথা নয়! যিনি বিগত শতবর্ষ পূর্বে ধরাধামে আগমনপূর্বক তাঁর দাবীর সত্যতার সপক্ষে ৮৮ খানা কিতাব রচনা করেছেন। ছোট বড় প্রায় ৯০ হাজার পত্র লিখে সহকর্মীদের তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যাঁর আগমন ঘোষণায় আকাশের রবি-শশীদ্বয় ব্যতিক্রমধর্মী গ্রহণ ঘটিয়েছে, যাঁর সাথে মতৈক্যের দ্বন্দ্বে মেতে বিখ্যাত আলেকজান্ডার ডুই, পন্ডিত লেখরাম, জুলফিকার আলী ভূট্টোর মত অনেকেই তাদের জীবনকে নিন্দনীয়ভাবে নিঃশেষ করেছেন, পক্ষান্তরে সেই পুণ্যাদর্শের ছোঁয়ায় শহীদ আবদুল লতীফ, হেকিম নূরউদ্দিন প্রমুখ সজ্জন তাঁদের ব্যাপারে আপনার ধারণা কিনা একেবারেই ক্ষীণ, একেবারেই অগভীর। তার কারণ কি? কারণ একটাই যে, ধর্ম-কর্মে আপনার বেসুমার বিতৃষ্ণা ও অবহেলা। অতএব এ কারণে আপনার মত এমন উদাসীন ও অপরিণামদর্শীদের কর্ম ফলশ্রুতিতেই পৃথিবীতে আজ বিরাজ করছে বেনজীর আযাবের কড়াল গ্রাস। অসময়ে বন্যা, অকাতরে ভূমিকম্প, অহেতুক খরা, অনিরাময় বালাই ব্যাধি ভয়াবহরূপে আঘাত হানার প্রকৃষ্ট কারণ ইহাই যে, পাঞ্জাবের গুরুদাস্পুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রাম হতে দাবীদার খোদার সেই পবিত্র প্রতিনিধির দাবীর সত্যাসত্য যাচাইয়ের ব্যাপারে আপনারা বেমালুম অমনোযোগী। আপনার জানা উচিত যে, খোদার সিদ্ধান্তের প্রতি এহেন খামখেয়ালী আচরণ আর বৈরীভাব প্রদর্শন আপনার আত্মার জন্য কদাচ কল্যাণকর নহে।, কারণ সময়োপযোগী যুগাবতারকে স্বাগত না জানিয়ে যারা এমনিতর উদাসীনতা ও বিদ্বেষী মনোভাবে জেদ পোষণ করে তাদের কারণেই খোদা পৃথিবীতে তাঁর **"কাহ্হার"** গুণের ক্ষমতা দেখিয়ে থাকেন। ফলেই বলা যায়, পৃথিবীময় বিপুল আযাবের সমারোহের জন্য একান্তভাবেই আপনি দায়ী। এই কারণেই পৃথিবীতে দৈব-দুর্বিপাকের আগমন। এই দায়বদ্ধতা থেকে রক্ষার জন্য আপনি উদ্ভটের মত ক্ষেপে উঠবেন না। আপনার ক্রোধকে প্রশমিত করুন। ক্রোধ মানুষের একটা বিশেষ বদ্‌গুণ, যদ্বারা আত্মার কুপ্রবৃত্তির প্রাধান্য ঘটে ও সদাত্মাকে ধ্বংসে নিপতিত করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে না হয় আমি আপাতত আপনার সাথে একাত্ম হয়ে স্বীকার করে নিলাম যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী মিথ্যা এবং ভ্রান্ত (নাউযুবিল্লাহ্)। তথাপিও কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ হাদীসমূলে জানা যায় যে, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, **"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহা পুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন"** (আবূ দাউদ, মিশকাত)। সেই মর্মে ১৩ শতাব্দীতে ১৩ জন মুজাদ্দিদ আগমনপূর্বক ইসলামের গৌরবকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তদসংগার মাপকাঠি বিচারে ১৪ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কোথায়? এ ব্যাপারে আপনার বিবেক বিনিয়োগে বিবেচনা করতঃ আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন কী? আলবৎ তা করেন নি, কারণ জাগতিক উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় আপনি উন্মাদ, জগতের সকল সম্পদ কেবল আপনারই হউক এই চেষ্টায় আপনি বিস্তরভাবে ব্যস্ত। আত্মার মুক্তির জন্য করণীয় জীবনের অধ্যায়কে আপনি তাচ্ছিল্যের সাথে তালাবন্দি করে রেখেছেন। আপনি অঢেল অর্থ উপার্জনে স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করে শীতাতপ কক্ষে দাম্ভিকতার সাথে নিদ্রাযাপন করবেন। এসি গাড়ীতে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবেন, বিমান ও ট্রেনে করে স্বদেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে সুখ অনুভব করবেন আর মালেক সাঁই এর মুরীদ হয়ে কিছু দক্ষিণা দানে আধ্যাত্মিক ফয়েয হাসিলের চেষ্টা করবেন, ইহাই আপনার জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য বলে আপনি বুঝে নিয়েছেন। আর সেই পরিকল্পনায়ই আপনি জীবন যাপন করছেন। কিন্তু হে সহযাত্রী ভাই! কেবল এহেন নগণ্য কর্ম সাধনার জন্যই খোদা আপনাকে সৃষ্টি করেন নি। বরং খোদার সান্নিধ্য লাভের সাধনায় বিনম্র চিত্তে প্রার্থনা করা আর সময়ের স্বর্গাগত সত্যকে নিরূপণ করে তাঁর আহবানে **'লাব্বায়েক'** বলে তাঁকে সাহায্য প্রদান করাই ছিল আপনার অগ্র দায়িত্ব। কিন্তু আপনি তা না করে, বলছেন কি না তার উল্টোটা। যেসব আপনার ওপার জীবনের সফলতায় তিলার্ধ পরিমাণও সহায়তা দানে সমর্থ হবে না।

আমার মনে হচ্ছে আমার এতসব কথায় আপনি ভীষণভাবে বিরক্তি বোধ করছেন, সে যা-ই হউক, আপনি বিরক্ত হউন আর অনুরক্তই হউন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি আমার অভীষ্ট গন্তব্যস্থল অর্থাৎ **"জীবনের প্রান্তসীমা"** স্টেশন পৌছা অবধি আপনাকে তদ্বিষয়ে বলতেই থাকব। কারণ আমাকে বলতে থাকার জন্যই বলা হয়েছে। সেই সুবাদে আমি তা-ই করব। আমি জানি যে, জ্ঞানের মাপকাঠিতে আমি আপনার চেয়ে বহুগুণে অজ্ঞ, সুতরাং জ্ঞান-সম্পদের স্ফীত অহংকারে যদি আপনি আমার কথা শুনতে নিজেকে হীন বোধ করেন তাহলে এই অনুরোধ করব যে, আপনি সকলের নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ নির্দলীয় বিচারক মহান স্রষ্টা সমীপে কায়মনোবাক্যে যুগের মাহ্দী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে জেনে নিন। ইহা নির্ঘাত সত্য যে, আপনি আমার পক্ষেই রায় পাবেন। যদি এতটুকুন চেষ্টা করতেও আপনি উদ্যোগী না হন আর এই আশা পোষণ করে বসে থাকেন যে, আপনার নির্মল সত্য বলা, সালাত কায়েমে নিষ্ঠাবান থাক, রোযা পালনে একনিষ্ঠ হওয়া আর ক্রীম ভোজে বিপুল বিত্ত ব্যয়ের কর্ম-সমূহের দ্বারা স্বীয় আত্মার মুক্তির পথ করে নিবেন তবে বিলক্ষণ তাতে সফলকাম হবেন না। কারণ যেহেতু আপনি প্রতিশ্রুত মসীহের দাওয়াত পেয়েছেন সেহেতু বর্তমানে আপনার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে সেই মাহ্দী (আঃ)-কে মেনে নেয়া। যে হৃদয় খোদার বাক্যালাপ লাভ ও লোভে নতশিরে প্রত্যাশী নয় সেটা এক মৃত হৃদয়" (লেকচার লাহোর)। সুতরাং সেই সাবধান বাণীকে শিরোতাজ করে আপনি আত্মার খোরাক যোগানে তৎপর হোন, চিন্তাশীল হোন, নচেৎ আপনার ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় অর্জনই বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

প্রিয় বন্ধুবর! এতক্ষণ আপনাকে যা কিছু বলেছি তাতে আমার সাময়িক দায়িত্ব পালন হয়েছে বলে আমি মনে করছি। তাই আপনাকে আপাততঃ বিদায় দিলাম। কিন্তু আমার নিঃশব্দ অনুসরণ কখনও আপনাকে পরিত্যাগ করবে না, **"জীবনের প্রান্তসীমা"** স্টেশনে নেমে যদি দেখি যে, আপনি ইসলামের সংস্কারক ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কিশ্‌তিতে আরোহণ ব্যতিরেকেই আত্মার মুক্তি কামনায় পাঁয়তারা করছেন, তবে আমি পুনরায় উদাত্ত কণ্ঠে খোদা সকাশে এই অভিযোগ করব যে, হে আমার প্রিয় খোদা! আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আমার এই সহযাত্রী বন্ধুটিকে স্বীয় ক্ষুদ্রজ্ঞান প্রচেষ্টায় নানাভাবে নানা কৌশলেই তোমার সেদিনকার অভিলাষকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি, তোমার প্রেরিত পবিত্র মসীহ্ (আঃ)-কে গ্রহণ করার জন্য অনুযোগের সাথে অনুনয় করেছি কিন্তু তিনি তা করেন নি। উপরন্তু তিনি আমাকে করেছেন, গালি দিয়েছেন, হাসিঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন। আমাকে আমার মসজিদ থেকে বেদখল দিয়েছেন, নামাযের সারিতে বোমা নিক্ষেপ করে আমার সতীর্থদের শহীদ করেছেন। আমার মসজিদের গায়ে লেখা তোমার কলেমাকে কালিমা দ্বারা লেপন করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন তুমি তোমার বিচার দন্ডে বিবেচনা করে তার জন্য তিরস্কার অথবা পুরস্কারের বরাত নির্ধারণ কর।

-মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

প্রাতঃ ভ্রমণ - আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দর্শন

আমাদের সৃষ্টি-কর্তা মহান আল্লাহ্‌আআলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন- **সিরু ফিল আরয**। পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর। আরো বলেছেন, **(রব্বানা) মা খালাকতা হাযা বাতেলা** - অর্থাৎ "আমি কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি করি নি।" আমার দৃষ্টিতে আজ তা-ই পরিদৃষ্ট হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ঝলক বর্ণনা করছি ঃ

আমি অদ্য বাদ ফজর বকশী বাজার রোড হ'তে লালবাগ রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম- প্রথমেই চোখে পড়ল। ১. একটি নার্সারী। আহ্ ! কত জাতের ফুল গাছ, ফল গাছ, ঔষধি, এতে রয়েছে মানুষকে সুবাস দেয়ার- স্বাস্থ্য রক্ষা করার এবং রোগ হ'তে মুক্তি লাভের উপাদান।

২। "আলীয়া মাদ্রাসা-মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড" - আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌কে বলেছিলেন- "হে আল্লাহ্ তুমি কীভাবে মৃতকে জীবিত কর ? উত্তর তুমি চারটি পাখি লও, পোষ মানাও তারপর চারটি পাহাড়ে ছেড়ে দাও, অতপর নিজের দিকে ডাক তারা চলে আসবে" ঠিক তাই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে মৃত অন্ধ অশিক্ষিত মানুষকে জীবিত করতে মাদ্রাসা বোর্ড, শিক্ষা বোর্ড শিক্ষিত লোকদের নিয়ে গড়ে তুলেছে এহেন ব্যবস্থা।

৩। ইঞ্জিন চালিত টেক্সী, ট্রাক দেখে মনে হলো সূরা তাকভীরে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী- **"ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত।'** অর্থাৎ এবং যখন উষ্ট্রী বেকার হবে।

৪। দু'টি - ছাগল পাতা খাচ্ছে - মনে পড়ল কাবুলের কথা- দু'টি ছাগল জবাই করা হবে" "শাতানে তুযবাহানে"

৫। ডাস্টবিন ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ (হাদীস)। আল্লাহ পবিত্র, তিনি (তাহারাত) পবিত্রতাকে ভালবাসেন।

৬। বহুতল বিল্ডিং ঃ অল্প জায়গায় বেশী মানুষ বসবাসের ব্যবস্থা করার এ জ্ঞান আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন।

৭। পত্রিকা, আজকের কাগজ ঃ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা বৃদ্ধি পাবে। কী অপরাধে তোমার কন্যাকে হত্যা করা হয়েছে তা জিজ্ঞাসিত হবে। আজ কোন গন্ড গ্রামেও যদি কোন ছোট খাট ঘটনা ঘটে থাকে তা পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার জন্য জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

৮। মসজিদ ঃ লালবাগ ছাতাওয়ালা মসজিদ, শাহ সৈয়দ মিশকিল আশ্রাফ জামে মসজিদ, মাত্র ৫০ গজের দূরত্বে এ দু'টি আলীশান বহুতল মসজিদ নির্মিত। মনে পড়ল নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী **মাসাজিদুহুম আমিরাতুন - ওয়াহিয়া খারাবুম্ মিনাল হুদা**। আরো মনে হ'ল নবীজী বলেছেন, সে যুগে ঘন ঘন মসজিদ নির্মিত হবে ।

৯। ওরিয়েন্ট স্পোর্টি ক্লাব ঃ মানব স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি হচ্ছিল।

১০। বকশী বাজার হতে লালবাগ কেল্লা যেতে অনেক সময় ব্যয় হ'ল। আসার সময় জানতে পারলাম আরো অল্প সময়ে যাবার বিকল্প রাস্তা ও ছিল। মনে হ'ল ভবিষ্যদ্বাণী-আখেরী জমানায় রাস্তা ঘাটের উন্নতি হবে।

১১। বিড়াল ঃ একটি ধুসর বর্ণের বিড়াল গাছের ডালে উঠছে। মনে হল আবূ হুরায়রা (রাঃ)'র কথা। নবীজী (সঃ) আদর করে তাঁকে আবূ হুরায়রা ডাকতেন।

১২। রাস্তায় পথ হারিয়ে গেলাম কোন দিকে লালবাগ কেল্লা ? জিজ্ঞেস করে পথ জেনে নিলাম - মনে হল নবীজীর (সঃ) হাদীস রাস্তার হক একটি পথিককে পথ দেখনো সুন্নত।

১৩। সুমন এর হলুদ সন্ধ্যা- রঙ্গিন কাপড়ে সাজানো গেইট। দামী আর্ট করা উক্ত লেখা। মনে হল কুরআনের কথা-অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

১৪। দেয়ালে পোস্টার ঃ এটি দেখে মনে হ'ল ঃ পরোক্ষভাবেও তবলীগ করা যায়।

১৫। কেল্লার মুখ বন্ধ এবং রাস্তায় লাইটের ব্যবস্থা ঃ মানুষের কবল থেকে মানুষ নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই কেল্লা তৈরী হয়েছে। ভিতরে কি আছে দেখতে পারি নি কারণ সকালে কেল্লার গেইট বন্ধ থাকে শুনলাম। এদিকে সৃষ্টিকর্তা তাঁর আশরাফুল মখলুকাতকে নিরাপদে পথ চলার জন্য জ্ঞান দিলেন। তৈরী করল মানুষ বৈদ্যুতিক লাইট। এটি আল্লাহ্‌র দান।

এই সুন্দর ফল, সুন্দর ফুল-মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানী। অতএব, হে জিন ও ইনসান তোমরা আমার কোন্ কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান্নার, আমীন।

শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম

[মোয়াল্লেম রিফ্রেসারর্স কোর্স- ২০০০-এ প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত]

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

আবূ নাসের আব্দুল্লাহ্
১১৩৪০এ
পিতা-আবূ তাহের
দাদা - আবূ রেজা আব্দুল্লাহ্
নানা - ফজলুল করীম (কনা মিয়া)
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
শাহবাজপুর

ইসলামী শিক্ষায় সালাম এর গুরুত্ব

ইসলামী আদব ও শিষ্টাচারের মধ্যে 'সালাম' এর প্রচলন করার ব্যাপক শিক্ষা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। 'সালাম' এর গুরুত্ব ও কল্যাণ অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন– **ফা ইযা দাখালতুম বুয়ুতান ফাসাল্লিমূ আলা আন ফুসিকুম তাহিয়্যাতাম্ মিন ইনদিল্লাহি মুবারাকাতান তাইয়্যেবাহ্** (সূরাতুন নূর ঃ ৬২)

অর্থাৎ ঃ "অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদেরকে সালাম বল, (ইহা) আল্লাহ্র তরফ হতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়াস্বরূপ।"

পবিত্র কুরআনের এই মহান শিক্ষার আলোকে আমাদের উচিত এই বরকত-পূর্ণ দোয়ারূপ সালামের ব্যাপক প্রচলন করা। সালামের অর্থ হচ্ছে শান্তি। আমরা কি চাই না যে, আমাদের ঘর, সংসার সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। তাহলে কেন আমরা ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করবো না। আমাদের দেশে পিতা সন্তানকে সালাম করে না তদ্রূপ সন্তানও পিতাকে সালাম করতে লজ্জা বোধ করে। এটা গয়ের আহমদী সমাজের চিত্র। আহমদীদের মধ্যেও কোথাও কোথাও এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই রেওয়াজ মোটেও ইসলামী বিধানসম্মত নয়। মহানবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে; সে যেন তাকে সালাম করে। অতঃপর যদি তাদের দু'জনের মাঝে কোন গাছ বা দেয়াল বা পাথরের অন্তরাল সৃষ্টি হয় এবং এরপর আবার তারা মুখোমুখি হয় তাহলে যেন আবার তাকে সালাম করে (আবূ দাউদ)। মহানবী (সঃ)-এর এই হাদীসে এ কথারই নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা বারবার সাক্ষাতে বারবার সালাম কর। সালামের মধ্যে যদি রহমত বরকত না-ই থাকতো তাহলে মহানবী (সঃ) কখোনই বারবার সালামের নির্দেশ দিতেন না। পবিত্র কুরআনে সূরাতুন নিসার ৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, **"ওয়া ইযা হুয়্যিয়তুম্ বিতাহিয়্যাতিন্ ফাহাইয়্যু বিআহসানা মিনহা আও রুদ্দুহা"** অর্থাৎ "এবং যখন তোমাদেরকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয় তখন তোমরা উহা হতে উৎকৃষ্টতর সাদর সম্ভাষণ জানাবে; অথবা (কমপক্ষে) তা-ই প্রত্যার্পণ করে"। মহানবী (সঃ)ও বলেছেন, যদি কেউ 'আস্ সালামু আলায়কুম' বলে তা'হলে তোমার কর্তব্য হবে এর উত্তরে 'ওয়া আলায়কুম সালাম' বলা। এরপরে আরো বলেছেন, কেউ যদি আস্সালামু আলায়কুম বলে এতে তার দশটি পুণ্য হবে এর উত্তরে কেউ যদি 'ওয়া আলায়কুম সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্' বলে তাহলে তার বিশটি পুণ্য হবে আর কেউ যদি 'আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহামাতুল্লাহ্' বলে তাহলে-এর উত্তরে 'ওয়া আলাইকুমস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বলে তাহলে সেক্ষেত্রে তার বিশটি পুণ্য হবে। এই হাদীসও কুরআনের আয়াতের সমর্থন করে অর্থাৎ তোমাকে কেউ সম্ভাষণ করলে তুমিও তাকে সম্ভাষণ কর এবং উত্তম সম্ভাষণ কর। একজন আরেক জনের সাথে সাক্ষাতে সবচেয়ে উত্তম সম্ভাষণ হচ্ছে 'সালাম' আর এক্ষেত্রে সালামের বিকল্প নেই। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত ধারণা হচ্ছে শুধু মাত্র মুসলমানকেই সালাম বলা যাবে অন্যদের নয়। একথা ঠিক নয় কারণ মহানবী (সঃ) যিনি মূর্তমান সালাম (শান্তি) ছিলেন তিনি সকল ধর্মের মতের লোকদের কেউ সালাম করেছেন ? যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সঃ) এমন একটি মজলিস অতিক্রম করলেন, যেখানে মুসলিম মুশরিক- মূর্তিপূজারী ও ইহুদী সব ধরনের লোকের সমাবেশ ছিল, তিনি (সঃ) তাদের সকলকে সালাম বললেন (বুখারী- মুসলিম) এই হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, মুসলিম অ-মুসলিম সকলকেই সালাম দেয়া ইসলামী উম্মার শিক্ষার পরিচায়ক। এমন কি নবী করীম (সঃ) চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সালামের মাধ্যমে অনুমতি নেওয়ার শিক্ষা রয়েছে যেমন কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন - ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু লা তাদখুলু বুউতান গাইরা বুউতিকুম হাত্তা তাসতানেসূ ওয়া তুসাল্লিমু 'আলা আহলিহা (সূরা নূর - ২৮) অর্থাৎ "হে মু'মেনীন। তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ কোর না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীকে সালাম কর। যদি কোন বাড়ীতে প্রবেশের সময়ে সালাম বলে অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করা অনুচিত। মহানবী (সঃ)-ও বলেছেন, কোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমে সালাম বলো প্রয়োজনে তিনবার সালাম বলো। এরপর যদি উত্তর না পাও তাহলে ঐ গৃহে প্রবেশ করবে না। এ বিষয়ে মিশকাত শরীফের কিতাবুল আদাবের অধ্যায়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় ও একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে না ভালবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলবো না যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে ? সে কাজটি হচ্ছে ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো (মুসলিম শরীফ)। এই হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট যে, ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্যও ব্যাপক সালামের প্রচলন করা জরুরী। কারণ যখন কেউ কাউকে সালাম বলে তখন তার উচিত ঐ ব্যক্তি যেন তার দ্বারা শান্তি লাভ করে থাকে আর এইভাবে যদি সমাজে সালামের প্রচলন হয় তাহলে সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। যে ব্যক্তি সালাম তার নিকট থেকে কমপক্ষে এটা আশা করা যায় যে, তার দ্বারা সবাই শান্তিই লাভ করবে। তিনি কোন অশান্তির কারণ হবেন না। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা সালামের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মধ্যে বহুলাংশে নির্ভরশীল।

- মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের

স্মৃতিতে ৮ই অক্টোবর

ইতিহাস কথা বলে। আগামীর ক্ষণে ক্ষণে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে নব প্রেরণার অনুপ্রাস যোগায় নয়তো হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ ঘটায়। নিত্য নৈমিত্তিকের মতই কোন ক্ষণ, কোন প্রহর আপন মহিমায় উজ্জ্বল অম্লান হয়ে থাকে অনন্ত কাল। তেমনি ১৯৯৯ এর ৮ই অক্টোবর যা ছিল অন্য সাধারণ জুমুআর দিনের মতই, আল্লাহ্‌র ঐশী নেয়ামতে সুসজ্জিত হয়ে আহমদীয়ত তথা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গেল ঐতিহাসিক ৮ই অক্টোবর রূপে। সাত সাতটি তাজা প্রাণ ঝরে গেল নীরবে। কিন্তু না, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাহাদতের পেয়ালা পান করিয়ে তাদের করলেন চির অমর। অনন্ত কাল তারা বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে আদর্শের প্রতিবিম্ব হয়ে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

'যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র পথে করিল জীবন দান।

'আকাশে বাতাসে মুখরিত হলো তাহাদের জয়গান'॥

বিশ্ব-জগতের জন্ম লগ্ন থেকে মু'মিনদের জান, মাল ও ইজ্জতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দিতে হবে। যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের রক্ত সিঞ্চনেই ঈমান বৃক্ষ তরুতাজা, ও ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর ইতিহাসে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। আজও যারা আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছেন বা হচ্ছেন তাদের এ কালজয়ী মহিমা নিত্য নতুন নয় বরং চিরন্তন নিয়মের আওতাধীন। যাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন তাঁরা মৃত নয় বরং তারা জীবিত (সূরা বাকারা)। সত্যিকার অর্থে তাঁরা তাঁদের পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়ে সফল। তারা প্রসংশা পত্র লাভ করে কীর্তিমান বলে পরিগণিত হয়েছেন। এমনই ঈমানী পরীক্ষার ঐশীক্রম ধারা অনুযায়ী মহান আল্লাহ্‌তাআলা সুসজ্জিত করেছিলেন ৮ই অক্টোবরের ঐতিহাসিক পট।

যে ঘটনা ইতিহাসের জন্ম দিল ঃ

"দিন শেষে সূর্যটা পশ্চিমে হয় বিলীন'
কিছু স্মৃতি রেখে যায় ইতিহাসে অমলীন।"

চিরাচরিত প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সেদিন পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছিল রক্তিম সূর্য। দিনের সুচনায় ছিল না কোন বিঘ্ন। জুমুআর দিন। ধর্মপ্রাণ আহমদীগণ সকলেই তড়িঘড়ি করে প্রস্তুত হচ্ছে নামাযে যাবার জন্য। বিগত জুমুআগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বিশ্ব মুসলিম আহমদীয়া জামাতের যুগ-খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ক্রম অনুযায়ী শুনাচ্ছিলেন আহমদী শহীদানের ঘটনাবলী। হৃদয় কম্পিত হয় সেই লোমহর্ষক ঘটনা শুনে। প্রাণ আকুলি বিকুলি করে খোদা-প্রেমে বিলুপ্ত হয়ে শাহাদতের সে অমৃত পেয়ালা পান করার জন্য। এমনই বাসনা হয়তো সুপ্ত ছিল অনেকের মনে। কিন্তু কেউ ভাবে নি খোদা তাঁর ঐশী সম্মানের মুকুট দান করবেন খুলনার নেক আহমদী ভাইদের মস্তকে। যা হোক হুযূর তো শুনাচ্ছিলেন ক্রমানুসারে শহীদদের ঘটনা। তদপুরি সেদিন ছিলেন সদর মুরব্বী ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। যার জ্ঞানগর্ভ নসীহতমূলক খুতবা শোনার বাসনা নিয়ে দলে দলে লোক সেদিন হাজির হলো নিরালা আবাসিক এলাকা আহমদীয়া মসজিদ "বায়তুর রহমান"-এ। বেলা ১টায় মুরব্বী সাহেব এলেন মসজিদে। দ্বিতীয় আজান হলো। শুরু হলো খুতবা। জন সমাগম ছিল প্রচুর। মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ। সকলেই মনোযোগী ইমামের নসীহতমূলক বক্তৃতার প্রতি। এগিয়ে চলল সময় ১টা থেকে সোয়া একটা, দেড়টা। পিন-পতন নিস্তব্ধতা চারিদিকে। আওয়াজ শুধু ইমামের মুখে। ঘড়ির কাঁটা গিয়ে দাঁড়াল ১:৩৬-এ। ঠিক এসময় সকল নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিয়ে শুনা গেলো মরণঘাতি এক বিকট বিস্ফোরণ। বিকট প্রলয়ংকারী শব্দের পরে ধোঁয়া ধুসরিত অন্ধকার চারিদিকে। সেই আঁধারের মাঝ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল আর্তের আহাজারী, আহতের ক্রন্দন, মুমূর্ষের মরণ চিৎকার। হায় ! সে কি বিভীষিকা। যেন কারবালার প্রান্তর। যেন সেই মহা প্রলয়ের অমানিশা চারিদিকে। সে কি করুণ মুহূর্ত। কোন কলমের ভাষায় যাবে না তার বর্ণনা করা। যাবে না বোঝা কোন মুখের কথা শুনে। উপলব্ধি করেছে তারা হৃদয়, মন, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, ত্বক প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে, যারা ছিল সেথায়। প্রলয়ংকরী বিকট শব্দে প্রায় সকলেই কিছু সময় মুর্ছা গেছে। যখন ফিরে পেল সম্বিৎ ধোঁয়ার মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে একে একে বেরিয়ে এল মসজিদ-এর বাইরে যারা মোটামুটি সুস্থ ছিল। ধীরে ধীরে নিজের চেষ্টায় এবং অপরের সাহায্যে বেরিয়ে আসতে থাকলো আহতরা মুরব্বী মোয়াল্লেম সহ আহত সকলে একে একে বেরিয়ে এল। পরপর নিয়ে যেতে থাকল হাসপাতালে। কিন্তু না, দুই জন আর বের হতে পারলো না। নেওয়া হ'ল না হাসপাতালে। মাহদীর পতাকা হলে সন্তর্পণে শাহাদতের অমৃত পেয়ালা পান করে ধন্য হলেন তারা। পরে নিলেন বিজয়ের মহামূল্য মুকুট। সবাইকে পিছে ফেলে তাঁরা দাঁড়ালেন শহীদের কাতারে। পার্থিব কোলাহল ছেড়ে অমৃত পেয়ালা পান করে তাঁরা পেয়ে গেলেন অনন্ত সুখের সন্ধান। শহীদ হলেন ঘটনাস্থলে মোঃ নূরুদ্দীন আহমদ ও মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (ইন্না লিল্লাহে ....রাজিউন)।

স্বজন হারানোর বিয়োগ ব্যথার আহাজারীতে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। শোকের কালো ছায়া নিয়ে কাল বৈশাখীর মেঘ যেন জড় হলো আকাশে। এক দিকে তো ঘটনাস্থলে শোকের ছায়া। অন্যদিকে যারা গুরুতর আহত হয়ে গেলেন হাসপাতালে তাদের মধ্যে পথেই ইহলীলা সাঙ্গ করে শাহাদতের মুকুট পরলেন আঃ সোবহান মোড়ল। হাসপাতালে পৌছে প্রথমে এই শহীদের সহযাত্রী হলেন ডাঃ এম এ মাজেদ। তারও কিছুপরে সেই গন্তব্যের দিকে ধাবিত হলেন জি, এম, মুহিব্বুল্লাহ্ (ইন্না লিল্লাহে ....রাজিউন)।

প্রাণ পাখী রয়ে গেল যাদের অসাড় ধরে পাঞ্জা লড়লেন তারা মৃত্যুর সাথে। হায়! সে কি বিভীষিকা বক্ষ পিঞ্জরে অশ্রুত প্লাবন বাধ মানে না। বয়ে নামে অবিরাম ধারায়। বিপুল বিক্রমে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে সন্ধার পরে শহীদী তখতকে আলিঙ্গন করে নও আহমদী আকবর হোসেন (ইন্না লিল্লাহে ....রাজিউন)।

সবশেষে গুরুতর আহমদীদের মধ্যে যাদের ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল

তাদের মধ্য থেকে বিজয়ের স্বর্ণ মুকুট জয় করে প্রায় দুই সপ্তাহ পরে শহীদের সম্মান নিয়ে ফিরে এলেন খুলনা মসজিদ "বায়তুর রহমান" এর মুয়াজ্জিন মোঃ মমতাজ উদ্দীন (ইন্না লিল্লাহে ....রাজিউন)।

শহীদের সপ্তম আসনও পূর্ণ হলো সাত শহীদের দ্বারা। আহতরা থাকল চিকিৎসাধীন ঢাকা ও খুলনায়। অবশেষে ৯ই অক্টোবর শহীদের চিরনিদ্রায় মৃত্তিকা গহ্বরে শায়িত করে দেওয়া হলো। এই বিভীষিকার বর্ণনাই যেন করে গিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে মৌলভী মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্ তাঁর কবিতায় ঃ

"মাহদীর দল, রাংগা আবীর, মাখামাখি করে গায়,
জান্নাত হতে, ডাকে ঘন ঘন, শহীদেরা আয়, আয়।"

শহীদরা তো চলে গেলেন বিজয়ের সোনার মুকুট পরে। কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত হলো তাদের সাথে সাথে মসজিদ "বায়তুর রহমান।" পশ্চিমের দেয়াল ভেঙ্গে গেল অংশ বিশেষ। দুমড়ে মুষড়ে গেল টিনের চাল আর সিলিং ফ্যানগুলো। চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো এ্যামপ্লিফায়ার, বক্তৃতার ডেস্ক, পার্টিশনের হার্ডবোর্ড। সমস্ত মসজিদের ফ্লোর জুড়ে ছোপ ছোপ রক্ত। হাত, পা, কান সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ পড়ে আছে এখানে সেখানে। কিন্তু না মহান আল্লাহ্ এ কলংকের দাগ চির স্থায়ী হতে দিলেন না তাঁর ঘরে। মুষল ধারে তিনি এক পশলা বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে দিলেন জমাট বদ্ধ রক্তগুলো। দলে দলে জনতা, পুলিশ, সাংবাদিক এসে ভীর জমাল ঘটনাস্থলে। সান্ধ্য পত্রিকায় খবর ছাপা হ'ল এ বর্বর ঘটনার। বিবিসি ভয়েস অব আমেরিকা প্রচার করল এ নির্মম কাহিনী। কোন অজ্ঞাত অপশক্তি এ জঘন্য মরণঘাতি বোমা আল্লাহ্র ঘরে তাঁর প্রিয় মুসল্লিদের প্রাণ নাশের জন্য পেতে রেখেছিল তা সেই সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ মহান প্রভুই জানেন। এমনই বর্বরোচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে ৮ই অক্টোবর স্মরণীয় ইতিহাস হয়ে রইল আহমদীয়ত-এর ইতিহাসে।

সাত শহীদের কিছু কথা

"বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ইতিহাস গড়ল যারা,
মৃত তাদের বল না ভাই সত্যিকারই জীবিত তাঁরা।"

টকবগে তাজা লাল রক্ত দিয়ে ইতিহাসের সূচনা করল যারা তাদের জীবনের কিছু কথা -

১। **ডাঃ এম, এ, মাজেদ** (৪৫) ঃ সুন্দরবন জামাতে বয়াত। মেধাবী ছাত্র। নিজ চেষ্টায় ডাক্তারী পাস। বিদেশ ফেরৎ "মেডিসিন স্পেশালিস্ট"। দরিদ্রের প্রতি সদয়। সৎ পরামর্শদাতা ও পরোপোকারী ছিলেন। আহমদীয়ত গ্রহণের পর মোখালেফাতের স্বীকার হন। তৎকালীন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার সেঃ তবলীগ, যয়ীমে আলা আনসারুল্লাহ্, হালকা প্রেসিডেন্ট, সাবেক কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া। মরহুম স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

২। **জি, এম, মহিব্বুল্লাহ্** (৩৫) ঃ জন্মগত আহমদী। বাগ্মী সন্তান। কর্ম দক্ষ ও তৎপর এবং প্রত্যুৎপন্নমতি। তৎকালীন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার তিনি ওয়াক্ফে নও ও সেঃ এশায়াত, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ, বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল। মরহুম স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

৩। **মোঃ নুরুদ্দীন আহমদ** (৩০) ঃ জন্মগত আহমদী। সুফী সকিম উদ্দীন সাহেবের পৌত্র, মিশুক ও মিষ্ট ভাষী ছিলেন। সুললিত কণ্ঠে নযম ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। নেযামের প্রতি অনুগত। তৎকালীন আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার জেনারেল সেক্রেটারী, মসলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক কায়েদ ও জেলা কায়েদ ছিলেন। মরহুম পিতা-মাতা, ৩ ভাই বোন ও স্ত্রী রেখে গেছেন।

৪। **মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন** (২৪) ঃ জন্মগত আহমদী। মরহুম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষী, দৃঢ় চেতা ও উত্তম দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন। খুলনায় অবস্থানরত সদর মুরব্বীদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তৎকালীন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বৃহত্তর খুলনা যশোর জেলার মোতামাদ ছিলেন। তিনি অবিবাহিত।

৫। **মোঃ আকবর হোসেন** (৩৯) ঃ নতুন বয়াতকারী আহমদী। ১৯৯৭ সালে বয়াত করেন। এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বারা মোখালেফাতের শিকার হন। তিনি সৎ, মিশুক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে বিরুদ্ধবাদীরাও প্রশংসা করতো। মোড়লগঞ্জ এলাকায় তবলীগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। মরহুম দুই পুত্র ও স্ত্রী রেখে গেছেন।

৬। **মোঃ সোবহান আলী মোড়ল** (৬৫) ঃ বয়াতকারী আহমদী। উত্তম দাঈ ইলাল্লাহ্ সহ দেহাতী মোয়াল্লেম হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সাতক্ষীরার বকচড়া, খেলার ডাঙ্গী ও কাউডাঙ্গায় কয়েক জন হাজী সহ বেশ কয়েকজন তার তবলীগে বয়াত নেন। তবলীগ করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা প্রহৃত হন। মরহুম স্ত্রী ৫ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে গেছেন।

৭। **মোঃ মমতাজ উদ্দীন** (৫৫) ঃ বয়াতকারী আহমদী। আনুমানিক ১৯৬৬/৬৭ সালে বয়াতের পর থেকে পালাক্রমে সুন্দরবন, ঢাকা ও খুলনায় মুয়াজ্জিন এর কাজে রত ছিলেন। তিনি একজন হাত যশী হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। রশিক, গল্প প্রিয় ও মিষ্ট ভাষী ছিলেন এবং সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্ খুলনা এর মুনতাজিম মাল হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বে বহুবার বিরুদ্ধবাদীদের রোষানলের শিকার হন এবং আহত হন। মরহুম স্ত্রী, দুই পুত্র কন্যা ও ৩ নাতনী রেখে গেছেন।

"They were to be remembered for their outstanding sacrifices of life which will be unique grateness for the centuries to come." জার্মান বাংলা বুলেটিন এর এই মন্তব্য ৮ই অক্টোবরের উপযোগী বর্ণনা। এ ইতিহাস এক দিনে শেষ হবার নয়। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত থাকবে এই মর্মান্তিক দিনের কথা আহমদীয়তের ইতিহাসে। তাঁরা মরে গিয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবিত থাকবেন আমাদের মাঝে। কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয় -

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

- মোস্তফা আল্ আমীন (খুলনা)

স্মৃতিতে ভাস্বর

হযরত ডঃ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ)

হযরত ডঃ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) যখনই তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন খুবই স্নেহভরে বলতেন, 'হামারে মুফতী সাহেব' অর্থাৎ আমাদের মুফতী সাহেব বলে উল্লেখ করতেন। কেউ যদি স্বপ্নে তাঁকে দেখে হুযূরকে জানাতেন তাহ'লে স্বপ্ন 'সত্য' বলে জানাতেন, কারণ মুফতী সাহেবের নামে 'সাদেক'–সত্যবাদী শব্দ আছে। হযরত মুফতী সাহেবের দেশ ভেরা, জিলা সারগোধা ছিল। মুফতী সাহেব লাহোরে চাকুরীরত অবস্থায় থাকাকালীন হুযূর আকদসকে দেখতে ঘন ঘন কাদিয়ান যাওয়া-আসা করতেন। হযরত হাজী মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব, খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল এই 'ভেরা'রই সন্তান ছিলেন। অনেক বুযূর্গ সাহাবা ভেরায় জন্ম নিয়ে এবং পরে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এ অধমারও পরিচয় এই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাদিয়ানে থাকাতেই হয়েছিল। পরে ছোট বেলায় কাদিয়ান, চিনিউট ও রাবওয়ায় বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ করে। আমার স্মৃতির পাতা থেকে কিছু ঘটনা তাঁর সম্বন্ধে লিখে তাঁর জন্য ও নিজের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

হযরত ডঃ মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ)-এর সঙ্গে আমার আব্বাজান আবুল হাশেম খান চৌধুরী মরহুমের খুব হৃদ্যতা ও তাঁর কাছে আসা-যাওয়া ছিল। আমার সব চেয়ে বড় বুবু মাহমুদা বেগমের বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর বড় ছেলে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম উমর -এর সাথে হয়েছিল। তিনি দুই ছেলে রেখে মারা যাবার পর হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের তখনকার একমাত্র মেয়ে আপা সাঈদার সঙ্গে দুলা ভাই আব্দুস সালাম-এর বিয়ে হয়। তাঁর সন্তানরা এখন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। এই সুবাদে আপা সাঈদাও আমাদের বোনের মত ছিলেন এবং আমাদের মাঝে আসা- যাওয়া ছিল।

আব্বাজানের অসুস্থতার সময় হযরত মুফ্‌তী সাহেব সব সময় এসে দোয়া করতেন। হিজরতের পর চিনিউটে তাঁর চোখে ছানি হওয়াতে চিঠি পত্র লিখা-লিখি করতে পারতেন না বলে টুক্‌টুক্ করে হেঁটে আমাদের বাসায় 'ডাক' নিয়ে চলে আসতেন এবং কাউকে দিয়ে উত্তর লিখাতেন। তখন থেকেই দোয়ার প্রতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে।

অনেক লোক তাঁকে দোয়ার জন্য আবেদন করত। তিনি রীতিমত হাত তুলেও দোয়া করতেন এবং চিঠিতেও দোয়া দিতেন। এবং তার পর যারা তাঁর কাছে দোয়া চাইত তাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা তৈরী করে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর খেদমতে দোয়ার আবেদনসহ তাদের উদ্দেশ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতেন। যখন তিনি তালিকা তৈরী করতেন আমি সর্বপ্রথম নিজের নাম দোয়ার দরখাস্তে লিখে রাখতাম। একদিন মুফতী সাহেব বল্লেন, "আমি একবার শিমলায় এক মহারাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে (তবলীগের উদ্দেশ্যে) বৈঠকখানায় বসেছিলাম। সেখানে একজন জ্যোতিষী মাথায় টোপর পড়ে বসেছিলেন। তিনিও রাজার দর্শনপ্রার্থী ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বল্লেন, আমি মানুষের ছবি দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে বলে দিতে পারি। এই কথা শুনে আমার সঙ্গে আনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একখানা ছবি ব্যাগ থেকে বের করলাম এবং তাকে দেখালাম। কিছুক্ষণ ভালভাবে ছবিটা দেখে জ্যোতিষী- ইনি নবী ছাড়া কেউ নন, বলে উঠলেন। "He is not but a prophet." আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে তিনি বলেছিলেন, "and I can also see the signs of prophethood in you also." হযরত মুফ্‌তী সাদেক সাহেব খুশীতে আপ্লুত হয়ে বল্লেন, 'আপনি যথার্থই বলেছেন, ইঁনিই হলেন এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের যেসব চিহ্নের কথা আপনি আমার মধ্যে দেখলেন বলে বল্লেন সেটা হ'লো এই মহান পুরুষেরই ৩০ বছরের সেবা এবং খেদমত করার ফল'।

এই ঘটনাটা মুফতী সাহেব হুযূর (রাঃ)-এর খেদমতে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে খামে ভরালেন এবং নিজ হাতে খামের উপরের ভাগে লিখে দিলেন **'আসারে নবুওয়ত,** নবীর চিহ্ন এবং নীচে আমি হুযূর (রাঃ) ঠিকানা লিখে দিলাম। **'আসারে নবুওয়ত'** লিখাটা আজও আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাস্‌ছে।

আর একদিন মুফ্‌তী সাহেব বল্লেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে দু'জন আমেরিকান হুযূরের (আঃ) সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মস্‌জিদে মোবারকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হলো। হুযূর (আঃ) ও ওরা দু'জন চেয়ারে বসলেন। আমিও বসলাম। তারপর দু'জনে ডায়েরী থেকে দেখালো যে, আমরা আমেরিকা থেকে রওয়ানা হবার পূর্বে (তখন সামুদ্রিক জাহাজে যাতায়াত ছিল) এক মাস আগে এটা লিখেছিলাম– "We are going to India to see the man who claims to be the prophet of God." Do you claim to be the prophet of God?" হুযূর জানালেন, "হ্যাঁ" "Yes I do."

তারা বল্লেন, "What is the proof of your prophethood?" হুযূর জানালেন, যার ইংরেজী মুফতী সাহেব বললেন, "Your very coming to India from America so far is the proof of my prophethood." কারণ আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ঃ **ইয়াতূনা মিন কুল্লি ফাজজিন আমীক ও ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমীক।"** হযরত মুফতী সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণীর তরজমা উর্দূতে করে আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন এবং হুযূরের (আঃ) আত্মবিশ্বাসের উপর কথা বল্লেন কিছুক্ষণ।

একদিন মুফতী সাহেব (রাঃ) বল্লেন, "তখন আমি লাহোরে চাকুরী করি। একজন বিখ্যাত পাদ্রী সাহেব এক ময়দানে অনলবর্ষী বক্তৃতা

দিল এবং ইসলামকে খাটো করবার অপচেষ্টা করলো। আমি তাড়াহুড়া করে কাদিয়ান চলে আসি এবং হুযূর (আঃ)-কে এই ব্যাপারটা জানাই যে,পাদ্রী বলেছেন, আমি আগামীকাল আবার এইখানে এসে আরো প্রশ্ন রাখব, কে পারবে আমার উত্তর দিতে? হুযূর (আঃ) একটা প্রবন্ধ লিখলেন এবং রাতারাতি সেটা হেরিকেন জালিয়ে মাদ্রাসার ছাত্ররা (যতদূর আমার মনে আছে) সেটা নিয়ে ভোরে লাহোর ফিরে যায়। ছাপানো কাগজগুলো সভার পূর্বেই আমি লোকদের মধ্যে বিলি করে দিই। এরপরে যখন পাদ্রী বক্তৃতা দিলেন তখন দেখা গেল যে, তার আপত্তিগুলোর খণ্ডন ওর মধ্যেই রয়েছে। মুফতী সাহেব নিজে পড়লেন বা লিখিত কাগজটা পাদ্রীকে দিলেন এ কথা আমার মনে নেই। পরে জানতে পারলাম, সেই লেখাটা ছিল ঃ **"জীবিত নবী কে, ঈসা (আঃ) না মুহাম্মদ (সঃ)"?**

হযরত মুফতী সাহেব কাদিয়ানে হিজরত করে আসার পর কিছুকাল হুযূরের 'আদ্দার' ও 'দারুল মসীহ্'-তে বসবাস করারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

একদিন মুফতী সাহেব গল্পচ্ছলে বল্লেন, আমেরিকা নেমে আমি দেখি রাস্তায় লিখা আছে "Keep to the Right"। আমি বল্লাম, এটাই তো **ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম**-এর ব্যাখ্যা। সর্বদা সরল সোজা পথে চলবে। এটা হ'ল আমাদের ইসলামের শিক্ষা।

একবার মুফতী সাহেব বল্লেন, আমেরিকায় বাজার দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় একটা দোকান চোখে পড়লো, নাম "Trinity Book shop"। আমি দোকানে ঢুকে একটা বই দেখলাম দাম ৩ পেন্স। তিনি দোকানের মালিক বা ম্যানেজারকে দাম দিতে গিয়ে ১ পেন্স দিলাম। সে অবাক হয়ে বললো, সেকি? দাম তো তিন ৩ পেন্স/শিলিং। মুফতী সাহেব হেসে বল্লেন, আপনারাই না বলেন; "তিনে এক, একে তিন" এই জন্যই তো দোকানের নাম রেখেছেন "Trinity Book shop"। দোকানদার বল্লো, সে তো ধর্মের ব্যাপারে, ব্যবসার ব্যাপারে নয়। মুফতী সাহেব হো হো করে হেসে গল্পটা শুনেছিলেন, আজও মনে পড়ে।

একদিন মুফতী সাহেব বল্লেন, লাহোরে আমি একটা লাইব্রেরীতে ঢুকলাম বইয়ের তালাশে। বন্ধ হয়ে যাবার সময় হয়ে গেছে, তাই দোয়া করলাম (তখন আমি তার চিন্তার গভীরতার কথা ভাবলাম) এই অল্প সময় আল্লাহ্ আমাকে এমন বই পাইয়ে দাও যদ্বারা আমি উপকৃত হ'তে পারি। তালিকা দেখে একটা বই আনতে বল্লাম। সেটা খুলেই যা দেখলাম তার অর্থ হলো ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর দর্শন লাভের জন্যে দোয়া। আমি আগ্রহ সহকারে লিখে নিলাম এবং দোয়ার নিয়্যতেই সে রাতে শোবার আগে দু' রাকাআত নফল নামায পড়ে এই দোয়া করে পাক কাপড় পাক বিছানার খেয়াল রেখে কোন কথা না বলে ডান পাশে শুয়ে পড়তে হবে। সেদিন রাতে বাড়ীতে গিয়ে খেয়াল করলাম বিছানা কাপড় হয়ত যথাযথ পবিত্র না-ও হ'তে পারে তাই কাল করবো। কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সেই রাতেই আল্লাহ্ আমার দিনের বেলার আন্তরিকভাবে দোয়া কবুল করলে আমি হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর প্রথম দর্শন বা যিয়ারৎ লাভ করি।"

আমাকেও দোয়াটা দিয়েছিলেন। আমার ডায়রীতে লিখে নিয়েছিলাম এবং মুখস্ত করেছিলাম। নিম্নে লিখে দিচ্ছি। আল্লাহ্ আমাদেরকে পূর্ণ শর্ত অনুযায়ী দোয়া করবার তৌফীক দান করুন ঃ

আল্লাহুমা ইন্নি আস্আলোকা বেজালালে ওয়াজ্হিকাল কারীম আন তুরিয়ানী ফি মানামি ওয়াজ্হা নাবিয়্যেকা মুহাম্মদীন সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম রোয়াতান্ তুকিররুবিহা আইনি ওয়া তাশ্রাহো বেহা সাদ্রী ওয়া তাজমাও বেহা শামলি ওয়া তুফাররিজু বেহা কুরবাতি ওয়া তাজমাও বেহা বায়নি ও বায়নাহু ইয়াওমাল্ কিয়ামাতে ফিদ্দারাজাতিল উলা সুম্মা লা তুফাররিকু বায়নি ওয়া বায়নাহু আবাদান ইয়া আরহামার রহেমীন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

হযরত মুফতী সাহেবের আর একটা ঘটনা আমার মনে আছে। আমাদের বাপজান ১৭ই জুন, ১৯৪৬ তারিখে কাদিয়ানে ইন্তেকাল করেন এবং হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) জানাযা পড়ালেন আর সদর আঞ্জুমানের দফতর বন্ধ ঘোষণা করা হ'ল। বাপজানের সৌভাগ্য যে, সাহাবী না হয়েও (এ আক্ষেপ তাঁর খুবই বেশী ছিল, তখ্তগাহে মসীহ্তে বসবাস করলেনই এই নিয়্যতে যে কাদিয়ানে মারা যাবেন এবং দাফন হবেন বেহেশ্তি মকবারাতে) সাহাবাদের সারিতে দাফন হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন হুযূর পুরনূরের (রাঃ) আদেশে। আব্দুর রহীম দার্দ সাহেব বলে উঠলেন ঃ

"চৌধুরী সাহেব পিছনে এসে এগিয়ে গেলেন"।

হুযূর (রাঃ) তাঁকে দেখার জন্য আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। বাপজান ভীষণ খুশী হয়েছিলেন এই সৌভাগ্যের জন্য। হুযূর (রাঃ) তাঁকে কমলালেবু খাওয়ালেন নিজ হাতে। দোয়াও করলেন।

বাপজানের মারা যাবার তৃতীয় দিন সকাল ১০টার দিকে মুফতী সাহেব (রাঃ) এসে যথারীতি চাশ্তের নামায পড়লেন নামাযের চৌকির উপরে। নামাযের পর কাগজ-কলম চাইলেন এবং নিম্নে দোয়ার কথাগুলো লিখে দিলেন ঃ "জনাব চৌধুরী আবুল হাসেম খান সাহেব মরহুমের জন্যে নামাযে দোয়া করার সময় মোহতরম চৌধুরী সাহেবের চেহারা দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলুন, আপনার কেমন কাটছে। বললেন, "গুফরান" অর্থাৎ ক্ষমা। শেষ পরিণতি ভাল করুন, পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিত করুন, আমীন, আল্হামদুলিল্লাহ্। আমরা এ সুখবর পেয়ে কি যে খুশী হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে তাঁর সুযোগ্য সন্তান হবার এবং আল্লাহ্র অসীম ক্ষমা পাবার সৌভাগ্য দান করুন ও আমাদের সকলের হাদী ও সঙ্গী হউন, আমীন।

আমার বিয়ের জন্য মুফতী সাহেব ইস্তেখারা করেছিলেন এবং সুখবর পেয়ে মাকে চিঠি দিয়েছিলেন। আমার বড় বোনের (আবেদা বেগমের) হাতে সেই চিঠির নকল আমার ডাইরীতে আছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এসব সাহাবীদের এক নজর দেখার সৌভাগ্যের সুবাদে আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঐশী সন্তুষ্টি ও আল্লাহ্তাআলার প্রকৃত ভালবাসা ভক্তিসহ ইবাদৎ ও তস্বীহ তক্বীর করার তৌফীক দান করুন।

হযরত মুফতী সাহেব আমার ডায়রীতে লিখে দিয়েছিলেন, দোয়া করার আগে ও পরে দুরূদ শরীফ পড়বেন। দুরূদ শরীফের বরকতে দোয়া কবুল হবার আশা করা যায় বেশী।

একবার আমার ডায়রীতে তিনি নিজ হাতে এক হাদীসের দোয়া লিখে দিয়েছিলেন, সকালে উঠে এই দোয়া পড়বেন ঃ

আল্লাহুম্মাএকসিম লানা মিন খাশইয়াতিকা মা তাহ্‌লো বেহী বায়নানা ওয়া বায়না মাসীকা, ওয়ামিন তায়াতেকা মা তুবাল্লেগোনা বেহী জন্নাতাকা। ওয়া মিনাল ইয়াকীনে মা তুহাওযোনী বেহী আলায়না মুসীবাতিদ্ দুনিয়া। ওমা মাত্তে'না বেআসমায়েনা ওয়া আবসারেনা ওয়া কুওয়াতেনা মা আহ্‌য়ায়তান ওয়াজ আলহুল ওয়ারেসা মিন্না। ওয়াজআল সারানা আলা মান যালামানা ওয়ানসুরনা আলা মান মান্দা ওলা তাজআল্ মুসিবা'তানা ফী দীনেনা ওলা তাজআলিদ্ দুনিয়া আকবারা হামেমনা ওয়ালা মাবলাগা ইলমেনা ওলা তুসাল্লিত আলায়না মাল্লা ইয়ারহামনা।

একদিন বাংলাদেশের কথা উঠলো। হযরত মুফতী সাহেব বল্লেন, "হাম তো আপকে বাঙ্গাল গায়ে থে। বিবাড়িয়া ভী গায়ে। ওহাঁ এক মাছলী মিলতী হ্যায় নাম উছকা পুছনে পার মালুম হুয়া 'কিছকী মাছলী' (বাংলাতে কেচকী মাছ বলে) হামনে কাহা 'জো খায়ে উছকী মাছলী"।

অর্থাৎ আমরা আপনাদের বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা মাছের নাম 'কিছকী'-কার মাছ? আমরা বল্লাম, যে খায় তার মাছলী– বলে খুব হাসলেন।

আমরা রাবওয়া যাবার কিছুদিন আগে হযরত মুফতী সাহেব রাবওয়াহ চলে যান। একবার তিনি রাবওয়া থেকে চিঠিতে জানালেন, গতকাল রাবওয়ায় খুব বৃষ্টি হয়েছে। এখানে সব বাড়ী-ঘর মাটির হওয়াতে আমার খুব ভয় হলো, বাড়ী-ঘর পড়ে না যায়। আমি দোয়ার দিকে মন দিলাম। ইলহাম হলো বুঝলাম, তূরের মত এই শহরেও আল্লাহ্‌র রহমত পাবে এবং সংরক্ষিত থাকবে। তখন সান্ত্বনা হলো। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একবার লাহোর থেকে মুফতী সাহেবকে লিখলেন, "অনেক চিঠির স্তুপ জমে গেছে আপনি এসে মোলাকাত করে যান এবং চিঠিগুলোর উত্তর লিখে দিয়ে যান। এই চিঠির Photo copy তিনি আমাকে তবারক হিসেবে রেখে দেবার উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। Cyclostyle করা ছিল খুবই পরিষ্কার আর পড়া যাচ্ছিলো।

একবার তিনি আমাকে নিজের বংশ লিখে দিয়ে আমার বংশ জানতে চাইলেন। আমিও দিয়ে ধন্য হ'লাম। আমার Diary-তে তিনি কয়েক বার নসীহৎ লিখে দিয়েছেন যে, হুযূরকে দোয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি দেবেন উত্তর পান আর না-ই পান। উত্তরের আশা করবেন না লিখে যাবেন।

হিজ্‌রতের পর আমরা দু' বছর প্রায় চিনিউটে (Chiniot) থাকি। হযরত মুফতী সাহেব সেখানে জুমুআয় মসজিদে একদিন বল্লেন, কুরআন শরীফে আছে ঃ

ইয়া আইয়ূ হান্নাবিও বাল্লিগ্ মা উন্‌যিলা ইলায়কা, ওয়া ইল্লাম তাফ্‌আল্ ফামা বাল্লাগ্‌তা রিসালাতাহু, ওয়াল্লাহো ইয়া'সিমোকা মিনান্নাস্, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্‌দিল্ কাওমাল্ কাফিরীন (৫ ঃ ৬৮)। অর্থাৎ হে রাসূল তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সেটাকে পৌঁছিয়ে দাও (সকল মানুষের কাছে)। যদি তুমি তা না কর তা'হলে তুমি আল্লাহ্ প্রদত্ত "রেসালতের" হক আদায়কারী বলে গণ্য হবে না। মনে রেখো এ পথে তোমাকে যত বিপদ-আপদের সম্মুখীন হ'তে হোক না কেন আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন এবং নিরাপদ রাখবেন।

এই আয়াত দ্বারা আমাদের নবী (সাঃ) একমাত্র "মাসুম" নবী প্রমাণিত হন। এই তফসীরটা এখনও আমার মনে আছে।

আমার বিয়ের পরও তিনি মেহেরবানী করে চিঠি দিয়েছিলেন এবং দোয়া করে জানাতেন। আল্লাহ্‌তাআলা এই মসীহ্‌র প্রিয় খাদেমকে এবং আমাদের মুহসেনকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দান করুন এবং আমাদেরকেও তাদের মত পবিত্র নেক ও দোয়াগো হবার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মাসুদা সামাদ

কবিতা ঃ ঘুম ভাংগার গান

অশান্ত ধরণীর এক প্রান্তে বসি
নিশী জেগে আজ ভাই।
নিরজনে একা মনে আমি
ঘুম ভাংগার গান গাই॥
কত কাল র'বে ঘুমে অচেতন
জাগো ওঠ ওরে তুমি।
ইমাম মাহ্‌দী এসেছে ধরায়
থেকো নারে আর ঘুমি॥
আকাশ বাতাস আলোক আঁধার
রবি শশী তারকাগণ।
কহিছে ডেকে জাগো ওঠ ত্বরা
ওহে ঘুমন্তগণ॥
নদ-নদী আর সিন্ধুর জল
মাহ্‌দীর কথা বয়ে।
ফিরিছে আজ দ্বারে দ্বারে সদা
শুভ সমাচার লয়ে॥

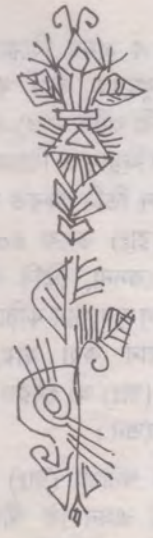

অলসতা ভরে ঘুমিও না আর
কহিছে মরুর ধূলি।
হেলায় হারিও না হেন পরম মানিক ধন
ধরণীর মায়াজালে ভুলি॥
আঁখি মেলে চেয়ে দেখ তুমি জাগিছে
ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকাবাসীগণ।
জাগো ওঠ, ত্বরা কহে বসুন্ধরা
ঘুম ভেংগে ওরে হও চেতন॥
ঈমানের পরীক্ষা আজ দিতে হবে ভাই
সময় নাহি বেশী আর।
পুলসিরাত দিতে হবে পাড়ি
নিতে হবে প্রত্যয়পত্র তার॥
হেন সুযোগ ওরে হেলায় হারিও না
রহিওনা আর ঘুমি।
ইমাম মাহ্‌দী এসেছে ধরায়
ডেকে কহে বিশ্বভূমি॥

–সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খদীজাতুল কুবরা (রাঃ)

বিশ্বে প্রথম যে মহিয়ষী মহিলা সত্য-ধর্ম ইসলামরূপ শিশুকে মাতৃ-স্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং প্রথম সত্য গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তিনি হলেন হযরত উম্মুল মু'মিনীন খদীজাতুল কুবরা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা। নবী সহধর্মীণী এ মহিলাকে হযরত জীবরাঈল **'সালাম'** দিয়েছেন আর তাঁর (রাঃ) সম্বন্ধে বলা আছে যে, তাঁকে বেহেশ্‌তে মতির তৈরী ঘরের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত খদীজার পিতার নাম খুওয়ালিদ বিন আসাদ আর মাতার নাম ফাতিমা বিন্‌তে যায়েদাহ্‌। তিনি কুরায়্‌শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিলো উম্মে হিন্দ। তাঁর (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিলো আবূ হালা হিন্দ বিন যারারাহ্‌ বিন নাবাশ এর সাথে। আবূ হালার ঘরে তাঁর (রাঃ) এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলো। পুত্রের নাম হিন্দ আর কন্যার নাম ছিলো যয়নাব। আবূ হালা মারা যাওয়ার পরে তাঁর(রাঃ) দ্বিতীয় বিয়ে হয় আতীক বিন আয়েযের সাথে। এ ঘরে তার আব্দুল্লাহ্‌ নামে একটি পুত্র জন্ম নেয়।

আতীকের মৃত্যর পরে তিনি দীর্ঘ দিন কোন বিয়ে-শাদী করেন নি। তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশের ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন এবং লোকদের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন। তাঁর জীবনে তিনি **'তাহেরা'** নামেও পরিচিত হন। শেষে তিনি হযরত নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্র-মাধুর্য ও সততার খবরে মুগ্ধ হয়ে নবুওয়তের কয়েক বছর পূর্বে তাঁকে (সঃ) বিয়ে করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

নবী করীম (সঃ) স্বীয় ভদ্রতা, সততা, বিশ্বস্ততা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। হযরত খদীজা (রাঃ) এসব যখন জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর (রাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানান। নবী করীম (সঃ)-এতে সাড়া দিলে তিনি তাঁকে (সঃ) প্রথম বারের মত ব্যবসা উপলক্ষ্যে সিরিয়া পাঠান। সঙ্গে পাঠান তার বিশ্বস্ত দাস মায়সরাহ্‌কে। এবার তিনি (সঃ) খুব বেশী লাভ করে ফিরে আসলেন। হযরত খদীজা মায়সরাহ্‌র নিকটে নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর (সঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

সিরিয়ার পথে নবী করীম (সঃ) একটি গাছের নীচে বিশ্রামের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে এক সন্ন্যাসী তাঁকে (সঃ) দেখে মায়সারাহ্‌র কাছে জানতে চাইলেন, এ লোকটি কে? মায়সারাহ্‌ বল্লো, তিনি মক্কার কুরায়শ বংশের একজন লোক। তখন সেই সন্ন্যাসী মায়সারাহ্‌কে জানালো যে, তাঁকে একজন নবী বলে মনে হয়। মায়সারাহ্‌ এ ঘটনাও হযরত খদীজাকে অবহিত করেন। ফলে তিনি আরও বেশী নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হন (আসাদুল গাবাহ্‌)।

হযরত খদীজা নফীসা নামক একজন মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর কাছে প্রেরণ করেন। নবী করীম (সঃ) জানালেন, আমার তো হাত খালি, বিয়ে করার মত টাকা-পয়সা নেই। তখন নফীসা তাঁকে জানালো, বিয়ে-শাদীতে আপনার কোন খরচ হবে না। আঁ হযরত (সঃ) চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে তখন স্বীয় মতামত দিলেন।

এ বিয়ের ব্যাপারে হযরত খদীজা (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর চাচা আমর বিন আসাদ অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আর নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষে ছিলেন তাঁর (সঃ) চাচা আবূ তালিব। এ সময়ে হযরত (সঃ)-এর বয়স ২৫ বছর আর হযরত খদীজার বয়স ৪০ বছর । এ বিয়েতে মোহরানা নির্ধারিত হয়েছিলো ৫০০ দিরহাম।

হুযূর (সঃ)-এর এ প্রথম বিয়েতে হযরত খদীজা অনেক ধুমধাম করে খানা-পিনার ব্যবস্থা করেন। নবী করীম (সঃ)-এর দুধ-মা হযরত হালীমা সা'দিয়াও এ বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। যখন তিনি ফেরত যান তখন হযরত খদীজা (রাঃ) তাকে ৪০টি বকরী উপহার দেন। কেননা, তিনি তাঁর প্রিয় স্বামীকে বাল্যকালে দুধ পান করিয়েছিলেন। এতদ্‌দ্বারা অনুমান করা যায়, হযরত খদীজাতুল কুবরা (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-কে কতখানি ভালবাসতেন।

পরে তো হযরত খদীজা (রাঃ) তাঁর সব সম্পদ দাস-দাসী এমন কি স্বীয় প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাস পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)-এর পদপ্রান্তে তাঁর ভালবাসার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করেছিলেন। এমন কি হযরত নবী করীম (সঃ)-এর সাথে ছায়ার মত সর্বদা তাঁর সেবায়ও তিনি নিয়োজিত থাকতেন, নবুওয়ত কুসুমের কচি-কোমল পাঁপড়িগুলো প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই যেন কোন কাঁটার খোঁচায় আঘাত প্রাপ্ত না হয়। নবী করীম (সঃ) হযরত খদীজার মতামত নিয়ে তাঁর ধন-সম্পদের অধিকাংশই গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেন। আর দাস-দাসীদেরকেও মুক্ত করে দেন। হযরত খদীজা (রাঃ) বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর স্বামীর সব কিছু মেনে নিয়ে তাঁর সাথে দরিদ্রের জীবন বেছে নেন। হযরত খদীজা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারিসকে (রাঃ) তিনি (সঃ) স্বাধীন করে দেন এবং পুত্ররূপে গ্রহণ করার ঘোষণা দেন।

হযরত (সঃ) সব সময়ই আল্লাহ্‌র অন্বেষায় ছিলেন। তাই হযরত খদীজার (সঃ) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পরে আঁ হুযূর (সঃ) খাওয়া-পরার চিন্তামুক্ত হলেন। আরম্ভ হলো দীর্ঘ ১৫ বছরের কঠিন সাধনা। হযরত খদীজা (রাঃ) কয়েকদিনের খাবার তৈরী করে দিতেন আর এ নিয়ে তিনি (সঃ) চলে যেতেন হেরা গুহায়। সেখানে সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন আর মানবতার মুক্তি কীভাবে আসবে এ ব্যাপারে চাইতেন তাঁর পথ-নির্দেশনা।

৬১০খৃষ্টাব্দের ২৪শে রমযান নবী করীম (সঃ) প্রথম সারা পেলেন তাঁর (সঃ) প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। প্রথম ওহী পেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এলেন। নবী সহধর্মীণী হযরত খদীজা সব ঘটনা শুনলেন আর তাঁকে (সঃ) সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, খোদার শপথ করে বলতে পারি তিনি কখনও আপনাকে ব্যর্থ করবেন না। 'আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করেন, তাদের বোঝা নিজে বহন করেন। যে চরিত্রগুণ এদেশ থেকে উঠে গেছে আপনি তা-ই প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন'। এরপরে তিনি তাঁকে (সঃ) তার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেলের নিকটে নিয়ে যান। ওরাকা

ছিলেন খৃষ্টান সন্ন্যাসী। তিনি যখন এ ঘটনার কথা শুনলেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, আপনার ওপরে সেই ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়েছেন যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন হযরত মূসার ওপরে (বুখারী)।

বলা হয় যে, ওয়ারাকা বিন নওফাল বলেছিলেন, এঁকে তার দেশবাসী দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে তার পার্শ্বে দাঁড়াবো। পরবর্তীতে এসম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।

হালীমা সা'দীয়ার দুধ পান করার পূর্বে নবী করীম (সঃ) কয়েকদিন আবূ লাহাবের দাসী সওরিয়ার দুধ পান করেছিলেন। কেননা, তখন আবূ লাহাবও হযরত নবী করীম (সঃ)-কে খুবই আদর করতো। এক সময় হযরত খদীজা (রাঃ) সওরিয়াকে তাঁর (রাঃ) নিকট বেঁচে দিবার জন্যেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু সে তা করে নি। তবে হুযূর (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে সে সওরিয়াকে স্বাধীন করে দেয়। নবী করীম (সঃ) মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে যতদিন সওরিয়া বেঁচে ছিলেন তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন ও উপহার-উপঢৌকন দিতেন। সওরিয়া ৭ম হিজরীতে মারা যান (আসাবা)।

নবী করীম (সঃ)-এর সব সন্তান-সন্ততিই হযরত খদীজার ঘরে জন্ম লাভ করেন কেবল হযরত ইবরাহীম (রাঃ) ব্যতিরেকে, যিনি হযরত মারিয়া কিবতিয়ার (রাঃ) ঘরে জন্ম গ্রহণ করে অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন। হযরত খদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত কাসিম, হযরত আব্দুল্লাহ্, হযরত যয়নাব, হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত ফাতিমা, কতক বর্ণনায় ছেলেদের সংখ্যা দু'জনের স্থলে ৮জন বলা হয়েছে (আস্ সিরাতুল হালবিয়া)। হযরত কাসিমের নামানুসারেই হুযূর (সঃ)-এর ডাক নাম হয়েছিলো আবুল কাসিম বা 'কাসিমের বাপ'।

আগের আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, হযরত খদীজা (রাঃ) সব সময় হুযূর (সঃ)-কে ছায়ার মত আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। মক্কার কাফিররা যখন কিছুতেই আঁ হযরতকে আল্লাহ্‌র দিন প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারলো না তখন তাঁকে (সঃ) ও তাঁর পরিবারের সকলকে শি'বে আবী তালেবে বা আবূ তালিবের উপত্যকায় অবরুদ্ধ (বয়কট) করে রাখে।

এ অবস্থা আড়াই/তিন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এসময়ও হযরত খদীজা নবী করীম (সঃ)-এর পাশে ছায়ার মত ছিলেন। যখন এ অবস্থার নিরসন হ'লো তখন হযরত খদীজা বেঁচে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত আবূ তালিবও এ নির্বাসনে হযরত (সঃ)-এর সাথী ছিলেন এবং মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই মারা যান। হযরত খদীজা (রাঃ)ও তার মৃত্যুর ৩দিন পর আঁ হুযূর (সঃ)-কে একা রেখে চিরদিনের মত এ দুনিয়া ত্যাগ করেন। তখন ছিলো রমযান মাস। তাঁর (রাঃ) বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর। সময়টা ছিলো মদীনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী। ইসলামের ইতিহাসে এ বছরটি অর্থাৎ নবুওয়তের দশম বছরটি **আমউল হুযন** অর্থাৎ দুঃখের বছর হিসেবে স্মরণ করা হয়।

হযরত খদীজা (রাঃ)-কে মক্কার হুজুন নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর কবরে অবতরণ করেন এবং নিজ হাতে তাঁকে (রাঃ) দাফন করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর জানাযার নামায পড়ানো হয় নি। কেননা, নামাযে জানাযার ব্যাপারে তখনও আদেশ জারী হয় নি (আসাবা)।

হযরত খদীজা (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় নবী করীম (সঃ) অন্য কোন বিয়ে করেন নি। আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে তিনি ২৫ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম আঁ হযরত (সঃ)-এর ওপরে ঈমান আনেন। এজন্যে তাঁকে **'মুসাল্লামাতুল উলা'** প্রথম মুসলিম মহিলা উপাধি দান করা হয় (আসাবা)।

বদরের যুদ্ধে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর কন্যা যয়নাবের স্বামী আবুল আস বিন রবি' বন্দী হয়। সে তখন কাফির ছিলো। সে ছিলো হযরত খদীজার (রাঃ) বোন হালার পুত্র। হযরত যয়নাব স্বীয় স্বামীকে কয়েদমুক্ত করার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে তার গলার হার পাঠান। এ হার তার মা হযরত খদীজা (রাঃ) তাঁকে বিয়ের সময় উপহার দেন। হযরত নবী করীম (সঃ)-এ হার দেখে চিনতে পারলেন। এতো খদীজার হার! তাঁর (সঃ) চোখ বেয়ে অশ্রু নামলো। সাহাবা (রাঃ)-দেরকে বল্লেন, যদি চাও তো ইহা যয়নাবকে ফিরিয়ে দাও। সাহাবারা তখনই ইহা ফিরিয়ে দিলেন। আঁ হযরত (সঃ) এ শর্তে হার ফিরিয়ে দিলেন যেন আবুল আস মক্কায় ফিরে গিয়ে যয়নাবকে তাঁর (সঃ) নিকট পাঠিয়ে দেয়। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যয়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয় এবং কিছুদিন পরে সে-ও মুসলমান হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর (সঃ) সব সময়ই হযরত খদীজার বোন হালা মদীনায় আঁ হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। আঁ হযরত (সঃ) উঠানে তার ডাক শুনে খদীজার ডাকের মত মনে করে বিচলিত হতেন। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আপনি কুরায়শ বুড়ী মহিলার কথা কেন স্মরণ করেন। আল্লাহ্ তো আপনাকে তার চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। এতে আঁ হযরত (সঃ) খুব অসন্তুষ্ট হলেন আর বল্লেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে দেন নি। খদীজা সেই সময় আমার প্রতি ঈমান আনে ও আমার পার্শ্বে দাঁড়ায় যখন সারা আরব আমাকে মিথ্যেবাদী আখ্যায়িত করে। আমি সন্তানাদিও তার দিক থেকেই পেয়েছি (বুখারী, মুসলিম)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, আর কখনও হযরত খদীজা (রাঃ)-এর কথা বলবো না।

নবী করীম (সঃ) যখনই কুরবানী করতেন তখন তাথেকে হযরত খদীজার বান্ধবীদের উপহার দিতেন। একবার তিনি বল্লেন, খদীজার প্রিয় লোকেরা আমারও প্রিয় (আসাবা)।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত খদীজার (রাঃ) ইন্তেকালের ১০ বছর পার হয়ে গেছে। তখনও হযরত খদীজা (রাঃ)-এর কথা তাঁর (সঃ) স্মরণে এসেছে। তাঁর বসবাসের জন্যে তিনি ঐ স্থান পসন্দ করেন যা ছিলো হযরত খদীজার (রাঃ) কবরের নিকটবর্তী একটি স্থান। সেখানেই তাঁর (সঃ) জন্যে তাবু রচনা করা হয় (তারাবী)।

[দৈনিক আল্ ফযলে প্রকাশিত মোকার্‌রম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেবের প্রবন্ধেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে]।

– সাদেকা রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্যানাডার ২৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

ক্যানাডার সুপরিচিত অর্থমন্ত্রী মাননীয় পলমার্টিন (Paul Martin) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর লেখা থেকে নিম্নোক্ত কথা কয়টি উদ্ধৃত করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে সম্মানিত করেন ঃ

'হযরত আহমদ দাবী করেন, বর্তমান যুগে স্থানের দূরত্ব যখন কমে এসেছে আর যখন সকল বিশ্বাসের অনুসারীরা পবিত্র শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে, তখন সমগ্র মানব জাতিকে এক-অদ্বিতীয় সত্য খোদার সাথে নিকটবর্তী-সম্পর্ক পুনস্থাপন করার আহ্বান জানানোর জন্য তাকে প্রেরণ করেছেন। মানুষের শান্তি লাভ করার জন্যে এটাই একমাত্র পথ হয়ে থাকবে। অন্য সকল পথ, এর সাথে বিরোধপূর্ণ, কেবলমাত্র অস্থিরতা, বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পৃথিবী নানা প্রকার দৈব-দুর্যোগের শিকার হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এ আহ্বানে সাড়া দেয়'।

জনাব মার্টিন এ অনুচ্ছেদটি পাঠ করার পরে একজন পেশাগত রাজনীতিবিদ হিসেবে জোর দিয়ে ঘোষণা করেন, "বুঝেছি! ইহা ১৮৮৯ সনে একজন ঐশী-মানব কর্তৃক লিখিত, বস্তুতই যদি পৃথিবী তাঁর এ বাণী শুনতো তা'হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধ, কোন যুদ্ধই হতো না"। তিনি আরও বলেন, **"আমি জাপানে G7 ফাইন্যান্স মিনিষ্টারস্ কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছি আর সেখানে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করবো।"**

'বায়তুল ইসলাম' মসজিদের উত্তরে 'শান্তি পল্লী'-এর একটি দৃশ্য। এখানে অল্প দূরে দূরে আহমদীয়াদের ১৫০ খানা বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। মনে করা হয় উত্তর আমেরিকায় এটি এ জাতীয় প্রথম কার্যক্রম। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে গোটা জামাত এখানে ইসলামী সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। একটি পাশ্চাত্য শহরের অভ্যন্তরে ইহা একটি ইসলামী শহর।

ক্যানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জো ক্লার্ক (JOE CLARK) তাঁর ভাষণে বলেন, "আপনাদের আন্দোলনের ঐতিহ্য হ'লো ইহা নিশ্চিৎ করা যে, আমরা ঐসব বড় বড় মতভেদগুলোকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি যার ওপরে ভিত্তি করে আপনাদের আন্দোলনের শুরু আর এ দেশেরও অগ্রযাত্রা শুরু। আফ্রিকার মানব সেবা ও শিক্ষা-সেবায় যে বিরাট অবদান রাখছে জনাব ক্লার্ক সেজন্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ক্যানাডা জামাতের ২৪তম সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন (ছবি প্রচ্ছদের ২য় পৃষ্ঠায়) ঃ

প্রথম সারি ঃ (বা দিক থেকে) মাননীয় **এলিনর ক্যাপলান**, মিনিষ্টার অব সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন, মাননীয় **টনী ক্লেমেন্ট**, প্রোভিনশিয়াল মিনিষ্টার অব হাউজিং এন্ড মিউনিসিপাল এফেয়ার; মাননীয় **জো ক্লার্ক**, ক্যানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভ পার্টির নেতা, মাননীয় **পল মার্টিন**, ফেডারেল মিনিষ্টার অব ফাইন্যান্স, **চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব ও জনাব আব্দুল আযীয খলীফা**, এডিশনাল আমীর অব এ এম আই, ক্যানাডা। **দ্বিতীয় সারি ঃ** (ডান থেকে) হিজ ওয়ারশিপ **ডোনাল্ড কাউসেনস**, মারখাম সিটির মেয়র (চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবের পেছনে)

(ক্যানাডা জামাতের ২৪তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে প্রেস বিজ্ঞপ্তির বঙ্গানুবাদ)।

– নির্বাহী সম্পাদক

মিসিসাওয়া (Mississauga)ভিত্তিক (ইহা বৃহত্তর টরন্টো এলাকার নিকটবর্তী একটি শহর) কম্পিউটার ইন্সটিটিউটে আহমদী ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন ক্যানাডাস্থ জামাতের জাতীয় কম্পিউটার কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ডানিয়াল খান।

আনসারুল্লাহ্ বুলেটিনের ইজতেমা সংখ্যা

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 'আনসারুল্লাহ্' বুলেটিনের ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০০) সংখ্যা **'ইজতেমা সংখ্যা'** হিসেবে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

বাংলাদেশের আনসার ভাইদের নিকট থেকে আনসারুল্লাহ্ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধাদি আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ২৫শে অক্টোবর-২০০০ এর মধ্যে খাকসারের নিকট তা পৌছুতে হবে।

আমরা বাংলাদেশে আনসারুল্লাহ্র ইতিহাস সংকলন ও সংরক্ষণ করতে আগ্রহী। সুতরাং এ প্রসঙ্গেও আনসারুল্লাহ্ ভাইদের নিকট থেকে তথ্য আহ্বান করছি। যারা সত্বর তথ্য সরবরাহ (বিশেষ বিশেষ ছবি সহ) করে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন আমরা তাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক
'আনসারুল্লাহ' বুলেটিন

সংবাদ

আহমদী মুসলিম জামাতের রাজশাহী দক্ষিণ আঞ্চলিক তা'লীম-তরবিয়তী ও জামাতী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন আমীরে কাফেলা

আঞ্চলিক তালী'ম তরবীয়তি কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী

মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত ও বার্ষিক ক্যালেন্ডারের কর্মসূচী অনুযায়ী এবং রাজশাহী দক্ষিণ অঞ্চল ও খুলনা অঞ্চলের প্রেরিত কর্মসূচী মোতাবেক মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে ৬, ৭ অক্টোবর রাজশাহী দক্ষিণ অঞ্চলে এবং ৭, ৮ অক্টোবর খুলনা আঞ্চলিক তা'লীম-তরবিয়তী ও জামাতী কর্মশালা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সার্বিক কামিয়াবীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ

৬/১০/২০০০ইং সন্ধ্যায় হুযূর (আইঃ)-এর খুতবার পর রাজশাহী দক্ষিণ আঞ্চলিক তা'লীম-তরবিয়তী ও জামাতী কর্মশালার উদ্বোধন করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। পবিত্র তেলাওয়াতে কুরআনের পর তা'লীমের গুরুত্ব ও তরবিয়তের গুরুত্বের উপর যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, সেক্রেটারী তা'লীম ও মোহাম্মদ আবদুল জলিল, সেক্রেটারী তরবিয়ত এবং সম্প্রতি লন্ডন জলসার পর আগত মাওলানা বশীরুর রহমান হুযূর (আইঃ)-এর নসিহতের উপর এবং শেষে সভাপতি হিসাবে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ আলোচনা করেন। এরপর রাত ১০টা পর্যন্ত বিভিন্ন জামাত থেকে আগত প্রেসিডেন্ট /প্রতিনিধি, আনসারুল্লাহ্ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকর্তাদের সংক্ষিপ্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের সাংগঠনিক বিভিন্ন কার্যক্রম, ওসীয়্যত, বাজেট, চাঁদা আদায় এবং তা কেন্দ্রে পাঠানো, তা'লীম-তরবিয়তের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের পর নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২-এর সভাপতিত্বে বগুড়া জামাতের মজলিসে আমেলার সাথে মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহীর এ অঞ্চলের তা'লীম-তরবিয়তী ও কর্মশালায় বগুড়া, গাইবান্ধা, মাহিগঞ্জ, নিউসোনাতলা, মেরীগাছা, পুরুলিয়া, মহারাজপুর, (নাজিরপুর), ঈশ্বরদী জামাত হতে মোট ৩৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খুলনা আঞ্চলিক তা'লীম-তরবিয়তী ও জামাতী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

❑ ৭/১০/২০০০ইং তারিখ সন্ধ্যার পর খুলনা আঞ্চলিক তা'লীম-তরবিয়তী কর্মশালার উদ্বোধন করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ পবিত্র তেলাওয়াতে কুরআনের পর তা'লীমের গুরুত্ব ও তরবিয়তের গুরুত্বের উপর যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সেক্রেটারী তা'লীম ও মোহাম্মদ আবদুল জলিল, সেক্রেটারী তরবিয়ত এবং সম্প্রতি লন্ডন জলসার পর আগত মাওলানা বশীরুর রহমান হুযূর (আইঃ)-এর নসিহতের উপর, মালী কুরবানীর উপর এডিশনাল সেক্রেটারী মাল জনাব আবদুস সাত্তার এবং শেষে সভাপতি হিসাবে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ আলোচনা করেন।

খুলনা আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জামাত থেকে আগত প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ

৮/১০/২০০০ইং সকাল ৯ঘটিকায় তা'লীম-তরবিয়তী কর্মশালার সমাপ্তি অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে এতায়াতে নেযাম, জামাতের সাংগঠনিক কার্যক্রম, নেযামে ওসীয়্যতের উপর যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সেক্রেটারী তা'লীম ও মোহাম্মদ আবদুল জলিল, সেক্রেটারী তরবিয়ত আলোচনা করেন পরে বিভিন্ন জামাত হতে আগত মোট ৪জন আমীর/প্রেসিডেন্ট বক্তব্য পেশ করেন এবং শেষে সভাপতি হিসাবে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ বক্তব্য রাখেন।

এ কর্মশালায় এ অঞ্চলের ৯টি জামাত হতে ৫জন আমীর/প্রেসিডেন্টসহ মোট ১২৩ জন জামাতের কর্মকর্তা ও নও মুবায়েঈন যোগদান করেন। এর মধ্যে মজলিসে আনসারুল্লাহ ৮টি, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ৭টি, নও-মুবায়েঈন ১০জন, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ৫০জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ অঞ্চলে ব্যাপক বন্যার মধ্যেও এ কর্মসূচী আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ব্যাপক সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ত্রাণ কার্যক্রম ঃ

৭-১০-২০০০ বিকেল ৫টায় কেন্দ্র থেকে আগত নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২-এর সভাপতিত্বে খুলনায় আগত বিভিন্ন জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টদের সাথে সম্প্রতি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিষয়ে এক জরুরী সভায় মিলিত হন। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যেই কেন্দ্র থেকে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ জনাব গিয়াসউদ্দিন সাহেব টেলিফোনে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২-এর সাথে আলোচনা করেন এবং জরুরী ভিত্তিতে কেন্দ্র থেকে মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে বন্যা দুর্গত আহমদী এবং সংশ্লিষ্ট অ-আহমদীদের সাহায্যের জন্য সাময়িকভাবে ৩২ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করেন।

অপরদিকে সুন্দরবন মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা জনাব আবূ কাওসার জানান যে, সাতক্ষীরা অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা শুরুর প্রাক্কালে সুন্দরবন জামাতের উদ্যোগে বন্যা দুর্গত লোকদের যথাসম্ভব সাহায্য করার জন্য ৪৪ জন অ-আহমদীসহ ১০৩ জনকে সুন্দরবন জামাতে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তরিত করেন। এর মধ্যে অধিকাংশ শিশু-নারী। এদের সকলকে তারা খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা দিয়ে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় যশোর, মেহেরপুর, সাতক্ষীরাসহ বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ সাহায্য কার্য পরিচালনার জন্য এডিশনাল সেক্রেটারী মাল জনাব আবদুস সাত্তার সাহেবকে আহবায়ক ও খুলনা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেবকে সদস্য-সচিব করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। এ কমিটি এতদঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য অবগত হয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন এবং নিয়মিত ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে রিপোর্ট করবেন।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, রাজশাহী রিজিওন (১)-এর ৫ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত

৬/১০/২০০০ইং ভোর তাহাজ্জুদ নামায থেকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র রাজশাহী-১ রিজিওনের ৫ম বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে আহাদ পাঠ পরিচালনা ও উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, সদর-আনসারুল্লাহ্ ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন রিজিনাল নায়েম অধ্যাপক রজিব উদ্দিন। এরপর কুরআন তেলাওয়াতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৩:৩০মিঃ সমাপনি অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াতের পর আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পকে বলেন এডিশনাল কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, তরবীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। এরপর পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন সদর, আনসারুল্লাহ্ মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। ইজতেমার অন্যান্য কার্যক্রম মাগরেব পর্যন্ত চলে। এতে বগুড়া, গাইবান্ধা, মাহিগঞ্জ, নিউসোনাতলা, মেরীগাছা, পুরুলিয়া, মহারাজপুর, (নাজিরপুর হালকা), ঈশ্বরদী মজলিস হতে মোট ৩৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ খুলনা রিজিওন-এর ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

৭/১০/২০০০ইং বিকাল সাড়ে তিনটায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ খুলনা রিজিওনের ২য় বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৮/১০/২০০০ দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা, বিকেল ২:৩০ মিঃ ইজতেমার সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য, কার্যক্রম সম্পর্কে যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, সেক্রেটারী তা'লীম ও এডিশনাল কায়েদ উমুমী, মোহাম্মদ আবদুল জলিল,

সেক্রেটারী তরবিয়ত ও কায়েদ উমুমী এবং সভাপতি হিসাবে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বক্তব্য রাখেন।

উক্ত ইজতেমায় খুলনা, সুন্দরবন, রঘুনাথপুর বাগ, সরফরাজপুর, যশোর, নাসেরাবাদ,

উথলী, শৈলমারী ও ঘরিলাল থেকে ৬৫ জন আনসার, ১০জন নও মোবাইন, ৩৭ জন খোদ্দাম ও ১২ জন আতফাল সহ সর্বমোট ১২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে ৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে ঘৃণিত মৌলবাদীদের বোমা হামলায় শাহাদতবরণকারী ও আহতদের স্মরণে স্মৃতি চারণ ঃ

গত ১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর দুষ্কৃতকারী মৌলবাদীদের বোমা হামলায় শাহাদতবরণকারী ও আহত ভাইদের স্মরণে স্মৃতি চারণ করেন সেদিনের আহত ভাই গাজী ওমর ফারুক, জনাব আবদুর রাজ্জাক ও খুলনা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেব। সর্বোপরি শাহাদত বরণকারী সুন্দরবন জামাতের সর্বস্তরের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে আবেগাপ্লুত বক্তব্য রাখেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ইজতেমা, শূরা ও দাঈআনে ইলাল্লাহ্ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ২৪তম বার্ষিক ইজতেমা ৭ই অক্টোবর রোজ শনিবার ২০০০ইং তারিখে আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি লাজনা (সংগঠন) থেকে প্রায় মোট ৫৫৪ জন সদস্যা কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন মোহতারেমা মাকসুদা রহমান সাহেবা, সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্, প্রধান অতিথি মোহতারেমা সামিয়া তারেক নায়েব সদর, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং বিশেষ অতিথি মোহতারেমা মরিয়ম খাতুন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দোয়া এবং আহাদ নামা পাঠ পরিচালনা করেন সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। বার্ষিক সাধারণ রিপোর্ট পাঠ করেন মিসেস হোসনে আরা তাসাদ্দক জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বার্ষিক অর্থ রিপোর্ট পাঠ করেন মিসেস মরিয়ম সুলতানা, সেক্রেটারী মাল বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্।

"আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় নসীহতমূলক বাণী" সম্বন্ধে আলোকপাত করেন মিসেস মাকসুদা রহমান, সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্, "আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান সমূহ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন মিসেস সাদেকা হক সাহেবা। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তবলীগি কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন মিসেস আনোয়ারা মুস্তাফিজ। বিভিন্ন জামাত থেকে আগত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও প্রতিনিধিগণ তাদের পরিচিতি প্রদান করেন।

মোহতারেমা মাসুদা সাহেবার লিখিত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু দোয়া ও উপদেশাবলী পাঠ করে শোনান মিসেস সামিয়া তারেক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করেন মিসেস হোসনে আরা তাসাদ্দক।

এর পর কুইজ প্রতিযোগিতা হয় ধর্মীয় জ্ঞানের উপর। সবশেষে ধর্মীয় পুস্তকের উপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভানেত্রীর ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্য সমাপ্ত হয়।

ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী লাজনা সংগঠনগুলোর নাম ঃ ১। ঢাকা, ২। মীরপুর, ৩। নারায়ণগঞ্জ, ৪। ঈশ্বরদী, ৫। নরসিংদী, ৬। কানাইনগর, ৭। বগুড়া, ৮। ভাতগাঁও, ৯। আহমদনগর, ১০। পটুয়াখালী, ১১। সুন্দরবন, ১২। সৈয়দপুর, ১৩। খুলনা, ১৪। তেবাড়ীয়া (নাটোর), ১৫। পুরুলিয়া, ১৬। রাজশাহী, ১৭। মহারাজপুর, ১৮। চট্টগ্রাম, ১৯। কটিয়াদী, ২০। দূর্গাপুর, ২১। তালশহর, ২২। নাটাই, ২৩। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ২৪। ময়মনসিংহ, ২৫। মুন্সিগঞ্জ, ২৬। তারুয়া, ২৭। উত্তর বাহেরচর, ২৮। রংপুর, ২৯। গাজীপুর, ৩০। আহমদনগর (পঞ্চগর), ৩১। আখাউড়া, ৩২। উথলী, ৩৩। কুমিল্লা, ৩৪। তেজগাঁ, ৩৫। ঢাকা, ৩৬। ফাজিলপুর (ফেনী)।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ এর ৭ম মজলিসে শূরা ঃ ৮ই অক্টোবর ২০০০ইং

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শূরার অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর শূরার কার্যক্রম শুরু হয়। গত বছরের শূরায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি যেগুলি হুযূর (আইঃ)-এর অনুমোদন লাভ করেছে তার কার্যকারিতা এবং এ বছর বিভিন্ন মজলিস থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হয় এবং তা হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে অনুমোদন এর জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইভাবে ১৯৯৯ -২০০০ সনের বাজেট এবং তার কার্যকারিতা পাঠ করে শোনান হয়। ২০০১ সনের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা হুযূর (আঃ)-এর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ৩য় দাঈআনে ইলাল্লাহ্‌র ট্রেনিং প্রোগ্রাম

৯ই অক্টোবর, ২০০০ইং ভোর ৪টায় ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে এই ট্রেনিং ক্লাস শুরু হয়। এই তাহাজ্জুদের নামাযে সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্, নায়েব সদর, জেনারেল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী মাল এবং বিভিন্ন জামাত থেকে আগত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, প্রতিনিধি সহ মোট ৯২ জন উপস্থিত ছিলেন। ফজরের নামাযের পর, উদ্বোধনী দোয়া করান মিসেস মাকসুদা রহমান, সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্, কুরআন তেলাওয়াত ক্লাস, তরজমাতুল কুরআন, হাদীস ক্লাস, খতমে নবুওয়ত সাদাকাতে মসীহ্ (আঃ), ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন, তবলীগের গুরুত্ব ও কর্তব্য, তবলীগী মসলা মাসায়েল ঃ তবলীগী কাজে ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেন যথাক্রমে মিসেস নাসেরা সাদেক, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌলানা সালেহ্ আহমদ, মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক, জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, মোহতারেমা মাকসুদা রহমান, মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মিসেস আনোয়ারা মুস্তাফিজ (নায়েব সদর) তবলীগ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি তার দ্বারাই পরিচালিত এই ট্রেনিং ক্লাসে প্রায় ২০০ জন অংশ গ্রহণ করেন।

হোসনে আরা তাসাদ্দক
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ

রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতিমা অনুষ্ঠিত

রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতিমা গত ২২/৯/২০০০ইং এবং ২৩/৯/২০০০ইং রংপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ইজতিমায় লিখিত পরীক্ষা কুরআন তেলাওয়াত, বক্তৃতা, নযম প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত ইজতিমায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

৬/১০/২০০০ইং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রংপুর, শ্যামপুর এবং মাহিগঞ্জ মিলে দ্বি-বার্ষিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে লিখিত পরীক্ষা সহ কুরআন তিলাওয়াত, বক্তৃতা, নযম, খেলাধূলায় উত্তীর্ণদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইজতিমায় বাংলাদেশ জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ জন খোদ্দাম এবং আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ তারকুজ্জামান (বুলু)
প্রেসিডেন্ট,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুর

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌-এর বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন

গত ১৩ ও ১৫ আগষ্ট ২০০০ চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। ইজতেমায় প্রায় ১৬০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মিসেস মুখতার বানু
চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি

৮ম রিজিওনাল তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস ও ১৯তম রিজিওনাল ইজতেমা সম্পন্ন

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম, সিলেট রিজিওনের ৮ম বার্ষিক রিজিওনাল তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাস গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হতে ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০০ইং এবং ২১ ও ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯তম রিজিওনাল ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়া মসজিদে বাশারতে সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত মোহতরম আব্দুল জলিল সাহেব এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোহতামীম তরবিয়ত খন্দকার বেনজির আহমদ সাহেব উপস্থিত হয়ে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

আতফাল সম্মেলনে 'নানা ভাই' আতফালকে নসীহত করছেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মোহতামিম সাহেবকে আলোচনারত দেখা যাচ্ছে।

ওয়াকফে নও ও আতফাল সমাবেশ অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সকল ওয়াকফে নও শিশুদের পুরস্কৃত করা হয় এবং তাদের মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এস এম ইব্রাহীম, সেক্রেটারী
তালীম ও তরবিয়তি ক্লাস ও ইজতেমা কমিটি-২০০০

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর ২৯তম সালানা ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত

গত ১১ই নভেম্বর, ২০০০ সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সকাল ৯-১৫মি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইজতেমার উদ্বোধন করে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শতাব্দীর শেষ ইজতেমায় দেশের বিভিন্ন মজলিস থেকে কয়েক শ' খাদেম ও আতফাল যোগদান করে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদিসহ খেলাধূলার প্রতিযোগতায় ইজতেমা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। ১৩ তারিখ বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মজলিসের সদর ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খানের সভাপতিত্বে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব এতে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন।

শুক্রবার বাদ মাগরিব বাংলাদেশ আতফালুল আহমদীয়ার মোহতামিম বেলাল আহমদ তুষার-এর সভাপতিত্বে ১২তম আতফাল সম্মেলন-২০০০ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ মুতিউর রহমান 'নানা ভাই' ও সদর মজলিস ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান। সকলেই আতফালের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। উপস্থিত সকলের মধ্যে ক্রেষ্ট ও টফি বিতরণ করা হয়। মোহতামিম সাহেবের পরিচালনা ও উপস্থাপনায় সোনামণিদের এ অনুষ্ঠানটি খুবই প্রাণবন্ত ছিলো।

- আহমদী বার্তা

'হাফেযে কুরআন' আবশ্যক

আসন্ন পবিত্র রমযান মাসে দারুত তবলীগ, মিরপুর ও নাখালপাড়া মসজিদে খত্‌মে তারাবী পড়ানোর জন্যে ৩ (তিন) জন আহমদী 'হাফেযে কুরআন' আবশ্যক।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সনদপত্র সহ আগামী ৩১ শে অক্টোবর, ২০০০ এর মধ্যে খাকসারের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হলো।

ইনামউল্লাহ সিকদার
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

শুভ বিবাহ

বিগত ২৭-৯-২০০০ রোজ বুধবার বাদ মাগরেব আমার মেয়ে আমাতুননূর (তনু)-এর বিয়ে ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে জনাব মাহ্‌বুবুর রহমান, পিতা জনাব মাহ্‌তাব উদ্দিন, পাওয়ার হাউজ রোড, বি-বাড়ীয়ার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। মৌঃ মজিদুল ইসলাম (মোয়াল্লেম) সাহেব বিয়ের এলান করেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত বিবাহ উভয় পরিবারের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী, মোয়াল্লেম

সন্তান লাভ

গত ২৪-৯-২০০০ইং রোজ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঃ ১৫ মিনিটে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। নবজাতিকা ও তার মা উভয়ের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূর জন্য সকলের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি। উল্লেখ থাকে যে, নবজাতক মরহুম মৌলানা এ,কে, এম মুহিব্বুল্লাহ সাহেবের নাত্‌নী।

নাসের আহমদ পাটোয়ারী
দেহাতী মোয়াল্লেম , চরদুখিয়া

শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সাথে জানান যাচ্ছে যে, গত ২৪-৯-২০০০ইং রোজ রবিবার আমার স্ত্রী মোসাঃ ফাতেমা বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)। তিনি মৃত্যুর সময় পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। মহান আল্লাহ্‌তাআলা যাতে মরহুমার রূহের মাগফেরাত ও আমাদের পরিবারবর্গকে সাবরে জামীল দান করেন সে জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোঃ সিদ্দিক মিয়া
উত্তর বাহের চর

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে অলিম্পিকের ২৭তম আসরের সমাপ্তি

১৮৯৬ সনে মঁসিয়ে কুবার্ডিনের হাতে অলিম্পিক পুনর্জীবন লাভ করেছিলো গ্রীসে। এর ২৭তম অনুষ্ঠান গত ১৫-৯-২০০০ তারিখে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরম্ভ হয় অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে। গত ০১-১০-২০০০ তারিখে অভূতপূর্ব বর্ণিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে।

এবারকার অলিম্পিকই সবচে' সেরা ও সার্থক অলিম্পিক গেমস। ২৮৮টি ইভেন্টে ২০০টি দেশের প্রায় ১০ সহস্রাধিক প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়।

পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র ৩৯টি স্বর্ণ, ২৫টি রোপ্য ও ৩৩টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে শীর্ষ তালিকায় স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে রাশিয়া এবং তৃতীয় হয়েছে চীন। উল্লেখ্য বাংলাদেশও এতে অংশগ্রহণ করেছিলো।

- আহমদী বার্তা

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, নারায়ণগঞ্জ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, নারায়ণগঞ্জের সারা দিনব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় নায়েব সদর মোহাম্মদ মুতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন। জনাব মোস্তফা পাটওয়ারীর সভাপতিত্বে দু'টি পর্বে ইজতেমার কাজ সম্পন্ন হয়। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া, প্রাক্তন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ও এ কে এম খুরশিদ আহমদ, রিজিওনাল নাযেম, ঢাকা রিজিওন। বিকালে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

- আহমদী বার্তা

পাক্ষিক আহমদী
১৯৩৮ সাল হতে প্রকাশিত প্রাচীনতম বাংলা পাক্ষিক
আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের মুখপত্র

The Fortnightly AHMADI
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh
Telephone : 9662703 Fax : 880-2-8613414

গ্রাহক তথ্যাবলী ঃ

- ❑ আপনি কি **'পাক্ষিক আহমদী'**র পুরাতন গ্রাহক ? হ্যাঁ / না। 'হ্যাঁ' হলে আপনার চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ কিনা ? না থাকলে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আপনার বকেয়া চাঁদা (বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ), ভারতে টাঃ ২০০/= এবং অন্যান্য দেশের জন্য $ ১০০ মার্কিন ডলার (100 US $) হিসাবে) মনিঅর্ডার যোগে বা ডিডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ গ্রাহক হতে ইচ্ছুক নির্ভুল ঠিকানা সহ উপরোক্ত হারে গ্রাহক চাঁদা পাঠালে **পাক্ষিক আহমদী** নিয়মিত পাঠানো হবে।
- ❑ কোন গ্রাহক **'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পাচ্ছেন না এমন ক্ষেত্রে চাঁদা পরিশোধের তারিখসহ রশিদ নং এবং অন্য কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ দেশে এবং বিদেশের সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমরা পাক্ষিক আহমদীতে ছাপানোযোগ্য লেখা/ছবি/ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি **'বার্তা সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪ 'News Editor, **Fortnightly The AHMADI,** 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Fax : 880-2-8613414 Bangladesh এ ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- ❑ ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ পাক্ষিকের চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

গ্রাহকের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ঃ

নাম ঃ .....

গ্রাম ঃ .....

ডাকঘর ঃ ..... (পোষ্ট কোড নং) .....

জেলা ঃ .....

** বহির্দেশের গ্রাহকদের বেলায় ঠিকানা ইংরেজীতে লেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।*

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.
CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 7th Issue

October 15, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

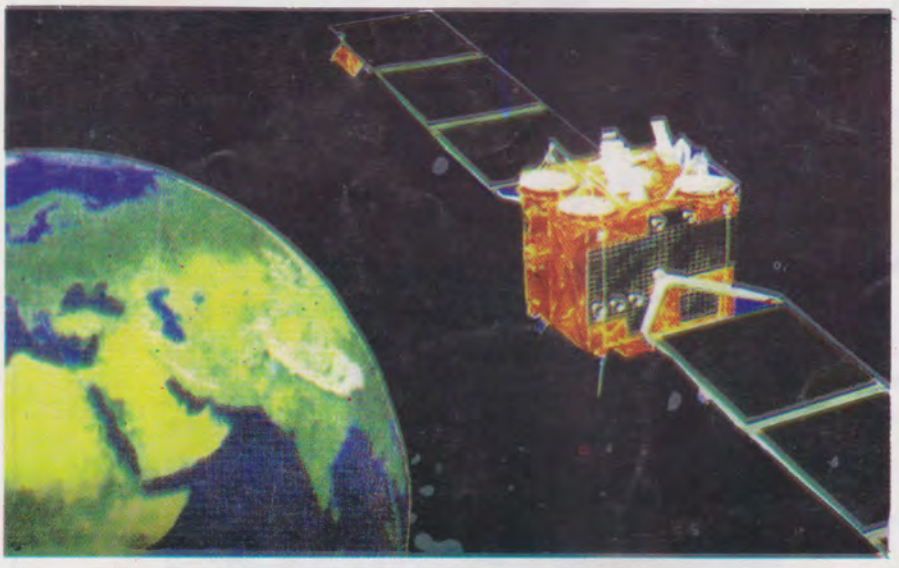

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্র দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272